মীর কাসিম।

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

১৩১৩ সাল, ২রা আষাঢ়, শনিবার,

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

একমাত্র বিক্রেতা—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

"সিরাজদ্দৌলা" নাটক, সাধারণের প্রীতিকর হওয়ায়, আবার ঐতিহাসিক "মীরকাসিম," ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত করিবার সাহস পাইয়াছি। বাঙ্গালার সাধারণ দর্শক ইতিহাসজ্ঞ নহে এবং বাঙ্গালা ভাষায়ও ইতিহাসের অভাব। যদিচ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেই সকল অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায়ই সাধারণ পাঠকের উপন্যাস ছাড়িয়া সকল পাঠে তাদৃশ আস্থা দেখা যায় না। নাটকাকারে ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি, সাধারণ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন—আমার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। নাটকে ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখা আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহার চেষ্টা পাইয়াছি; এবং দিন দিন উৎসাহপূর্ণ দর্শকবৃন্দে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, সে চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে, আমার সহৃদয় দর্শকগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কাহারও কাহারও ধারণা, "মীর কাসিম" নাটকের ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা মুসলমান ও ইংরাজ প্রণীত বাঙ্গালার তৎসাময়িক ইতিহাস পুনর্ব্বার পাঠ করুন। আমরা ঐতিহাসিক Col. Malleson প্রণীত "The Decisive Battles of India" গ্রন্থের "Undwah Nala" শীর্ষক অধ্যায় হইতে,—বিনা নির্ব্বাচনে—কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"* * * the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, and more disgraceful, than that which characterised the English Government

of Calcutta during the three years which followed the removal of Mir Jafar. That conduct is attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost. It was the same longing which has animated the robber of the northern clime, the pirate of the southern sea, which has stimulated individuals to robbery, even to murder. In point of morality, the members of the governing clique of Calcutta from 1761 to 1763, Mr. Vansittart and Mr. Warren Hastings excepted, were not one whit better than the perpetrators of such deeds."

এক্ষণে সহৃদয়মাত্রেই বুঝিবেন, নাটক অতিরঞ্জিত হওয়া দূরে থাক, নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনের ত্রুটি হইয়াছে।

আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, মীর কাসিমের চরিত্র—স্বরূপ চিত্র না হইয়া উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মীর কাসিম যে স্বদেশানুরাগী, প্রজাবৎসল, দীনপালক, ন্যায়বান, মিতব্যয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল নবাব ছিলেন, তাহা কেহ, মীর কাসিমের ছিদ্রানুসন্ধানী কোন গ্রন্থকারের ইতিহাসের দ্বারায়ও অপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

নাটকখানি বৃহৎ কলেবর হইয়াছে। ঘটনার উপর ঘটনা এত অধিক, যে দর্শকের রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া, একখণ্ডে নাটক সমাপ্ত করায়, নাটকখানি কোনরূপে সংক্ষেপ করিতে পারি নাই। সহৃদয় পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য যে, সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী হইতে নাটকের স্থানে স্থানে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। অভিনয়ে পরিত্যক্ত স্থানগুলি, নাটকে তারা (*) চিহ্নিত হইয়া মুদ্রিত হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র।

১। মুসলমানগণ—

পুরুষ

মীরজাফর	বাঙ্গালার নবাব।
মীর কাসিম	মীরজাফরের জামাতা।
সুজাউদ্দৌলা	অযোধ্যার নবাব।
সাহ আলম	দিল্লীর সম্রাট।
আলী ইব্রাহিম	মীর কাসিমের বন্ধু।
সামসেরউদ্দিন	মীরজাফরের বন্ধু।
তকী খাঁ মহম্মদ আমীন হায়বতুল্লা আলম খাঁ জাফর খাঁ আরাব আলী	মীরকাসিমের সেনানায়কগণ।
সলিমান	মীরকাসিমের ধন-রক্ষক।
মহম্মদ ইসাক	ঐ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

২। হিন্দুগণ—

পুরুষ

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ঐ স্বরূপচাঁদ	শ্রেষ্ঠি ভ্রাতৃদ্বয়।

রায় দুর্লভ রাজবল্লভ রামনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দকুমার	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।
লাল সিং	মীরকাসিমের সেনানায়ক।

৩। ইংরাজগণ—

ভ্যান্সিটার্ট	ইংরাজ গভর্ণর।
হলওয়েল	ঐ ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর।
হেষ্টিংস অ্যামিয়ট কুপার হে কেলড্ ইলিস্ ব্যাট্সন জোন্স জনকার্নাক উইলিয়াম বিলার্স	ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ।
মেজর অ্যাডামস মেজর মনরো	ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়।
ফুলারটন	ইংরাজ ডাক্তার।

কি আছে—কি নষ্ট হবে!—এই রত্নসিংহাসনে ব'সে আছি তাই দেখ্‌ছ? রাজছত্র শিরে ধরেছি—তাই দেখছ? রত্নমুকুট দেখ্‌ছ? কিছু না—কিছু না—সকলই ভোজবাজী!—ধনাগার অর্থশূন্য, সৈন্যেরা বেতন অভাবে বিদ্রোহীপ্রায়, রাজকার্য্যে অধ্যক্ষশূন্য। কর্ম্মচারীরা সকলেই শঠ, সকলেই প্রবঞ্চক, সিরাজের বিরুদ্ধে যেরূপ দলবদ্ধ ছিল, সেইরূপ আমার বিরুদ্ধেও দলবদ্ধ! রাজা ইংরাজ, আমি ইংরাজের নফর! যে ইংরাজ, যখন আমি সেনাপতিমাত্র ছিলেম, শত হস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে আমায় সে[illegible] জানু পেতে সম্মুখে অবস্থান কর্‌তো, আমা[illegible]ৎপর ছিলো, আমার নিকট প্রার্থী[illegible] অভ্যর্থনা কর্‌তে হয়, নবাবী [illegible] দিতে হয়; তাদের পরামর্শ—আজ্ঞা, তাদের [illegible]নিমিত্ত আমি কর্ম্মচারী। হায় হায়—এ সকল কেন [illegible] বুঝি নাই!

[illegible] এখন একটা উপায় কর্‌তে হবে?

মীর। কি উপায় কর্‌বো? আমি বৃদ্ধ, সহায়সম্পত্তিহীন, ছেলেরা সব নাবালক, কি উপায় হবে? চারিদিক্ অন্ধকার, নিরুপায়!

মণি। তুমি নবাব, উপায় কর্‌তে পার না, বল্‌ছো নি[illegible] তোমার উপায়ের ভাবনা? আমি স্ত্রীলোক, আ[illegible] নির্ভরসা নই। আমি যদি নবাবী শীলমোহর [illegible]দ্দৌলাকে যৌবরাজ্যে স্থাপন ক'রে, [illegible]য়ে সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌তেন। আমি [illegible]বেই কাসিম আলীকে ডুকে[illegible] সকল ভার দাও, দেখি উপায়

মীর। সে কি উপায় করবে? আমি তো মীরণের মৃত্যুর পর অনেক কার্য্যের ভার তার উপর দিয়েছি, সে কি করলে? আর তারই বা অপরাধ কি দেবো? সকলই বিশৃঙ্খল।

মণি। অনেক ভার আর কি দিয়েছ? তুমি আপনি ব'সে ভাববে, কোন কার্য্য দেখবে না। তার উপর যদি সমস্ত কার্য্য ভার দাও, সে অতি কর্ম্মক্ষম, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হবে।

মীর। কাসিম আলী—তুমি যথার্থ বলেছ, কাসিম আলী ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু তার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারি না;—সে এক সময় আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। যাই হোক, তার মনে যা আছে হবে, কাসিমকেই সমস্ত ভার অর্পণ করবো।

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। জনাব, মীর কাসিম আলী খাঁ বাহাদুর নবাব-দর্শনপ্রার্থী।

মীর। তারে আসতে বলো।

মণি। আর মনোভাব কি বুঝবে? সকলেই [illegible] উপর ভার অর্পণ করলে আর কেন অসন্তুষ্ট [illegible]

(মীর কাসিমের প্রবেশ)

মীর। এসো কাসিম!

মণি। আমি তোমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলেম।

কাসিম। বেগম সাহেব, গোলামের প্রতি চিরদিন [illegible]

মীর। কাসিম, তোমায় দেখি নাই কেন?

কাসিম। জনাব অসুস্থ, গুরুতর শোকা[illegible] করতে সাহস করে নাই। কর্ত্তব[illegible] বিদ্রোহী হলো?

(মীরজাফরের পুনঃ প্রবেশ।)

মীর। কাসিম, সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুমি রক্ষা করো—তুমি রক্ষা করো,—খোজা এসে সংবাদ দিলে,—সেনারা রাজপুরী বেষ্টন করেছে, বেতন না পেলে এখনই পুরী লুণ্ঠন করবে। কি হবে—কি হবে! কাসিম, আমার জীবন রক্ষা করো।

কাসিম। জনাব, কৃতদাস এই আশঙ্কাই করেছিল। চিন্তিত হবেন না. স্থির হোন, যেরূপে পারি, সৈন্যদের শান্ত ক'চ্ছি। কিন্তু শীঘ্র তাদের বেতনের কোনরূপ বন্দোবস্ত না হ'লে বড়ই দুর্ভাবনার বিষয়।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

মীর। মণি—মণি—ঐ সব সৈন্যদের ক্ষেপিয়েছে। দেখ্‌ছো না—ওর ভয় নাই, বিদ্রোহীদের নিকট নির্ভয়ে গেলো। ওর মনোভাব বুঝেছ,—নবাবী শীল-মোহর চায়; তাই আমি শিরঃপীড়ার ভাণ [illegible] ক'রে গেলেন। তোমার কাছে যা আছে বা'র ক'রে দাও. [illegible] নাশ!

মণি। [illegible] ন?

মীর। কি হবে. বে[illegible] তো সৈন্যেরা নিরস্ত হবে না!

মণি। তুমি উতলা হ'চ্চ কেন? কাসিম কি ক'রে দেখ না? কাসিমের কাছে অনেক অর্থ আছে। কাসিম যখন ভগবানগোলায় সিরাজকে ধরে, তখন লুৎফউন্নিসার সমস্ত রত্নাদি ও পেয়েছে। সেই দিকে উপস্থিত সৈন্যদের থামাক, তারপর কর আদায় ক'রে, ওর টাকা পরিশোধ ক'রে নেবে। কাসিম তোমার কর্ম্মচারীদের মত অকর্ম্মণ্য নয়।

মীর। ও কি আপনার অর্থ দেবে—আপনার অর্থ দেবে ?

মণি। তুমি এসো—চণ্ডু টানবার সময় হয়েছে, চণ্ডু টেনে ঝিমোও,—অত ভাবতে হবে না।

মীর। তাইতো কি হবে—তাইতো কি হবে !

মণি। ভেবো না, আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কাসিম অর্থ না দেয়, আমার অলঙ্কার দিয়ে সৈন্যদের নিরস্ত করতে পারবো। তোমার শরীর অসুস্থ, অত ভাবছো কেন ?

মীর। এই গুণেই তো আমায় গোলাম করেছ—এই গুণেই তো আমায় গোলাম করেছ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কুঠীয়াল সাহেব, মুৎসুদ্দি, সেপাইগণ, তাঁতী, তামাক ও [illegible]

মুৎ। সাহেব, এই এক বেটা তাঁতী,—মুচলেখা সই করবে না, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।

সাহেব। বাঁধো—কুঠী চালান দেও। Rascal, তুমি মুচলেখায় সহি করিবে না,—জুতার চোটে সহি করিবে। (প্রহার)

তাঁতী। সাহেব মলুম, দু'দিন পেটে অন্ন নাই, মারবেন না, মারা যাবো।—রাত দিন বুনছি, কাজ শেষ করতে পারি না; যা পাই, তা অর্দ্ধাশন হয় না।

মুং। নে নে ঢেড়া সই দে, কেন মার খেয়ে মর্‌বি?

তাঁতী। দিন্‌—দিন্‌—ঢেড়া সই দিচ্ছি। (ঢেড়া সহি করণ)।

সাহেব। এ দুই ব্যক্তি কে?

মুং। এরা মস্ত মহাজন, এ বেটা কুঠীর তামাক কিন্‌তে চায় না. সব তামাক কুঠীর গুদামে পচ্চে। আর এ বেটাদের পান, সুপারি. তেঁতুলের কারবার, কোনমতেই বেটারা কুঠীতে বেচ্‌বে না।

সাহেব। চাউলের মহাজনকে ধরিতে পারো নাই? চাউলের বড় দরকার, রপ্তানী দিতে হইবে।

মুং। আজ্ঞে সেপাই পাঠিয়েছি, এখনি ধ'রে আন্‌বে।

সাহেব। তুমি রোজই লোক পাঠাও,—বাঁশ-খড়ের একটা আদমি আনিতে পারিলে না। তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে. পাঁচ টাকা দিয়ে মুৎসুদ্দি হইবার জন্য আমায় সাধাসাধি করিতেছে।

মুং। সাহেব—সব ঠিক

করতে

প্রতি) তোমরা কয়টা কোড়া খাইয়া সহি করিবে?

সুপারির মহাজন। সাহেব, সিকিদরে কি ক'রে বেচ্‌বো? কেনার উপর বারো আনা লোকসান।

সাহেব। এই লাভ লইয়া বেচো। (প্রহার)

সুপারির মহাজন। গেলুম—গেলুম—মলুম। সই কচ্ছি—সই কচ্ছি। (সহি করণ)

মুং। পথে এসো. বাবা, বুঝিয়ে বল্লে তো শোনো না? (তামাকের মহাজনের প্রতি) ওহে এগিয়ে এসো,—সাহেব তোমায়

দশ গুণ দরে তামাক বেচ্‌তে চায়—না? লাভ খাবে, না সই কর্‌বে?

তামাকের মহাজন। আজ্ঞে সই কচ্ছি—আজ্ঞে সই কচ্ছি। (সহি করণ)

সাহেব। বায়নার টাকা কুঠী যাইয়া লইও।

তামাকের মহাজন। যে আজ্ঞে। (স্বগত) দেশে থাকি, কুঠীতে গিয়ে নেব।

মুং। এই যে সাহেব, চা'লের মহাজনকে ধরে আন্‌ছে।

(চাউলের মহাজন ও আরও কয়েকজন তাঁতীকে লইয়া সেপাইগণের প্রবেশ।

তাঁতী বেটাদের কোথায় পেলি?

১ম সেপাই। আজ্ঞে সব তল্‌পি-তাল্‌পা বেঁধে নিয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে সব পালাচ্ছিলো।

সাহেব। সব কুঠী চালান দেও, ধূপে দাঁড়াইয়া আমার মাথা ধরিয়াছে।

[সাহেবের প্রস্থান

তাঁতী। মুৎসুদ্দি মশায়, আর কেন আমাদের দ্যাও
দোরে ভিক্ষে ক'রে খাই। অন্নাভাবে
খেয়ে বুন্‌বো,—দুটো ছেলে না খেয়ে মারা গেছে।

মুং। লে চল'—লে চল'—কুঠী লে চলো, সই না ক'রে বাপ্‌ ছাড়ান পাচ্ছ না।

[মুৎসুদ্দির প্রস্থান।

তাঁতী। সেপাই, আমাদের পোঁটলা পুঁটলি যা আছে নাও, আমাদের ছেড়ে দাও।

সেপাই। তো সবদের ছোড়িয়ে দিবে, আর সাহেবের জুতা খাইবে?

(কয়েকজন চোপদারসহ মীর কাসিম ও আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

সকলে। দোহাই হুজুর—দোহাই হুজুর—রক্ষা করুন্।

সেপাইগণ। ওরে, কাসিম আলী সাহেব—

কাসিম। এ কি—তোমরা সেপাই সেজে এসে, প্রজাদের উপর অত্যাচার ক'রে, বেঁধে নে যাচ্ছ?

সেপাই। হামলোক, কুঠীকা সিপাই।

কাসিম। চোপদার, ওদের বাঁধো।

সেপাইগণ নেই হুজুর—হাম লোককো কসুর নেই—হামলোক্‌কো কসুর নেই।

[সেপাইগণের পলায়ন।

কাসিম। আহা, দেখ—দেখ, বুঝি এদের প্রহার করেছে।

সুপারির মহাজন। খাঁ সাহেব, প্রাণ গেল! আমাদের মেরেছে, তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে! রক্ষা করুন্—রক্ষা করুন! অন্ন গেল—বস্ত্র গেল—মার খেয়ে প্রাণ গেল—খেটে খাবার [illegible]!

তাঁতী। সব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাতশো ঘর তাঁতী এক রাজসাহী হ'তেই চলে গেছে। ব্যাপারীরা সব মারা গেল! ব্যবসায় আয় নাই, জমীদার ঘর-বাড়ী বেচে খাজনা নিচ্ছে।

তামাকের মহাজন। হুজুর, দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরেজ নিলে,—লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, পান, যে কাজে দেশী লোক দু'পয়সা পেতো, কুঠীওয়ালা ইংরেজ সকল ব্যবসা কেড়ে নিলে।

কাসিম। চোপদার, এদের দাওয়ানজীর কাছে নিয়ে যাও—ব'লো আমার

নিয়মানুসারে এদের সকলকে যথাকাঙ্ক্ষিৎ দেন। তোমরা আমার লোকের সঙ্গে যাও, আমি তোমাদের দুঃখের কথা শুনবো।

[মীর কাসিম ও আলী ইব্রাহিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আলী। আমরা এখানে কি করবো?

কাসিম। ইব্রাহিম, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আগুন জ্বলছে। শীতল হ'বার জন্য সহরের বাইরে এসেছিলাম, দ্বিগুণ অগ্নি মস্তিষ্কে জ্বলছে। কি অত্যাচার! অসহ্য—অসহ্য!

আলী। আর এখন অসহ্য বল্লে কি হবে?—ওরা ব্যবসা কর্‌তে এসেছে, ব্যবসা ক'চ্ছে। ব্যবসার হানি হবে ব'লে, গদীতে ব'সে নাই, অনুগ্রহ ক'রে মোগলকে গদীতে বস্‌তে দিয়েছে। এখন তাদের দম্ভ দেখেই বা কি হবে—অত্যাচার দেখেই বা কি হবে? নবাবী তো দেয় নাই, কর আদায়ের ঝক্কি অত কে নেয়, তাই একজন কর্ম্মচারীকে গদীতে বসিয়েছে।

কাসিম। হ্যাঁহে, তুমি এ সকল কথা নিয়ে উপহাস ক

আলী। আজ্ঞে না স্বরূপ বল্‌ছি, তবে ঘটনাটা মতন।

কাসিম। নবাব অকর্ম্মণ্য হ'য়েই, সকল দিকে সর্ব্বনাশ হ'লো।

আলী। তাতে ইংরাজের বেশী অপরাধ দেওয়া যায় না, আমরা সকলে মিলে পছন্দ ক'রে নবাব বেছে নিয়েছি।

কাসিম। বর [illegible] টাকা দিয়ে তো সৈন্যদের উপস্থিত নিরস্ত কর্‌লেম—

আলী। আপনার মন্তব্য কি?

কাসিম। আমি স্বয়ং বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। কি অভাগা রাজা, নবাবের

সহিত নবাব-বেগমের মিল নাই ;—বেগম নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি-
জন্য ব্যস্ত !

আলী। আপনার নিঃস্বার্থ ভাবটা কি ?

কাসিম। আর এ দুর্দ্দশা দেখতে পারি না !

(তারার প্রবেশ)

গীত।

পরাধীনী জননী আমার।
লাঞ্ছিত সন্তানগণে পীড়নে কঙ্কালসার॥
...রে শোণিত নীর, কটীতটে জীর্ণ চীর,
নির্জীব আনত শির, দেহ মাত্র তার॥
...গে জীর্ণ হীনবল, শোকে শুষ্ক হৃদিস্থল,
দাবানল ক্ষুধানল, নেহারে আঁধার॥
...রাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস,
...হে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, আবাস কান্তার॥

চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ শুনছ ? অন্ন নাই, বস্ত্র
নাই, রোগ-শোক দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরীভূতা। বাবা, উপায়
করো ! গেল—সকলি ছারখার হলো ! দুখিনী মাতৃভূমির দুর্দ্দশা
আর কতদিন দেখ্‌বে ?

কাসিম। মা, তুমি কে ?

তারা। আমি ? আমি নাই—আমি মৃত ! আমার দুখিনী জন্মভূমি
মুমূর্ষু ! তার আর্ত্তনাদ আমার মৃত-কর্ণেও প্রবেশ করে, মৃত
চক্ষে তার পুত্রের দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পাই ; কিন্তু কি কর্‌বো—আমি
মৃত ! বাবা, তুমি বঙ্গবাসী, বীরপুরুষ, উচ্চবংশোদ্ভব, মুমূর্ষু বঙ্গ-

মাতাকে পুনর্জ্জীবিত করো। দেখ্‌ছো না—দেখ্‌ছো না—মায়ের দুর্দ্দশা দেখ্‌ছ না?

কাসিম। মা, আমায় এ সব কথা কেন বল্‌ছেন? আমি বঙ্গভূমির দুঃখ কিরূপে নিবারণ কর্‌বো?

তারা। তবে কে কর্‌বে? তুমি স্বদেশবৎসল, তোমারই কার্য্য, এ কার্য্য আর কার? যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, মাতৃসেবা যার ব্রত, যে মাতৃবৎসল—তারই কার্য্য,—বীরের কার্য্য, তুমি বীর—তোমারই কার্য্য।

আলী। মায়ি, তুই মরা, তা কথা কচ্ছিস্ কি ক'রে?

কাসিম। মা, বাঙ্গালায় তুমিই একমাত্র জীবিত, আর সকলে মৃত। অভাগা বঙ্গবাসীর দুঃখে তুমিই একমাত্র কাতরা, আর আমরা কুৎসিত নরক-সহচর—স্বার্থচালিত নরদেহধারী।

তারা। না বাবা, তুমিই বঙ্গমাতার সুসন্তান, তুমিই দুখিনী জন্মভূমিকে উদ্ধার কর্‌তে সক্ষম। দুখিনী বঙ্গমাতা তোমার মুখ চেয়ে আছে। আমি তো জীবিত নই, আমি মৃত,— স্বামী অধিষ্ঠিত। তিনিই বল্‌ছেন, তিনিই তিনিই স্বদেশের দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে ভ্রমণ কচ্ছেন রাত্র দেশের দুঃখে রোদন কচ্ছেন, তিনিই তোমায় ভার দান কচ্ছেন, তিনিই তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন। ঐ শোনো—ঐ শোনো হাহাকারধ্বনি শোনো, আর কেমন করে স্থির থাক্‌বো, চল্লেম।

[তারার প্রস্থান

কাসিম। কে এ রমণী?

আলী আমার বোধ হয়, এ প্রদেশের রাণীর কন্যা। শুনেছিলেম, সেই রাণীর কন্যা সাত বৎসরের সময় বিধবা হয়। কোন কারণে রাণী তার মৃত্যু হয়েছে, প্রচার করেন; সেই অবধি এই কন্যা ফকিরণীর ন্যায় ভ্রমণ করে। যেথায় রোগ, শোক দুঃখ সেইখানেই এ উপস্থিত হয়। আমার ধারণা, এ সামান্যা নয়।

কাসিম। তোমার কি বোধ হয়, এ আমায় চেনে? আমায় এ সকল কথা বল্লে কেন?

আলী। আপনাকে চেনে কি না—বল্তে পার্লেম না, কিন্তু সত্য-বাদিনী, সত্যাশ্রিতা, ওঁর জবানে কখন মিথ্যা বেরোবে না। ওঁর সকল কথাই সত্য।

কাসিম ইব্রাহিম, আর আমার ইতস্ততঃ নাই, আমি যেরূপে পারি, প্রজারক্ষার চেষ্টা পাবো। এতে আমার সর্ব্বনাশ হয়, জীবননাশ হয়, কলঙ্ক হয়, লোকের নিকট ঘৃণিত হই, নবাবের বিরুদ্ধাচরণ কর্তে হয়, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ কর্তে হয়, নরকগামী হ'তে হ'ও আমি প্রস্তুত;—নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দীন প্রজার দুঃখ সহ্য কর্বো না।

[illegible]নি?

কাসিম আমি যেরূপে পারি, নায়েব-নবাবী গ্রহণ কর্বো। নবাব আপনার বিলাস নিয়ে থাকুন, প্রকৃত কার্য্যভার আমি সমস্ত হস্তগত কর্বো।

আলী যদি নবাব না দেন, তা হ'লে কিরূপে গ্রহণ কর্বেন?

কাসিম না দেন, নবাবের বিরোধী হব।

আলী। দেখ্বেন, ঘর জ্বালিয়ে আগুন পোহাবেন না।

কাসিম সে কি?

আলী। খাঁ বাহাদুর, সাবধান! যদি প্রজার দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে থাকেন, সেই ব্যথা নিবারণের চেষ্টা করুন,—সেই উচ্চকার্য্যে অপর উদ্দেশ্য ত্যাগ করুন। আপনার স্থায় ব্যক্তির জন-হিত-সাধনই কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্ হোন্; মোগলের গৌরব, স্বদেশের গৌরব, মনুষ্যত্বের গৌরব—এ অভাগা বঙ্গদেশে আপনিই রক্ষা করুন। কিন্তু এ মহাকার্য্যের মূল্য দিতেও প্রস্তুত হোন্,—এর মূল্য আত্মবিসর্জ্জন। যদি তাতে প্রস্তুত থাকেন, মহাকার্য্যে অগ্রসর হোন্, নচেৎ কতদূর কৃতকার্য্য হবেন, গোলাম জানে না।

কাসিম। চলো যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—মীর কাসিমের বৈঠকখানা।

(মীর কাসিম আসীন; খোজা পিত্রুর প্রবেশ)

কাসিম। আস্তে আজ্ঞা হয়, খবর কি পিত্রু সাহেব?

পিত্রু। আর কি মোশা, আর কেন এত ভাবনা? একবার Calcutta হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গদীতে বইসেন। Holwell সাব, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

কাসিম। এখন হলওয়েল সাহেব তো কর্ত্তা নন, ভান্সিটার্ট সাহেব গভর্ণর হ'য়েছেন, তাঁর মতামত তো কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা আদমী নাই যে বলিতেছে না যে, সিরাজ মিরজাফরের সহিত এমন করিলে স্বর্গদূত, আর মীরজাফর শয়তান! আর ঘসেটীবেগম আর আমিনাবেগমকে ঢাকায় লইয়া গিয়া নৌকার তলা ছেঁদা করিয়া মারিয়াছে, এ সাচ্ হোক—মিছা হোক—খুব রটিয়াছে।

কাসিম। ভাস্পিটার্ট এ সব বিশ্বাস করেন?

পিক্র। এ মোশা, তবে হলওয়েল সাব কা কলমবাজীটার তারিফ কি? ... মীরজাফরের দোষ এমন রকম রটিয়াছে যে, সে আরব্য-উপন্যাসের মত আজব কেচ্ছা! আপনি কলিকাতায় একবার চলুন, সব হাল মালুম হইয়া যাইবে।

কাসিম। আমি হঠাৎ কলিকাতায় গেলে, নবাব কি মনে করবে?

পিক্র। মোশা, তা ঠিক না করিয়া গোলাম মুর্শিদাবাদে হাজির হয় নাই। নবাবের উপর চিঠি আসিয়াছে যে, তাঁহার হিসাব-নিকাস করিতে একজন মজবুত আদমি পাঠাইয়া দেন। আর শাজাদা ভি ফৌজ লিয়ে বাঙ্গালায় আসিতেছে লড়াই করিতে হইবে, তার ভি সলা চাই। আদমি কে আছে, নবাব আপনাকে জরুর পাঠাইবে। সে চিঠি নবাব এতক্ষণ পাইয়াছে। আর এদিকে তো আপনি ভি সব ঠিক করিয়াছেন, তলবের জন্ম ফৌজ বিগ্‌ড়াইয়াছে; তারা তো নবাবের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিল, শুনলেম।

কাসিম। আমি ঘর থেকে তিন লাখ টাকা বার ক'রে দিয়েছি?

পিক্র। এটা কি ছোট কাম হইল? ফৌজ আপনার হাতে, আপনি কলিকাতা যাইবার জন্ম তৈয়ার হোন্।

কাসিম। আচ্ছা, নবাব যদি আদেশ করেন—যাবো।

পিক্রু। কাল ফজিরে আমি আপনাকে হুকুম আনিয়া দিব। লেকেন গোলামকে ভুলিবেন না।

কাসিম। আমার আপনি আমি নবাব হ'লে, আর একজনকে নবাব করবার চেষ্টা করবেন না।

পিক্রু। মোল্লা, এমন বাতটা আপনি আমায় বল্লেন? আমি মিরজাফরকে নবাব করিবার কোতো চেষ্টা করিয়াছে, নবাবী পাইলে—হামায় কিছু দিলো?

কাসিম। রাজকোষে অর্থ নাই—তা দেবে কে?

পিক্রু। আর মোল্লা, আপনি কি খবর রাখেন না? সিরাজের কত লুকানো টাকা ছিলো না? আপনার সংশাশুড়ী মণিবেগম সব গেঁড়া করিয়া রাখিয়াছে। জলে তলে এ শার্দ্দুলীটা সব খবর রাখে—হাঁ! তবু ভি হামি কিছু বল্‌তো না, না দিলে ওর ধর্ম ওর! কিন্তু দেখেন, রাজ্যটা বরবাতে যেতে বসিয়াছে, হামার লোক ভি বাঙ্গালায় বসিয়াছি, কারবার করিতেছি, এ নবাবই থাকিলে তো সব বরবাদে যাবে। হামি আজ চলুলো। অনেকক্ষণ আপনার পাশ থাকা ভাল না, কাল আপনার কলিকাতা যাইবার হুকুম হইবে। সেলাম!

(আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আলী। মহাতাবচাঁদ—স্বরূপচাঁদ শেঠজী, আর খোজা বাজিদ সাহেব খাঁ সাহেবের দর্শনার্থে আগত।

কাসিম। তুমি তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।

[আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান।

পিক্রু। খাঁ সাহেব, বুড়া শেঠ দু'টাকে হাতে রাখুন, ইংরাজকে দিতে

অনেক টাকা কড়ি লাগিবে, ওর পাশ হিন্দুদের হাল সব মালুম হইয়া যাইবে।

[খোজা পিত্রুর প্রস্থান।

(জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ, খোজা ওয়াজীদ ও আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

কাসিম আসতে আজ্ঞা হয়—আসতে আজ্ঞা হয়! আজ আমার অতি সৌভাগ্য!

জগৎ। মহাশয়, বিপদ্‌গ্রস্থ হ'য়েই আজ আপনার দ্বারস্থ। আমাদের তো সর্ব্বনাশ। আপনিই একমাত্র ভরসা, নচেৎ ভিখারী হ'তে হ'ল! নবাব, ইংরাজদের টাকশালা স্থাপনের সনন্দ দিয়াছেন, দিবারাত্র কল চ'লে সিকে টাকা আর মোহর তোয়ের হচ্ছে। সে টাকা চলন হ'লে ত আর আমাদের তেজারতি চলবে না।

ওয়াজীদ। আর আমার সর্ব্বনাশ ক'রে, ইংরাজকে সোরার ব্যবসা নবাব একচেটে ক'রে দিয়েছেন।

কাসিম। ইব্রাহিম, শুন্‌ছ?

আলী। খাঁসাহেবের কি অনুমান যে, গোলামকে শোনাবার জন্ত এঁরা কষ্টস্বীকার ক'রে আগত? এ সব তো মহাশয় জানেন, অন্তরাটা শুনুন।

জগৎ। খাঁসাহেব, এখন উপায় কি?

আলী। গোলামের একটা নিবেদন, নবাবী সনন্দ না পেলে টাকশালাও স্থাপন হতো না, সোরার আধিপত্যও পেতো না, আর যখন নবাব তাদের কথায় ওঠেন-বসেন, অন্যান্ত আধিপত্যও নেবে—এ কথা নিশ্চয়। এর যদি কিছু উপায় ঠাউরে এসে থাকেন, সেইটী প্রকাশ করুন।

বাজীদ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি উপায় ঠাওরাবো ?

জগৎ। স্বরূপই তো,—তবে আর খাঁসাহেবের দ্বারস্থ হয়েছি কি নিমিত্ত ?

আলী। খাঁসাহেব, এঁদের অন্তরা ভাজতে বিস্তর বিলম্ব হবে। পরিবার কিঞ্চিৎ দূরে রা, গোলামকে আবদ্ধ ক'রে রেখে, কেন গোলামের গৃহ-বিবাদ বাধান।

কাসিম। আরে ব'স্‌সো না—ব'স্‌সো না।

আলী। ত হ'লে খাঁবাহাদুর, একটা কাজ নিয়ে বসি, এঁদের হ'য়ে ওকালতি করি। খাঁবাহাদুর, আপনিই জল্লাতে বসুন, টাকার প্রয়োজন হয়, শেঠজীরা সরবরাহ করবেন, আর খোজা বাজীদ সাহেবেরও সাহায্যদানের ত্রুটি হবে না।

কাসিম। কি পাগলের মত কথা বল ?

আলী। আজ্ঞে, তবে দু' পক্ষেই আমায় ওকালতি করতে বল্লে ! মহাশয়, খাঁসাহেবকে বল্লেন বটে, এখন উনি গদী পান কি ক'রে ? বল্‌বেন—যেমন মীরজাফর সাহেব ইংরাজের সাহায্যে গদী পেয়েছেন। তা হ'লে রাজ্য তো আরও ইংরাজের অধীনস্থ হবে ? এতে আপনাদের তো লাভালাভ বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

জগৎ। মহাশয়, কাসিম আলীসাহেব যদি নবাব হন, তা হ'লে কি ইংরাজের অত বশীভূত থাক্‌বেন ? আর নবাব ইংরাজেরই বা অত বশীভূত কেন ? তাদের তঙ্কা শোধ হয় নাই—এই না ? খাঁসাহেবের কার্য্যদক্ষতায় রীতিমত কর আদায় হবে, শুল্ক আদায় হবে, অচিরে ইংরাজের তঙ্কা দিতে পারবেন ; তখন আর ইংরেজ কি বল্‌বে ?

আলী। আজ্ঞে, ইংরাজের মনে আমাদের মত অনেক কথাই আছে। আমি যদি ইংরাজ হতেম, আমিও যা বল্‌তেম, ইংরাজও তাই বল্‌বে!

কাসিম। তুমি কি বল্‌তে?

আলী। আমি বল্‌তেম,—'দেখুন নবাব বাহাদুর! সিরাজদ্দৌলাকে গদী থেকে নাবিয়ে মীরজাফরকে দিয়েছিলেম, আবার মীরজাফরের ঠেঙে কেড়ে নিয়ে আপনাকে দিয়েছি। যা যা বলি—সব মঞ্জুর ক'রে দেন। নচেৎ, বাঙ্গলায় লোকের অভাব নাই, নবাবী করবার ইচ্ছাও অনেকের, আপনাকে গদী থেকে তুলে নিয়ে, তাদের ভেতর একজনকে এনে বসাবো'।

কাসিম। আর আমি কি বল্‌কো?

আলী। আপনি কি বল্‌বেন—জানি নি। আমি নবাব হ'লে বল্‌তেম,—'হাঁ—হাঁ, অত বিরক্ত হচ্ছেন কেন? ওখানে কেন—এই গদীর পাশে এসে বসুন। সনন্দ সই করাতে এত ক্লেশ ক'রে মুর্শিদাবাদে এসেছেন,—হুকুম কর্‌লেই কোলকাতায় গিয়ে সই মোহর ক'রে দিয়ে আস্‌তেম।'

কাসিম। শেঠজি, আলী যথার্থই বলেছে, প্রকৃত অবস্থাই বর্ণনা করেছে। যেদিন নবাব রাজ্যরক্ষার ভার ইংরাজকে দিয়েছেন, ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় রাজকোষ হতে হ'চ্ছে, সেই দিন হতেই বাঙ্গলা ইংরাজের অধীন।

আলী। ওঁরা বল্‌বেন, অকর্ম্মণ্য নবাবের পরিবর্ত্তে কাসিম আলী নবাব হ'লে এরূপ অধীনতা থাকবে না। এখন উপস্থিত কৌশল ক'রে তো নবাবী নেন,—তার পর ওঁরা সকলে মিলে ইংরাজদমনে সাহায্য কর্‌বেন।

জগৎ। কেন, আপনি কি এ কথা অসঙ্গত বিবেচনা কচ্ছেন, যে পরিহাসচ্ছলে এ কথা বলছেন ?

আলী। মহাশয় মাপ করবেন ; আমি তো এদেশী, আর জন্মাবধি শুনছি,—বাঙ্গলায় একটী চমৎকার কথা আছে,—"এ কাজটা তো হ'য়ে যাক্, তারপর আমরা সব বুঝে দিয়ে করবো।" তারপর—তারপরই থেকে যায়, বুক দিয়ে করাটা আর হয় না। সিরাজদ্দৌলার আমলে, মীরজাফর সাহেবকে ঐরূপই বলা হ'য়েছিল, 'আপনি তো গদী নিয়ে বসুন, তারপর ইংরাজ দমন করতে আর কতক্ষণ—সামান্ত বণিক, ওদের দমন করতে আর কি !'

বাজীদ। নবাব যে অকর্ম্মণ্য।

আলী। কিন্তু বাঙ্গলার লোকও তো কিছু কর্ম্মক্ষম দেখ্‌ছি না। হিন্দু-মুসলমান দুটী দল হ'তে তো নবাব বলেন নাই ? হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করতে তো নবাব বলেন নাই ? হিন্দুদের ইংরাজপক্ষ হ'তে তো নবাব বলেন নাই ?

জগৎ। হিন্দুদের দোষ দিচ্ছেন, হিন্দুদের অপরাধ কি বলুন ? মুসলমানেরা হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে দাওয়ানী, উজিরী প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদের নিমিত্ত নবাবের নিকট আবেদন করলেন, মীরণ তাদের প্রাণবধ করতে উদ্যত হ'লো, ইংরাজ-সাহায্যে তবে হিন্দুরা প্রাণরক্ষা করে।

আলী। মহাশয়, গোলাম তো হিন্দুর দোষ কি মুসলমানের দোষ, এ কথা নিবেদন করে নাই ? দু' দল হয়েছে, এই কথা বক্তব্য। আর যদি দোষগুণ বিচার করতে বলেন, মীরজাফর গদীতে বসবামাত্রই রায়দুর্লভ প্রভৃতি আবার নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিলেন ; বেগমমহলে যাতায়াত, মির্জ্জামেদীকে সিংহাসন দেবার

কল্পনা এ সকল তে মহাশয়ের অগোচর নাই? সে যাই হোক্—পরামর্শ ছি'লো, মীরজাফর সাহেব গদী পাওয়ার পর, ইংরাজ যেমন ছিলো, তেমনি থাক্‌বে. বাড়াবাড়ি করে, দমন ক'রে দেওয়া হবে ; কেবল সেই কাজটাই হলো না,—হ'[illegible] হলো, একটী ইংরেজের—একটী নবাবের !

জগৎ বল্‌ছেন মিথ্যা নয়—বল্‌ছেন মিথ্যা নয়, আমাদেরই দোষ আমাদেরই দোষ।

আলী (স্বগত) এ বুড়ো বয়সে বোধ হয় সে দোষ আর সংশোধন হবে না।

জগৎ খাঁসাহেব, একটা উপায় করুন্।

আলী উপায় আর কি ? নবাবী গ্রহণ কর্‌বেন ?—সেই কথাটা স্পষ্ট বলুন। আমার মুখের কথা শুনে কি উত্তর দেবেন ?

স্বরূপ। সেই কথাই তো বল্‌ছি। বাজীদ সাহেব কি বলেন ?

বাজিদ। আজ্ঞে হাঁ, আর তো উপায়ান্তর নাই।

আলী। এখন খাঁসাহেব, কি এখনি উত্তর দেবেন, কি—[illegible] উত্তর দেবেন ?

কাসিম। গুরুতর কথা—গুরুতর কথা !

বাজীদ। মহাশয়, গুরুতর বল্‌লে হবে না, আপনাকে [illegible] হ'তেই হবে

কাসিম। দেখি—দেখি—আমা হ'তে উপায় হ'লে বিপদ তো সকলেরই !

জগৎ। মহাশয়, আমরা আশ্বস্ত হলেম। অর্থের জন্য চিন্তিত হবেন না, এখনও শেঠেরা নিঃস্ব হয় নাই।

কাসিম। হাঁ, উপায় কর্ত্তব্য—উপায় কর্ত্তব্য।

জগৎ। আমরা এখন আসি। সেলাম!

সকলে। সেলাম!

কাসিম। সেলাম!

[জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ ও খোজা বাজীদের প্রস্থান।

আলী শোনো, আমি তোমায় পূর্ব্বে বলেছি, আমি নায়েব-নবাবী গ্রহণ করবো। কিন্তু এক বাধা—নবাব বৃদ্ধ, ইনি অবর্ত্তমানে যদি অন্য কেউ নবাব হয়, অপর ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করবে। সেই জন্য আমার উত্তরাধিকারী বা আমার নির্ব্বাচিত নবাব হবে, এরূপ ব্যবস্থা করবো।

আলী। যদি নায়েব-নবাবী আপনার প্রার্থনা হয়, মণিবেগম তা তো দিতে প্রস্তুত।

কাসিম। হাঁ প্রস্তুত, কিন্তু প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, তাঁর লক্ষ্য তাঁর পুত্র নজামদ্দৌলা যুবরাজ হবে, আর রাজকার্য্যে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ করবেন।

য়েব-নবাবী দিতে কি নবাব অসম্মত?

া, ইংরাজ-সাহায্যে তাঁকে সম্মত করতে হবে।

াণিও যদি সম্মত না হন, তাঁকে পদচ্যুত করবেন?

আর উপায় কি?

ংরেজের ব্যবসা কমাবার জন্য উদ্যম কচ্ছেন, কিন্তু এতে ংরেজকে একটা নূতন ব্যবসা করে দেবেন।

সে কি?

াপনি কি মনে করেন, ইংরেজের কাছে গদী ক্রয় ক'রে রাজ্যের মল করবেন? ইংরাজকে দমন করবেন? বরং প্রশ্রয় পাবে!

লোভে হলওয়েল আপনাকে গদী বেচ্‌বে, আবার
...গেলে, আর একজন কর্ত্তা হবে, সে আবার অর্থের
লোভে অপরকে গদী বেচ্‌বার চেষ্টা কর্‌বে; বাঙ্গালার গদী
নিয়েই ইংরাজের নূতন বাণিজ্য হবে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়
কখনই এ যুক্তিসঙ্গত নয়।

কাসিম। অবস্থা তো দেখ্‌ছো? জগৎশেঠ প্রভৃতির কথায় আমি
যদি না সম্মত হই, ওরা কিছুতেই নিরস্ত থাক্‌বে না, অপর
ব্যক্তিকে নবাবী দেবার চেষ্টা পাবে। হলওয়েলও দোষ...
যাবে, তাকে যে টাকা দেবে, তার পক্ষ হ'য়ে নিশ্চয় সে...
নবাবকে পদচ্যুত কর্‌বে। আবার কে নূতন নবাব হবে, সে
কি কর্‌বে, জানি না। এস্থলে কি বলো?

আলী। আজ্ঞে, আর একজন নবাব হ'লে, তিনি কি কর্‌বেন, জানেন
না বটে, কিন্তু আপনি নবাব হবেন কি না, সেইটে জেনে নেন।

কাসিম। অপবাদ হবে।

আলী। আজ্ঞে হাঁ।

কাসিম। চারিদিকে গোলোযোগ, সুশৃঙ্খল কর্‌তে পার্‌বো কি

আলী। আজ্ঞে, ভবিষ্যৎ তো দাস অবগত নয়।

কাসিম। আরে কথার উত্তর তোমার কাছে পাবার যো নাই

আলী। জানেন তো, মিথ্যা কথা এখনো অভ্যস্ত হয় নাই।
...নার জিজ্ঞাস্য হয়, নবাবী নেবেন কি না, দাস তার উত্ত...
যোগ্য নয়। খাঁসাহেব, মানুষের কর্ত্তব্য মানুষের নি...
যদি নবাবী গ্রহণ করেন, অপবাদ হবে নিশ্চয়। ইতিপূ...
দন করেছিলেন, যদি আপনার মনের স্বরূপ অবস্থা অবগ...
থাকেন, যদি পীড়িত জন্মভূমির উদ্ধারের সঙ্কল্প আপনার

দৃঢ় স্থান পেয়ে থাকে, যদি স্বদেশের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে থাকেন, যদি পরাধীনতা অসহ্য হ'য়ে থাকে, যদি বঙ্গবাসীর হিতসাধন আপনার মন্তব্য হয়, অসঙ্কুচিত চিত্তে অগ্রসর হ'ন ; নিন্দাভয়, শত্রুভয়, প্রাণভয় বর্জ্জন ক'রে, উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হোন্, কিন্তু যদি নবাবীর নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ করা ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, এই দণ্ডেই ইচ্ছা বিসর্জ্জন দেন ; অধর্ম্ম হবে, সিংহাসন সুখাসন না হ'য়ে অগ্নিময় হবে। গোলাম অতি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু অকপটে নিবেদন ক'চ্ছে, যে মীরজাফরের ন্যায় পাপার্জ্জিত আধিপত্য— বাঙ্গলা কি ছার, সমস্ত দুনিয়ার অধিকার পেলেও দাস তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌তো! শান্তি অপেক্ষা মানুষের রত্ন নাই ; সে শান্তির অধিকারী ধার্ম্মিক ব্যতীত অপর কেউ নয়। সেলাম !

[আলী ইব্রাহিমের প্রস্থান।

কাসেম। দিন দিন এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না। যে মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা সমস্ত পৃথিবীতে গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান হয়েছিলো, যে মুসলমান-তরবারী কোষ হতে নিষ্কাসিত হ'লে ভূমণ্ডল কম্পিত হতো, যে মুসলমান-পদে সমস্ত পৃথিবী সেলাম দিত, সেই মুসলমান আজ ইংরাজের নিকট ভিখারী! সেই মুসলমানের মান-মর্য্যাদা-দর্প ইংরাজ-পদে অর্পিত। পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের অসামান্য কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ হ'লে, আমরা যে সেই মুসলমানের বংশধর, আমরা যে মনুষ্য, এ কথা মনে স্থান পায় না! সুযোগ উপস্থিত, সমস্ত ঘটনাই অনুকূল, এ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত? কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিনে!

(মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। কাসিম—কাসিম, সমস্ত ঠিক, ইংরাজের পত্র এসেছে, তাদের হিসাব-নিকাশ করতে একজনকে যেতে হবে। আমি নবাবকে সম্মত করেছি, নবাব তোমাকেই পাঠাবে। তুমি যেরূপে পারো, ইংরাজকে হস্তগত ক'রে, আমার নজামদ্দৌলাকে যৌবরাজ্য দাও। দেখ তোমার এমন সুযোগ আর হবে না। নবাব, অন্দরে ব'সে প'চটা নর্ত্তকী ল'য়ে আমোদ করতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকবে। রাজ্য তোমারই, তুমি সকল কাজকর্ম্ম করবে।

কাসিম। ইংরাজকে কিরূপে বশীভূত করবো?

মণি। কাসিম, তুমি এ কথা বলছো, ইংরাজ অর্থের দাস, তা কি তুমি জান না?

কাসিম। আমি এত অর্থ কোথায় পাবো?

মণি। চিন্তা কি, কর আদায় করে দেবে। তুমি প্রস্তুত হও। আমি চল্লেম, আমি হেথায় এসেছি, নবাব জানে না। ইংরাজের পত্র পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমি চল্লেম—আমি চল্লেম, তুমি প্রস্তুত হও, উপস্থিত যেমন অর্থের প্রয়োজন হয়, আমি অলঙ্কার বন্ধক রেখে দেবো, তুমি তারপর পরিশোধ ক'রো।

[মণিবেগমের প্রস্থান।

কাসিম। রাজমুকুট আমার উপাসনা করছে, গদী নিজে ইংরাজ আমায় আবাহন করছে, কিন্তু এ সব কি—এ কি কোন কুহক? আমি কিছুই স্থির করতে পারছি নে। না, চিন্তার প্রয়োজন নাই। নবাবের থাকুক, রাজমুকুট-ধারণ অভিলাষী নই, কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করবো। তুচ্ছ অর্থপিশাচ গর্ব্বিত বণিককে দমন করবো,

প্রজার মঙ্গলসাধন করবো। কেন কৃতকার্য্য হবো না? আমার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, শ্রমকাতর নই, কিন্তু ঘোর ঝটিকা—ঘোর ঝটিকা! সকলই বিশৃঙ্খল—সকলই বিশৃঙ্খল! যা হবার হবে, চিন্তার প্রয়োজন নাই; রাজকার্য্য গ্রহণ করবো,—নচেৎ অভাগা রাজ্যের অর্থশোষক দস্যুহস্তে নিস্তার নাই।

(বেগমের প্রবেশ)

বেগম। প্রভু!

কাসিম। এ কি—তুমি হেথায় কেন?

বেগম। চরণ দর্শনের সাধ বাঁদীর তো চিরদিনই। বাঁদী বড় কাতর হ'য়েই চরণে শরণ নিতে এসেছে।

কাসিম। কি হয়েছে?

বেগম। তুমি দিবারাত্র চিন্তামগ্ন, আহার নিদ্রার অবসর নাই।

কাসিম। আমি কার্য্যে ব্যস্ত, তুমি জান তো,—তোমার উদ্বিগ্ন হবার কারণ কি?

বেগম। তুমি চিরদিনই কার্য্যে ব্যস্ত থাক, কিন্তু এরূপ মলিন তোমায় কখনও দেখি নাই,—কখনও দুশ্চিন্তার ছায়াও তোমার মুখে পড়ে না, এমন গুরুতর কার্য্য দেখি না, যা তৎক্ষণাৎ সাধন করতে তুমি অক্ষম;—কখনও বিরস হও না, ন্যায়পথে ধর্ম্মপথে চিরদিনই তোমার গতি, কিন্তু ইদানীং তোমায় এ ভাব কেন?

কাসিম। তুমি কি জান না, নবাব আমায় সমস্ত কার্য্যভার দিয়েছেন?

বেগম। এতে দুশ্চিন্তার কারণ কি? ন্যায়পথে, ধর্ম্মপথে কার্য্য সম্পন্ন করবে, এর নিমিত্ত এত দুর্ভাবনা কেন?

কাসিম। রাজকার্য্য কিরূপ গুরুতর, তা তুমি জানো না, সেই নিমিত্তই এ কথা বল্‌ছ!

বেগম। দাসী চিরদিনই সঙ্গিনী,—মেদিনীপুরে মারহাট্টাদমনে যখন গিয়েছিলে, প্রান্তে আসন্ন সমর, আমি দাসী ভয়ে বিহ্বলা, কিন্তু তুমি সহাস্যবদনে সাহস প্রদান করেছ,—ললাটে চিন্তার কুঞ্চিত রেখা দেখি নাই, মুখ-কান্তি মলিন দেখি নাই, নিদ্রার ব্যাঘাত দেখি নাই।

কাসিম। রাজকার্য্য সহজ নয়। সে সামান্য সমরক্ষেত্রে এ দেবারাত্র যুদ্ধ। সে যুদ্ধে শত্রু সম্মুখীন, এ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও লুকাইত শত শত্রুর সহিত। নানা কৌশলীর কৌশল দমন, নানা ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র নিবারণ, অর্থসংগ্রহ, কুটীল কর্ম্মচারীগণের মন্ত্রণাভেদ, এ গুরুতর রাজকার্য্যে আর সে সামান্য যুদ্ধে বিস্তর পার্থক্য।

বেগম। তবে এ গুরুতর কার্য্যে প্রয়োজন কি? প্রভু, আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে। যে দিন মণিবেগমের দূত তোমায় ডাক্‌তে আসে, সেই দিন হ'তে আমার ঘোর আশঙ্কা। মণিবেগম চিরদিনই আমাদের শত্রু। মীরণের মৃত্যু-সংবাদে তাকে আহ্লাদে পরিপূর্ণ দেখেছি, নবাব তোমার নামোল্লেখ করলে, তাকে বিরক্ত দেখেছি। তোমার প্রতি তার চিরবিদ্বেষ। আজ এই গভীরা রজনীতে সে কেন তোমার নিকট এসেছিল? যে কার্য্যে মণিবেগম, সে অবশ্যই কোন গর্হিত কার্য্য! আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

কাসিম। ব্যাকুল হয়েছ? আমি তোমা অপেক্ষা শতগুণ ব্যাকুল! তুমি আমার জন্য ব্যাকুলা, আমি বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার জন্য ব্যাকুল! তুমি এক ব্যক্তির জন্য ব্যাকুলা, আমি সহস্র সহস্র অন্নহীন প্রজার জন্য ব্যাকুল! তুমি মণিবেগমের শঠতার জন্য ব্যাকুলা,

আমি কুটীল কুচক্রী ইংরাজের শঠতার জন্য ব্যাকুল! তুমি তোমার স্বামীর জন্য ব্যাকুলা, আমি মোগলগৌরব—মুসলমান গৌরবের জন্য ব্যাকুল! জান তো, আমি কাপুরুষ নই। কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; জীবনসংগ্রামে অবিরাম সংগ্রাম কর্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা; দেশ-বৈরীর সহিত সংগ্রাম করতে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ধারণা। আমার সঙ্কল্প শোনো, যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশী কবল হ'তে উদ্ধার করতে পারি, তবেই জীবন সার্থক,—নচেৎ জন্মবৃথা, কর্ম্ম বৃথা, জীবন বৃথা! তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী, এ উচ্চ সংকল্পে সাহায্য প্রদান করো। এসো, প্রাতে কার্য্য আছে, শয়নে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসাহী—পরিত্যক্ত গঞ্জ।

(ছিন্ন কোট-পেণ্টুলেন পরিধানে জনৈক পাগল ও তৎপশ্চাতে লোকগণের প্রবেশ)

পাগল। (একটা খোলা ফেলিয়া) এই নে বেটা, দাদন নে, আমার লাখ মন তামাক কাল সকালে চাই। এই নে (অন্য একটা খোলা ফেলিয়া) কাল সকালে পঞ্চাশ হাজার মন সুপারী

সরবরাহ কর্‌তেই চাস্‌। তবে রে বেটা, দাদন নিলে আর কাপড় বুনে দিতে পারো না? সেপাই, পাক্‌ড়ো—পঁচিশ বেত লাগাও। উঃ রপ্তানী দিতে হবে—রপ্তানী দিতে হবে!

১ম লোক। (গায়ে ধুলা দিয়া) এই নাও—তামাক নাও।

২য় লোক। সাহেব—সাহেব! এই সুপারী—এই সুপারী (ধুলা নিক্ষেপ)

পাগল। চোপরাও,—বিলেতে চিঠি লিখ্‌ছি—বিলেতে চিঠি লিখ্‌ছি।

(তকী খাঁর প্রবেশ)

তকী। এই যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলেই পাগ্‌লার গায়ে ধুলো দিচ্ছ! তা বেশ ক'চ্ছ;—আর দুটী দুটী ধুলো নিয়ে আপনাদের কপালে দাও! ছিঃ ওর সঙ্গে ওমন ক'চ্ছ কেন?

৩য় লোক। আজ্ঞে দেখুন না, ও সাহেব হয়েছে। এতক্ষণ দাদন দিচ্ছিল, এখন বিলেতে চিঠি লিখ্‌ছে।

তকী। বাবা, রসো, বাঙ্গ্‌লার সকলকেই ঐ রকম চিঠি লিখ্‌তে হবে, একটু অগ্রাপশ্চাৎ বই তো নয়!

২য় লোক। আজ্ঞে—আজ্ঞে, ও একটা উন্মাদ, পাগল হয়েছে দেখুন না।

পাগল। এই, তোর কত মন তেঁতুল আছে? সব আমার কুঠীতে পাঠিয়ে দে।

২য় লোক। ম'শায় দেখুন।

তকী। বাবা, তোমরা একটু সমঝে দেখো; ও তো তেঁতুল খুঁজছে, তোমরা না আমড়ার অাঁটি খোঁজো! ওর গায়ে আজ আমরা ধুলো দিচ্ছি, কবে বাড়া ভাতে ধুলো পড়ে, তা ভাব্‌ছো না! ওকে পাগল দেখে আজ হাঁস্‌ছো, বাঙ্গ্‌লায় এম্‌নি পাগল ঘরে ঘরে হ'তে হবে!

(তারার প্রবেশ)

লোকগণ। ওরে তারা দেবী !

[লোকগণের প্রস্থান

তারা। বাবা দেখ্‌ছো ! সোণার রাজসাহী দেখ্‌ছ ! এই উন্মাদকে দেখ্‌ছো ! এই সোণার হাট দেখ্‌ছ ! সকলি গেল—সকলি গেল ! দোকানি, দোকান বন্ধ ক'রে চ'লে গিয়েছে,—ধনী, পাগল হ'য়ে ধুলো হাঁট্‌কাচ্ছে,—বালক, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কাঁদ্‌ছে,—অন্নাভাবে গৃহিণীর চক্ষে শতধারা ! দেখ—দেখ ! আরো দেখ, কবে রাজ্য মরুভূমি হয় দেখো !—সোণার বাঙ্গ্‌লায় তৃণ থাক্‌বে না, বন্যপশুর আবাসস্থান হবে না ! গেল—সকলি গেল !

তকী। মা, তুই তো কেঁদে বেড়াস্‌, কিছু উপায় আছে কি ?

তারা। উপায় নাই ?—এমন কথা বলো না। আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে স্বদেশীর দুঃখে দুঃখিত হও, নিজ স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, স্বদেশীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করো, ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করো, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য করো, উপায় নাই ? উপায় আছে—করো !

তকী। মা, তুমি শিখিয়ে দাও।

তারা। শুন্‌ছো না—শুন্‌ছো না ? মা তৃষ্ণায় হা-হা কর্‌ছে, মা'র তৃষ্ণা নিবারণ করো ! সামান্য বারি-পানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না,—শোণিত-পিপাসা !—বক্ষের শোণিত দান করো ! মা—মা, আমার বক্ষের শোণিতে কি তুই তৃপ্ত হবি নে ;—নে মা—নে, আর যে আমার সয় না ! আমি যে তোর দাসী, আমি যে তোর কন্যা, আমার প্রতি সদয়া হও মা ! নাও মা—নাও, আমার বক্ষের

শোণিত দাও! সন্তানের প্রতি চাও! বড় অভাগা—বড় অভাগা!

তকী। . আমি তোর ছেলে, আমায় শোণিত দিতে শেখা না? কি করে বুকের শোণিত দেবো বলে দে?

তারা। বাবা, ভাইদের ধর্ম্মশিক্ষা দাও, বাঙ্গলার কৃতঘ্নতা দূর করো, বাঙ্গলার সেবায় নিযুক্ত হও; প্রেমে সকলকে বশীভূত করো—স্বদেশ প্রেম—স্বদেশ প্রেম—সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তুত হও; —আর তো কিছু শিক্ষা নাই! অহো! আর সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না।

গীত।*

দুখিনী সন্তান কি আছে তোমার।
দান'—প্রাণ দান'—রুধির ধার,
তাপিতা মাতা তাপ নিবার॥
ধরম করম ভবে মাতৃসেবা,
মাতৃভক্ত বিনা মুক্ত কেবা?
কাতর মার তরে, মাতৃবেদনা হরে,
নরত্ব-গৌরব-অধিকারী যেবা।
মাতৃবৎসল, অটল অচল,
বহে না অধীন-জীবন ভার,
শ্রীহীনা জননী নেহার;—
মাতৃঋণী তুমি, শুধিতে ধার,
ঢাল' ঢাল' হৃদয় রুধির—
কিবা আছে আর দুখিনী কুমার॥

[তারার প্রস্থান

তকী। মায়ি, আজ তোর কাছে শিখ্‌লেম। ধর্ম্ম শিখ্‌লেম, কর্ম্ম শিখ্‌লেম, খোদার কার্য্য শিখ্‌লেম, মাতৃভূমিকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌লেম, জন্মভূমির কার্য্যে বুকের রক্ত দিতে শিখ্‌লেম;—মায়ি, তোরে উদ্দেশে সেলাম করি!

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ফোর্ট-উইলিয়মস্থ কাউন্সিলের কক্ষ।

(হলওয়েল ও খোজা পিক্রু)

পিক্রু। কাসিম আলীটা, রায়দুর্লভকে সাথে লিয়ে, এখনি আসিবে। সব ঠিকঠাক করিয়াছেন তো?

হল। ও, Christianই ফলায়—এই নিমিত্ত তুমি কি এখনো ভ্যান্সি-টার্টটাকে সন্দেহ করিতেছ? টাকার জন্য ওর হাতের তেলো চুল্‌কাইতে থাকে। আমি ফুটিয়া বলি,—এই আমার দোষটা।

পিক্রু। কর্ণেল কেল্‌ড তো আবার মৎলব বদ্‌লাবে না?

হল। মৎলব বদ্‌লাবদ্‌লি চিঠিতে যা হইয়াছে। টাকার আওয়াজ কাণে গিয়াছে, আর বদ্‌লাবদ্‌লি নাই।

পিক্রু। আর কাউন্সিলের সব সাহেব তো রাজী হবে? এ কথাটা তো আর বলিবে না, [illegible]রের সঙ্গে বেইমানি হইবে?

হল। তুমি মুর্শিদাবাদে[illegible]য়া সব ভুলিয়া গিয়াছ। তবে হামি মীরজাফরের [illegible] কি বদ্‌লো? যেমন বদ্‌লো,—

'মীরজাফরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে'—হামি অমনি উপর পানে তাকাইয়া Christ এর নাম নিয়া বলিল, 'হামর Christian, প্রজার উপর মীরজাফরের এত অত্যাচার কি রূপে দেখিব! কোম্পানীর তঙ্কা আদায় হইতেছে না, বাণিজ্য বর বাদ যাইতেছে, কোম্পানীর নোকর হইয়া কিরূপে দেখিব? সব মুখটা চুপ হইয়া গেল।

পিক্র। সাহেব, তোমার বক্‌রাটা ঠিক করিয়া লইয়াছেন তো?

হল। আবার ফাঁকি পড়িব? সে বাচ্ছা হামি না! তুমি তো জানো ক্লাইব সাহেব মীরজাফরকে গদী দিল, কুড়ি লাখ আশী হাজার টাকা মারিয়া চলিয়া গেল,—হামার মুখ তাকাইল না! যেখন সিরাজদ্দৌলা Calcutta attack করিল, ড্রেক জাহাজ লইয়া সট্‌কাইল, সে ভি দু'লাখ আশী হাজার টাকা পাইল। আর হামি বেটা লড়াই ক'ল্লো, কয়েদ হলো, সিরাজদ্দৌলার বদনামী কেচ্ছ কত বানাইল, হামি বেটার বরাতে রম্ভা মিলিল, মোটে লাখ টাকা! সেই রম্ভাটী খাইতে খাইতে কি দেশে যাইব? হামি কসম খাইয়াছি, ক্লাইবের পেয়ারের মীরজাফরকে গদী হইতে ওতরাইয়ে কিছু হাত কর্‌বো, ছোড়্‌বো না।

পিক্র। আমি ভি সেবার কিছু পাইলো না, আমার ভি মীরজাফরটার উপর খুব রাগ!

হল। এবার সে রাগ শোধো! তোমার ভি পেট ভরিবে, ভাবিও না।

পিক্র। বুঝি তারা আইল।

হল। চলো—চলো, receive কর[illegible]ি।

(ভ্যান্সিটার্ট, কেলড, মীরক[illegible]ের প্রবেশ)

হল। Hallo Khan Bahadur—[illegible]ou do—

কাসিম। আপনার মেজাজ সরিফ ?

হল। Thank You, বইসেন—ব

রায়। আমি সমস্ত কথা নবাবকে বলেছি। উনি একটী আপত্তি ক'রেছেন ; আমার বিবেচনায় সেটী ন্যায্য। খাঁবাহাদুর, নবাবের বাক্স-সম্মান রাখ্তে প্রস্তুত, স্বয়ের নবাবী গ্রহণ ক'রে, রাজকার্য্য নবাবের ন্যায়ই নির্ব্বাহ করবেন। কিন্তু নবাব অবর্ত্তমানে গদীর অধিকারী খাঁসাহেব বা খাঁসাহেব-নির্ব্বাচিত কোন উপযুক্ত ব্যক্তি হবেন।

ভ্যান্সি। তাহা কিরূপে হইতে পারে ? নবাব মীরজাফরের পুত্র আছে ?

রায়। সেই ওঁর প্রধান আপত্তি। উনি বলেন, নবাব বৃদ্ধ ; খাঁবাহাদুরের অধিকার গ্রহণের পরেই যদ্যপি নবাব পরলোক গমন করেন, তাঁর পুত্র সিংহাসন পেলে, আবার সকল বিশৃঙ্খল হওয়া সম্ভব,—নূতন নবাব তাঁর নিজের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করবেন। ওঁর আশঙ্কা, সে অবস্থায় ওঁর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হ'তে পারে। রাজ্যে কুচক্রীর অভাব নাই। খাঁসাহেব বলেন, কুচক্রীর চরিত্র তো আপনাদের অগোচর নাই ?

ভ্যান্সি। এ কথাটা নবাব রাজী হইবে না।

হল। না রাজী হইলো তো কি হইল ? সন্ধির সর্ত্তে আমরা মীরজাফর খাঁর গদী রক্ষা করিব, স্বীকার করিয়াছি। এখন উত্তরাধিকারী কে হইবে, এ কথা তো সর্ত্তে নাই ? আর এ সব বাৎ নবাবকে বলিয়া কি হইবে ? সব কাজ খাঁবাহাদুর হাতে লইলে, আমরা প্রকাশ করিব ; তখন বুড়াটা কি বলিবে ? বলিলেই বা শুনিবে কে ?

ভ্যান্সি। Yes, that is the only solution of the problem.

কাসিম। আমার একটী প্রস্তাব আছে। আপনাদের গোরা ও সেপাই সৈন্য আমার কার্য্যে সর্ব্বদা সাহায্য কর্‌বে—আপনারা সম্মত; তার ব্যয়ভার আমাকে বহন কর্‌তে হবে। আমার প্রস্তাব, সেই ব্যয়-ভারের নিমিত্ত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদেশ লিখিত সনন্দ দ্বারা আপনাদের হস্তে অর্পণ করি। লাভ-লোকসানের ভার কোম্পানীর—আমার উপর কোন দাবি-দাওয়া থাকবে না।

কেলড়। এটা ভাল কথা—এটা ভাল কথা।

রায়। শ্রীহট্ট হ'তে তিন বৎসরে প্রস্তুত চুণের অর্দ্ধাংশ, উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কোম্পানী ক্রয় কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু প্রজাদের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।

ভ্যান্সি। Ofcourse not—ofcourse not—we are Christians.

কেলড। শুনিয়াছিলাম, খাঁবাহাদুর—Carnatic যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন?

পিড্র। সে বাৎটা প্রকাশ্য সন্ধিপত্রের মধ্যে কেন? খাঁসাহেব স্বীকার করিয়াছেন, পাঁচ লাখ টাকা দিবেন।

কাসিম। সে তো স্বীকৃতই আছি। আর একটী নিবেদন;—গভর্ণর সাহেবের আমার উপর অনুগ্রহ কি নিগ্রহ বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমি গভর্ণর সাহেব ও কৌন্সিলের মেম্বরগণের নিমিত্ত যৎ-কিঞ্চিৎ যা দিতে প্রস্তুত, তা গ্রহণ কর্‌তে না অসম্মত হন!

ভ্যান্সি। না—না, তা কিরূপে আমরা লইতে পারি!

কাসিম। তবে গভর্ণর সাহেবের আমার প্রতি তেমন অনুগ্রহ নাই!

হল। আপনি সে জন্য ভাবিবেন না—সে জন্য ভাবিবেন না—হুণ্ডী পাঠাইবেন, আমি যেরূপে পারি, গভর্ণর সাহেবকে রাজী করিব।

কাসিম। আমার অর্থ নাই, যৎসামান্য বিশ লাখ টাকার হুণ্ডী পাঠাবো।

ভ্যান্সি। (স্বগত) Oh Lord—a fabulous sum !

কাসিম। (স্বগত) অর্থপিশাচ, আমি তোমাদের চিনি।

পিদ্রু। (জনান্তিকে রায়দুর্লভের প্রতি) খুব চড়া দরে গদীটা বিকাইল।

রায়। সাহেব, আপনাদের মুর্শিদাবাদে যেতে হবে। পত্র লিখে মীরজাফরকে সম্মত কর্‌তে পার্‌বেন না।

ভ্যান্সি। We will settle that tonight in the Council.

কেলুড। (জনান্তিকে ভ্যান্সিটার্টের প্রতি) Let not Amyatt be present there.

হল। We'll outvote him.

কাসিম। তবে আসি। অদ্যই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে, মুর্শিদাবাদে যাবার ইচ্ছা করেছি।

ভ্যান্সি। চলেন—চলেন, fair copy হইলেই, Councilএ আপনাকে ডাকাইব।

হল। (জনান্তিকে খোজা পিদ্রুর প্রতি) Mr. Pedru, এবার আমি ভি বিলাতে সট্‌কাইব।

পিদ্রু। তবু ক্লাইভ সাহেবটার মত পাইলেন না!

হল। কি কর্‌বে দাদা—বদ্‌নকৃত।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।*

মুর্শিদাবাদ—দীপমালাশোভিত পথ।

(ব্যাণ্ড বাজাইয়া একদল ইংরাজসৈন্যের ও তৎপশ্চাৎ ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের প্রবেশ ও সকলের প্রস্থান)

তারা। মাগো, কেন এ দীপমালায় সজ্জিতা হয়েছ? কেন এ সৌরভিত পতাকাশ্রেণী? কেন মা, আজ তোমার কিসের আনন্দ! তোমার অন্তর তো নিবিড় তমাচ্ছন্ন, তবে এ বাহ্যিক আনন্দ কিসের? আবার কি রুধিরস্রোতের তৃষায় এরূপ মনোহর বেশধারণ করেছ? মাগো! কার শোণিতে এই দীপমালা জ্বলেছে? কার অস্থিপেশিত অর্থে তোমার পতাকা? সন্তানের মমতা একেবারে বর্জ্জন করেছ? আজকে কি তোমার আনন্দের দিন, যে আনন্দ কচ্ছ! অভাগিনী দুঃখিনী নন্দিনীকে আর কত যন্ত্রণা দেবে? আর যে হাহাকার ধ্বনি শুনতে পারি নে মা! হাহাকার ধ্বনিতে কি তুমি বধিরা? তুমি কি নির্জ্জীব শব! শবদেহে কি এই সকল সজ্জা? মা—মা, আর সন্তানের প্রতি বিরূপ হ'য়ো না!

(প্রজাগণের প্রবেশ)

বাবা, কি দেখ্‌ছ? কি উৎসবে আনন্দিত হয়েছ? তোমাদেরই মজ্জায় এই দীপ জ্বল্‌ছে, তোমাদের চর্ম্মে এই পতাকা, তোমাদেরই অস্থিতে এই স্বুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ;—তোমাদেরই হাহাকার-ধ্বনিসূচক এই নহবৎধ্বনি! যাও—ঘরে যাও, স্ত্রীপুত্রদের দেখ। তোমাদের উৎসবের দিন নয়,—রোদনের দিন—রোদন করো;

রোরুদ্যমানা মাতাকে সান্ত্বনা করো, এ দুর্দ্দিনে মাতৃপূজায় নিযুক্ত থাকো।

১ম প্রজা। ওরে, সেই পাগ লীটে—সেই পাগ লীটে। চ'—চ'।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

আবা। হায়—হায়! কি হ'লো—কি হ'লো, মাগো কি ক'র্লে!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—নবাব দরবার।

(মীরজাফর, ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস, মীরকাসিম, খোজা পিক্র, সভাসদগণ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণের গীত।

বাঙ্গলায় ব'সেছে কোম্পানী।
রাজায়-প্রজায় সেলাম বাজায়, কৃপায় হয় ধনী মানী॥
দাপে যার কাঁপে ভুবন, স্থল-জল মানে শাসন,
কোথা কে আছে এমন, সাম্‌নে করে মস্তানি॥
উড়লে ধ্বজা দম্ভভরে, অরি ফিরে চায় না ডরে,
দণ্ডধরে, দণ্ড করে, শঠের টোটে কারদানি॥
রোষে রাজা হয় ভিখারী, ইঙ্গিতে হয় মুকুটধারী,
তোপের মুখে হুকুমজারি, ভাঙ্গে গড়ে রাজধানী॥

ভ্যান্সি। জনাব, নাচ-গানটা বন্ধ রাখেন।

পিদ্রু। (নবাবের সঙ্কেতানুসারে) তোমরা এখুন যাও।

[নর্ত্তকগণের প্রস্থান।

ভ্যান্সি। আপনি শুনেন;—কাসিমআলী সাব আপনার জামাতা, আপনি যেমন নবাব ছিলেন, তেম্‌নি নবাব থাকিবেন, কাসিম আলী নায়েব-নবাব হইয়া কার্য্য করিবে, ইহাতে আপনি কে বাধা দিতেছেন? সকল দিক বরবাদ্‌ যাইতে বসিয়াছে. আমাদের বাণিজ্য গরক্‌ হইতেছে, আপনার কর আদায় হইতেছে না, আমাদের তঙ্কা দিতে পারিতেছেন না।

মীর। কেন—কেন সাহেব, আমি তো সব ভার কাসিম আলীকে দিয়েছি?

ভ্যান্সি। শীল-মোহরটা দেন, নচেৎ উনি কিরূপে কার্য্য করিবেন?

মীর। সাহেব—সাহেব, আপনি আমার নবাবী কেড়ে নিতে এসেছেন? তা নেন—নেন! কাসিম, এইজন্য কলিকাতায় গিয়েছিলে? তা বেশ বেশ—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক্‌!

ভ্যান্সি। আপনি খ্যাপা কেন হইতেছেন? স্থির হইয়া কথাটা বুঝিয়া লউন।

মীর। আর স্থির হবো কি? আমি শীলমোহর কদাচ দেবো না! কেন, আমি এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে নবাবী কিনেছি, নবাবী ছাড়্‌বো কেন—কি জন্যে? আমি প্রাণ থাক্‌তে শীল-মোহর দেবো না!

ভ্যান্সি। আপনাকে দিতে হইবে। আপনারই পল্‌টন আসিয়া আপনার বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। তাহারা হামাদের ভি বাৎ শুনিবে

না,-সক[illegible]নের টাকা চাই। আমাদের তঙ্কা দেন, তাদের [illegible] তবে নবাবী রাখেন। আর না দেন—নবাবী ছাড়েন, মীর জাফর সাহেব টা দেন, কাসিম আলী নায়েব-নবাব হইয়া সকল বন্দোবস্ত করিবেন। ফৌজ আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে—দেখেন। হামাদের ফৌজ এতক্ষণ থামাইয়া রাখিয়াছে। অধিক বি[illegible]

মীর। না[illegible] ছেড়ে[illegible] পাঠিয়ে দাও নয় ক্লাইব সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও!

হেষ্টিংস। আপনি এত উদ্বিগ্ন কেন হইতেছেন?

মীর। কেন?—ও মীরকাসিমকে কি চিনেছ? আজই রাত্রে আমায় খুন করবে। আমায় নিয়ে চলো সাহেব—নিয়ে চলো,—আমায় কোলকাতায় আশ্রয় দাও।

ভ্যান্সি। আচ্ছা, আপনি নবাব, আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ হইবে, কলিকাতায় যাইয়া আপনি নবাব থাকিবেন।

মীর। আর নবাব কেন—আর নবাব কেন? আমার নবাবী শেষ হয়েছে! সাহেব, তোমরাই শপথ ক'রে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছ,—আমায় নবাবী দেবে, আমার নবাবী রক্ষা করবে। তোমরাই নবাবী কেড়ে নিলে,—তা নাও!

ভ্যান্সি। হামাদের দোষ দিবেন না। হামারা নবাবী দিয়াছিলো, আপনি নবাবী রাখিতে পারিলেন না। ফৌজ বিগড়াইল, টাকা আদায় হইলো না; সাজাদাটা আবার আসিতেছে, তার ফৌজ আসিয়া বাঙ্গলাটা লুট করিতে থাকিবে। নবাব ভি বরবাদ যাইবে, হামরা ভি বরবাদ যাইব।

মীর। বেশ—বেশ, বেশ সাহেব, এই আমার সিমআলীর মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি। যাও।

কাসিম। নবাব, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? দাস নবাবী প্রার্থী নয়, নায়েব-নবাবের প্রার্থী। নবাবী শীল-মোহর না পে[illegible] কার্য্য পরিচালনা কর্‌তে সক্ষম হবো না, এই নিমিত্ত শীল-মোহর যাচ্ঞা কচ্ছি। [illegible]া, কর্ম্ম- [illegible]—সকল [illegible] কচ্ছি; [illegible]— এতে কেন বিরূপ হচ্ছেন? নবাব, নবাবী করুন, কার্য্যভার আমায় দেন। জনাবের শরীর অসুস্থ, শোক-তাপে জর্জ্জরীভূত, এখন বিশ্রামের আবশ্যক—বিশ্রাম করুন।

মীর। হাঁ—হাঁ, বুঝেছি—বুঝেছি—তোমার মনের ভাব বুঝেছি। এই নাও—এই নাও, রাজমুকুট আমি পরিয়ে দিচ্ছি। আমি আস্‌ছি—আমি আস্‌ছি। (সাহেবদের প্রতি) তোমরা যেয়ো না—আমায় কলিকাতায় নিয়ে যাও, কাসিম আমায় খুন কর্‌বে।

[প্রস্থান।

ভ্যান্সি। আপনি গদীতে বইসেন। আমি আপনাকে গদীতে বসাইতেছি।

কাসিম। গভর্ণর সাহেবের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রইলেম।

(মীরকাসিমের সিংহাসনে উপবেশন)

ভ্যান্সি। হেষ্টিংস, Order Salute.

[হেষ্টিংসের প্রস্থান।

নবাব সাহেব সেলাম!

গলে। আমরা সক

াসি। নকিব ফু

ীব। নাসির-উল্-মোলক্-ইম্‌তিয়া

আলী খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর।

(মুন্সি[illegible] ও পুত্র-কন্যাসহ মীরজাফরের পুনঃ প্রবেশ)

ণ। কাসিম আলী—[illegible], নবাব হয়েছ?—[illegible]! [illegible] আমায় কেন বিষ দাও নাই? তা হ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নবাবী করতে। মণিবেগম বেঁচে রইলো, তোমার নবাবী বহুদিন চল্‌বে না! তোমার মন্ত্র আমি শিখেছি। যে মন্ত্রে তুমি নবাবকে তক্তা থেকে নামিয়েছ, আমিও সেই মন্ত্রে তোমায় তক্তা থেকে নামাবো! বাঙ্গ্‌লার গদীর দর তুমিও দিতে জানো, আমিও দিতে জানি। তুমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে এসেছ। জেনো সে সন্ধিপত্র—শেষ সন্ধিপত্র নয়; আবার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে, আবার নবাবী তক্তা নিলেম হবে। ব'সো—ব'সো—দু'দিন সিংহাসনে ব'সো। সাহেব, সেলাম, তোমাদের চিনি, তোমরা কারো বন্ধু নও, কারো শত্রু নও। আজ কাসিম আলীর বন্ধু হয়েছ, কাল আমার বন্ধু হবে। আমি নবাবকে সেলাম কর্‌বো না, ও কে?—ও তো তোমাদের হাতের পুতুল,—নবাব তো তোমাদের হাতের পুতুল! তোমাদের শত শত সেলাম কচ্ছি, জানু পেতে সেলাম কচ্ছি;—আমি চল্লেম, কোলকাতা গিয়ে আবার সেলাম দেবো।

। এসো—এসো, রাজপুরী হ'তে যাই এসো। সিরাজ—সিরাজ—

স্ত্রী-কন্যা ল'য়ে চ'লে

[মণিবেগম ও পুত্র-কন্যাসহ মীরজাফরের প্রস্থান

ভ্যান্সি। ইনি টা কে ?

পিদ্রু। এটা মণিবেগম, এটা নাচ্‌নাউলী ছিলো,—ও দিনরাতই এম্‌নি নাচ্‌তে থাকে।

কাসিম। আজকে দরবার ভঙ্গ হোক।

ভ্যান্সি। হাঁ—আপনি আরাম করেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—মীর্ কাসিমের অন্তঃপুর

(মীর্‌কাসিম ও বেগম।)

কাসিম। তোমার শরীর অসুস্থ, রাত্রে জাগরণে হকিমের নিষেধ, তুমি দিন দিন কেন আমার সঙ্গে জাগরণ করো? আমি নানা চিন্তায় বিব্রত, তুমি পীড়িত, তাতে আমি অসুখী, তা কি তুমি বোঝ না?

বেগম। আমার শরীর অসুস্থ, এতে কি এসে গেল? আমি তোমার বাঁদী, আমার পরিবর্ত্তে অনেক বাঁদী পাবে, কিন্তু তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তোমায় দিবা-রাত্র চিন্তা-মগ্ন দেখে আমি কিরূপে স্থির থাক্‌বো? সিংহাসন লাভ করেছ, তোমার প্রবল সহায় ইংরাজের সাহায্যে সকল শত্রু দমিত, সাজাদা তোমাকেই বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারী দিয়ে প্রত্যা-বর্ত্তন করেছে, তোমার দুর্দ্দান্ত পরাক্রমে সকলে কম্পবান, তুমি অঋণী, তোমার [illegible]পূর্ণ, তোমার সুশিক্ষি[illegible] অসংখ্য সেনা, সুযো[illegible]ক চালিত—তবে কেন [illegible] চিন্তামগ্ন থাকো? ন[illegible] পরিণাম? আহার-বর্জ্জিত হ'য়ে অষ্ট প্রহর [illegible]নমগ্ন থাকা?

কাসিম। তুমি কি আমার স্বরূপ অবস্থা জানতে চাও?

বেগম। তোমার ইচ্ছা হয় বলো, আমি কিছু জানতে চাই না, তোমার স্বাস্থ্য দেখতে চাই, তোমার সেবা করতে চাই, হাস্য বদনে সিংহাসন উপভোগ করো, দেখতে চাই।

কাসিম। বেগম, যদি ভোগবিলাসের নিমিত্ত সিংহাসন গ্রহণ করতেম, তা'হলে আমা অপেক্ষা আর ঘৃণিত জীব ভারতে নাই। আমি নিজ শ্বশুরকে বঞ্চিত ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, রাজ্যের জমীদারবর্গকে শোষণ ক'রে অর্থ সঞ্চয় করেছি, শত শত নরহত্যার আদেশ দিয়েছি, মমতাশূন্য হ'য়ে আমীর ওমরাও, রাজা প্রজা, দরিদ্র ধনীর নিকট হ'তে কোটী কোটী অর্থ সঞ্চয় করেছি, সেই কোটী কোটী অর্থ দিয়ে বিদেশী বণিকের পদ পূজা করেছি, নবাবী অধিকার ছিন্ন ক'রে বণিক্‌কে সনন্দ লিখে অধিকার দিয়েছি। ভাব কি সুন্দরী, এই সমস্ত দুর্নীতি কার্য্য, ভোগবিলাসের নিমিত্ত, মীর কাসিমের দ্বারা হ'য়েছে? তোমার নিকট কি আমি এইরূপ সয়তান ব'লে পরিচিত?

বেগম। কেন—কেন, আপনাকে এরূপ দুর্নীতাচারী ব'লে পরিচয় দিচ্ছ কেন? তুমি ন্যায়বান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, মন্দ কল্পনা কখন তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না।

কাসিম। না, সত্যই বলেছ, মন্দ কল্পনা কখন আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু যা যা বর্ণনা করলেম, সে সমস্ত কার্য্যই আমা দ্বারা সাধিত হয়ে[illegible]—শোন। আর কি নবাবপুরে, তোমার নূপুর-ঝঙ্কার [illegible] হয়? আর কি নবাবকে শত শত দাস-দাসী-প[illegible]খা? আর কি বেগমপুরে সহস্র সহস্র খোজা-বাঁ[illegible]ল শুনতে পাও? আর কি

নবাবের পরিচর্য্যার জন্ত, নানাদেশ হ'তে বহুমূল্য আহার্য্য দ্রব্য সংগৃহীত হয়? না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, নষ্ট মোগল-গৌরব পুনর্জ্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোণিত-শোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ ক'রে চিন্তা-হ্রদে ঝম্প প্রদান করেছি। চিন্তাই আমার জীবন, কার্য্যই আমার বিলাস। যদি মনোরথ সফল হয়, তবেই আমি নবাব, তবেই আমি মুসলমান, তবেই আমি মনুষ্য, নচেৎ আল্লা-প্রদত্ত পবিত্র আত্মা কেন মৃত্তিকা-পিঞ্জরাবদ্ধ রাখবো? আমার সেবা করবে তোমার সাধ; তুমি নির্ম্মলা নারীরত্ন, তোমার সেবা গ্রহণ আমারও সাধ; তুমি সুস্থ হও, নচেৎ কিরূপে সেবা করবে? শরীর রক্ষার্থে যখন নিদ্রা প্রয়োজন হবে, তুমি সুকণ্ঠ, সঙ্গীত দ্বারা আমার নিদ্রা আকর্ষণ কোরো, তুমি আড়ম্বরবিহীন দেহরক্ষা উপযোগী ভোজ্যবস্তু স্বয়ং প্রস্তুত কোরো, আমি বাদসার উপযোগী বিবেচনা ক'রে আহারে তৃপ্তিলাভ করবো। তোমায় অসুখী দেখলে, আমি বড় অসুখী হবো।

বেগম। আমার হৃদকম্প হচ্ছে, ইংরাজ অতি বলবান্, তার সঙ্গে কেন বিবাদ কচ্ছ? ইংরাজ সংঘর্ষে হিন্দুস্থানে কে না পরাজিত হয়েছে? তোমারই নিকটে শুনেছি, বাদসাজাদাকে বন্দী ক'রে এনেছিলো, তোমার নিকটেই শুনেছি তারা অতি সুশিক্ষিত, তুমিই বার বার ব'লেছ, তারা অজেয়।

। বেগম, তুমি মোগল-দুহিতা, পরাজিত হবে এই আশঙ্কা কচ্ছ? এরূপ আশঙ্কা মোগল-দুহিতার উচিত নয়। যদি শত্রু দমন করা উচ্চশির মোগলের কর্ত্তব্য হয়, তাহ'লে এরূপ দুর্দ্দমনীয়

শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত, এইরূপ স্বদেশপীড়ক শত্রু দমনের উদ্যোগই মনুষ্যত্ব, এইরূপ শত্রু দমনে উৎসাহ প্রদানই বীর-বংশোদ্ভবা মোগল-কন্যার কর্ত্তব্য। আমার অন্তরের কথা কেউ জানে না। যদি তোমায় সামান্যা রমণী জ্ঞান করতেম, আমার অন্তরের ভাব তোমার নিকট ব্যক্ত করতেম না। আমি তোমায় বীর-দুহিতা, বীরনারী জানি, তুমি সেই পরিচয় আমায় দাও। তোমার স্মরণ আছে, রণশ্রান্ত হ'য়ে [illegible]অঙ্গে যখন এক শয্যায় তোমার সহিত নিদ্রিত, সেই অসূর্য্যস্পর্শা মোগল-পটমণ্ডপের নিকট, রামনারায়ণের কুচক্রে চালিত হ'য়ে, পিস্তল হস্তে ইংরাজ সেনানী কূট উপস্থিত হয়েছিলো, সে অপমান কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ? জীবন কি এত বড় বিবেচনা করো, যে অতি হীনের নিকট অপমান সহ্য ক'রে, জীবন ভার বহন করতে হবে!

বেগম। না—না প্রভু, না নবাব—তুমি পুরুষসিংহ, আজ হ'তে আমি সিংহিনী, আর আমার পীড়া নাই, আর আমার চিন্তা নাই, তোমাকে উত্তেজনা প্রদান ব্যতীত আর অপর কার্য্য নাই। সমস্ত পৃথিবী দেখুক, আমরা বীর দম্পতি! জগত প্রতিকূল হোক, তথাপি আমরা বীর দম্পতি! আমি মোগলকন্যা, মোগলনারী, মোগল-গৃহিণী, আর কদাচ বিস্মৃত হবো না; আমার হৃদয় উদ্বেলিত; স্বামী, নবাব, মোগলবীর!—মাতৃভূমির ক্রন্দন মন বিক্ষোভিত করো, মোগল-কলঙ্ক দূর করো।

কাসিম। তোমার উত্তেজনায় আমি শতগুণ বলসম্পন্ন হলেম। কিন্তু শোন না,—বড় কঠিন ব্রত, [illegible] মমতাশূন্য ব্রত। উৎকট রোগে যেমন বিষ প্রয়োগ করাই বিধি, বঙ্গের অবস্থাও সেইরূপ উৎকট, উৎকট বিধি প্রয়োজন। চিরদিন যারা নবাব-কর্ম্মচারী

হ'য়ে স্বার্থ পোষণ করেছে, নির্ম্মম হ'য়ে তাদের নিকট হ'তে অর্থ গ্রহণ করেছি; কুচক্রী হিন্দু-মুসলমান নিয়ত কুচক্রে রত, বার বার নবাব পরিবর্ত্তনে তাদের স্বার্থসিদ্ধি. সে সকল কুচক্রীকে নির্ম্মম রূপে বধ করেছি। দীন-প্রজার পীড়ক জমীদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, একদিনের নিমিত্ত দীন প্রজার মুখ চায় নাই, তাদের তাড়না করেছি। অসাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমার কলঙ্ক রটনা কচ্ছে,—আমায় নির্দ্দয় ব'লে ঘোষণা কচ্ছে, অর্থ পিশাচ ব'লে ঘোষণা কচ্ছে। করুক, কর্ত্তব্যপরায়ণের তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। উপযুক্ত হলে, উপযুক্ত কঠোর বিধি পুনঃ পুনঃ নিয়োগ কর্‌বো। মমতা-বশবর্ত্তী হ'য়ে আমার কার্য্যে বাধা প্রদান করো না। দীন প্রজা আমাদের সন্তান। সিংহ-সিংহিনী যেমন শাবকের প্রতি অত্যাচার হ'লে, অত্যাচারীর বিনাশ সাধন করে, আমরাও সেইরূপ দীন প্রজার রক্ষার্থে অতি কঠোর কার্য্যে পরাঙ্মুখ হবো না।

বেগম। না—না—কদাচ না, প্রজা আমার সন্তান।

কাসিম। চল্লেম, মন্ত্রণা-ভবনে এখনি উপস্থিত হ'তে হবে।

বেগম। যাও নাথ, দীনের রক্ষককে ঈশ্বর রক্ষা কর্‌বেন।

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

বেগম। ঈশ্বর বল দাও, স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'বার শক্তি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রদান করো। শ্রীচরণে প্রার্থনা, আমি বীর-পত্নী, এ কথা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হই।

[বেগমের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হেষ্টিংস্‌ ও তারা।

তারা। সাহেব, কি দেখ্‌তে এসেছ? দেশের অবস্থা! দেখ, ঐ পর্ণ কুটীর দেখ,—তথায় আমীরের ন্যায় বণিকের অনাথা স্ত্রী-পুত্র অন্নাভাবে মুমূর্ষু হ'য়ে অবস্থান কচ্ছে! ঐ দেখ, অসূর্য্য-ম্পশ্যা হিন্দু ও মুসলমান বনিতা উদরান্নের জন্য শাক আহরণ কচ্ছে! ঐ দেখ, ধনাঢ্য বণিক, শিশু সন্তান কোলে ল'য়ে, সস্ত্রীক দেশ পরিত্যাগ কচ্ছে! দেখ, দেখ, ক্ষেত্র দেখ—শস্য-শূন্য, গঞ্জ পণ্যদ্রব্য শূন্য, জনশূন্য হাট সমাধি ভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ! নদীর বক্ষে পতাকাশ্রেণী দেখ! ঐ সমস্ত পতাকা ইংরাজ-বণিকের; প্রত্যেক নৌকা বলপূর্ব্বক সিকিমূল্যে গৃহীত পণ্যদ্রব্যে ভারাক্রান্ত,—পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রীত হ'বার জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছে দেখ দেখ, ঐ সকল তন্তুবায়দের গৃহে, শৃগাল কুক্কুর প্রবেশ কচ্ছে,—শিল্পীরা স্থান পরিত্যাগ করেছে;—কেন জানো? তোমা-দের দৌরাত্ম্যে! কেবল তোমাদের কেন, আমাদের দৌরাত্ম্যে! শুনেছি যেখানে তোমাদের পতাকা উড্ডীয়মান হয়, সেথায় অত্যাচার থাকে না, ক্রীতদাসের শৃঙ্খল মোচন হয়, সেই ইংরাজ-পতাকা শত শত উড্ডীয়মান, সেই পতাকাতলে দেশীয় লোক অন্নাভাবে অস্থিচর্ম্মসার! সাহেব, আর ইংরাজ নামে কলঙ্ক গ্রহণ করো না।

হেষ্টিংস্। না—না, আমি তাহার উপায় করিতে আসিয়াছি। সমস্ত হাল আপনি বয়ান করুন। হামাদের লোক কিরূপ ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছে?

(দ্রুত বেগে জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। মা—মা—রক্ষা করো—আমার গুদামের সমস্ত তামাক, সুপারী, লবঙ্গ জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে;—আমি বেচ্‌তে চাইনি ব'লে আমায় ধরে নে যাবে,—মার্‌বে—আমায় রক্ষা করো!

(দুইজন সিপাহী সহ মুৎসুদ্দির প্রবেশ)

মুৎ। ধর বেটাকে, বাঁধ।

তারা। সাহেব, প্রত্যক্ষ অত্যাচার দেখো!

হেষ্টিংস্। তুমি ইহাকে বাঁধিতে আসিয়াছ কেন?

মুৎ। সাহেব, এ বড় পাজী। আমাদের কুঠীতে মাল বেচে না।

হেষ্টিংস্। উহার যদি না ইচ্ছা হয়, তোমরা জোর করিয়া কিরূপে মাল গ্রহণ করিবে?

মুৎ। সাহেব, আমাদের অপরাধ নেই, আমাদের অপরাধ নাই, কুঠীয়াল সাহেবের হুকুম।

তারা। তোমাদের অপরাধ নেই? ঈশ্বর বিরাজমান, তাঁর সামনে এমন মিথ্যা কথা বলো না! তোমরা নিজের পুষ্টির জন্য, আপনার দেশবাসীকে পীড়ন কচ্ছ, আপনার মাতৃভুমিকে মরুভূমি কচ্ছ, নিজে অর্থ দিয়ে অর্থহীন সাহেবের মুৎসুদ্দি হ'য়ে প্রজার শোণিত শোষণ কচ্ছ; যে কার্য্যে দেশী লোকের কিছুমাত্র লাভ আছে, সেই কার্য্যে বিদেশীকে প্রবৃত্ত কচ্ছ! সাহেবের দোষ কি?

সাহেবরা তো অর্থের জন্য, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে ভেসে এসেছে। তারা বিদেশী, দেশের দৈন্য অবস্থা জানে না। তোমরা তাদের পীড়ন কর্‌তে শেখাও, তোমরা কোম্পানীর সেপাই সাজিয়ে, লোককে বেঁধে নে যাও। যদি স্বদেশীর প্রতি তিলমাত্র তোমাদের মমতা থাক্‌তো, তা'হলে বিদেশী বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা ক'র্তে, স্বদেশী বণিকের উচ্ছেদ কর্‌তে না।

হেষ্টিংস। আপনি কে? আপনি এ সমস্ত হাল কিরূপে অবগত?

তারা। আমি কিরূপে অবগত? দিবারাত্র ভ্রমণ করা আমার ইষ্ট দেবের আজ্ঞা, যথায় রোদন-ধ্বনি তথা দ্রুত গমন করা আমার ইষ্ট-দেবের আজ্ঞা; যথায় রোগ, শোক, তথায় সেবা করা আমার ইষ্ট দেবের আজ্ঞা; আমি বঙ্গ নন্দিনী, বঙ্গমাতার ন্যায় দিবা রাত্র অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করা আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা! যতদিন মাটীর দেহ মাটীতে না মিশ্‌বে, যতদিন চৈতন্যশূন্য না হব, ততদিন স্বদেশীর হাহাকার শোনা আমার কার্য্য, স্বদেশীর দুঃখ শোনা আমার কার্য্য, সে দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন আমার কার্য্য! তোমরা ইংরাজ, তোমরা বলবান, তোমরা যীশুখৃষ্টের আদেশবাহী,—মানব-দুঃখ দূর করো, তোমার জাতীয় গৌরব রক্ষা করো, ন্যায়পরতা রক্ষা করো, যীশুখ্রীষ্টের দয়াল নামের সার্থকতা সম্পাদন করো।

[প্রস্থান।

হেষ্টিংস্। তোমরা চলিয়া যাও, আমি তোমাদের কুঠীতে যাইতেছি। আপনি ঘরে যান্, কোনও ভয় নাই।

লোক। সাহেব, তোমার জয় জয়কার হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—

মুঙ্গের—দরবার।

(মীর কাসিম, ভ্যান্সিটার্ট, আলী ইব্রাহিম ও সভাসদ্গণ)

ভ্যান্সি। দেখেন নবাব, এক হাতে তালি বাজিতেছে না।

কাসিম। সাহেব, তালিতো বাজে নাই, আমিই সহ্য কচ্ছি। ন্যায়-পরায়ণ হেষ্টিংস সাহেব, সমস্ত অবস্থা অবগত হয়ে, আপনাকে পত্র লিখেছিলেন, আমিও প্রতিদিন সমস্ত অবস্থা পত্রে আপনাকে জ্ঞাপন করেছি। যে সকল নিবেদন করেছিলেম, সমস্ত প্রমাণ করতে আমি প্রস্তুত। পূর্ব্বে নিবেদন করেছিলেম,—কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সকলেই বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্য কচ্ছেন। এতদ্ব্যতীত যে ইংরাজ বাঙ্গালায় পদার্পণ কচ্ছেন, তিনিই দেশের লোকের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ ক'রে, দেশীয় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য হস্তগত কচ্ছেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীর নিকট হতে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের দস্তক খরিদ করেন, কেউ কেউ বা জাল দস্তক প্রস্তুত করেন। অর্থ পেয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা দস্তক লিখে দেন, আমার কর্ম্মচারীরা, সে দস্তক মঞ্জুর না করলে,—বিরোধ, আমার রাজ্যে আমার দস্তক চলন নয়, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের দস্তক চলন,—এ সামান্য অত্যাচার নয়।

ভ্যান্সি। এ কি বলেন, Company's servants কি এরূপ অন্যায় দস্তক বেচিতে পারেন?

কাসিম। হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং তা স্বীকার করবেন;—তিনি তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন। বর্দ্ধমান প্রভৃতি যে সকল প্রদেশ

আপনাদের আমি প্রদান করেছি, তার কোন কার্য্যে হস্ত হস্তক্ষেপ করি নাই, কিন্তু আমার অধিকারস্থ সমস্ত স্থানেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাচার হ'য়ে কার্য্য করেন।

ভ্যান্সি। হাঁ হাঁ, হেষ্টিংস সাহেব কতক প্রমাণ পাইয়াছিলেন বটে

কাসিম। আরও অনুধাবন করুন,—যে সকল কার্য্যে ইষ্ট ইণ্ডি কোম্পানী কখনও নিযুক্ত ছিলেন না, সমস্তই তারা কচ্ছেন সামান্য ব্যবসায়ও বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ কচ্ছেন,— চাউ লবণ, সুপারী, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি দেশী লোকের সামান্য ব্যবসা পর্য্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাই প্রতি পরগণায়, বৎসর বৎসর দশ কুড়িটী নূতন কুঠী সংস্থাপি হচ্ছে! কুঠীয়াল সাহেবেরা, আমার কর্ম্মচারীকে গ্রাহ্য করে না। আমার কর্ম্মচারীদের বলপূর্ব্বক বন্দী ক'রে, সিপাহী দ্বা কলিকাতায় চালান দেন। খোজা আণ্টুনকে, ইলিস সাহে নায়েব-নবাব রাজবল্লভের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, কলিকাতা চালান দেন,—কাউন্সিলে জনষ্টোন সাহেব তার কর্ণচ্ছেদনের ব্যব করেন;—মহাশয়ের অনুগ্রহে নিস্তার পায়। ঢাকা হ'তে, ইংরা কর্ম্মচারী, শ্রীহট্টে সিপাই পাঠিয়ে, একজন সম্রান্ত ব্যক্তিকে খু করেন ও তথাকার জমীদারকে কলিকাতায় চালান দেন। যে শ্রীহট্ট আমার রাজ্য না হ'য়ে, তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার। কেব শ্রীহট্ট কেন, আমার রাজ্যে ছোটবড় সমস্ত প্রজার উপরই এইরূপ ব্যবহার। আমার কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যকার্য্য সাধ তাঁদের অযথা বাণিজ্যবিস্তারে যদি কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত হ তৎক্ষণাৎ তাদের দণ্ড দেন,—নবাবী আজ্ঞা তাঁদের নিক অগ্রাহ্য। আমি সন্ধিসূত্রে যে সকল সর্ত্তে আবদ্ধ, সম

সর্ত্তই রক্ষা করেছি। কিন্তু আপনাদের কার্য্যে আমার প্রজা উৎসন্ন যাচ্ছে,—শুল্ক হিসাবে পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি ;—এ সকলের উপায়বিধান না ক'র্‌লে, আমি রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ কর্‌বো ?

ভ্যান্সি। আচ্ছা, আমি নির্দ্ধারিত করিয়া যাইতেছি, শতকরা নয় টাকা হারে, দেশী বাণিজ্য সকলে শুল্ক প্রদান করিবে, আর দস্তক কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং আপনার কর্ম্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হইবে না। তাহা হইলে তো জাল দস্তক বা কেবল কোম্পানীর দস্তক চলিবে না ?

কাসিম। আপনারা শতকরা নয় টাকা মাশুল দিলেও দেশী বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি। তথাপি যখন আপনি মীমাংসা ক'চ্ছেন, আমি সম্মত। কিন্তু মীমাংসা মতে যে কার্য্য হবে, এরূপ আমার ধারণা নয়।

ভ্যান্সি। আমি কতকগুলি নিয়মাবলী করিয়া যাইতেছি, সেই নিয়মে কার্য্য হইবে।

কাসিম। উত্তম, কিন্তু আপনার সদস্যেরা সে নিয়ম প্রতিপালন কর্‌বেন ?

ভ্যান্সি। অবশ্য করিবেন।

(হেষ্টিংসের প্রবেশ)

Mr. Hastings, I have settled with the Nawab to pay a duty of nine percent on our inland trade.

হেষ্টিংস্। Will the Council accept it ?

কাসিম। হেষ্টিংস সাহেব যথার্থ আজ্ঞা কচ্ছেন, আমিও এইমাত্র নিবেদন কচ্ছিলেম; যে গভর্ণর সাহেব শুল্ক ধার্য্য কচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁর আজ্ঞা পালিত হবে না।

ভ্যান্সি। আমি নিয়ম আরম্ভ করিয়াছি।

কাসিম। ভাল আমি সম্মত। কিন্তু আমার আবেদন, যদি গভর্ণর সাহেব যা ব্যবস্থা করুন, তার কোন ব্যতিক্রম কুঠীয়াল দ্বারা ঘটে, কারণে আমার রাজা হ'তে, একেবারে শুল্ক উঠিয়ে দেবো।

ভ্যান্সি। তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

কাসিম। প্রজার ক্ষতিবৃদ্ধিতে নবাবের ক্ষতিবৃদ্ধি। যদি প্রজা উৎসন্ন যায়, তাহ'লে আমার নবাবী কিসের? নবাবী অর্থ প্রজাপালন, আমি প্রজাপালন করবো।

হেষ্টিংস্। Yes, you are your own master. কিন্তু অপেক্ষা করুন, গভর্ণর সাহেবের নিয়ম কিরূপ চলে দেখুন।

কাসিম। অবশ্য দেখবো। কিন্তু যদি না চলে, তাহ'লে আমার এই প্রস্তাব।

ভ্যান্সি। চলিবে—চলিবে—ভাবিবেন না। একটা কথা নবাব শুনে রাখেন। আপনি আপনার সৈন্যের review দেখাইলেন, যে সৈন্য তৈয়ারী করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের কেহ আপনাকে আঁটিবে না। But Europeans are not Indians, আপনার সৈন্য European সৈন্যের সম্মুখীন হইবার এখনো উপযুক্ত নয়। আপনাকে গদী দিয়াছি, আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত জানাইলাম। দুষ্ট লোকের পরামর্শে, আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না।

কাসিম। সাহেব, এরূপ সন্দেহ আমার উপর কেন?

ান্সি। আমার সন্দেহ নাই, আমি একটা উপদেশ বাক্য বলিয়া যাইলাম। ভারতবাসী লোক আমাদের সহিত টাকায় লড়িতে পারিবে, বলে পারিবে না।

াসিম। ইংরাজের সহিত মিলিত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-বিক্রম দর্শন ক'রে, আমার সম্পূর্ণ ধারণা, যে ইংরাজের সমকক্ষ আমরা কোনরূপেই নই; নচেৎ সাহেব, আমি নবাব, তোমার নিকট আবেদন করবো কেন?

ান্সি। হাঁ হাঁ আপনি বিজ্ঞ, আমরা চলিলাম।

[ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের প্রস্থান।

াসিম। আলী, কি বুঝ্‌লে?

লী। বুঝ্‌লেম, প্রজারাও যেমন অরণ্যে রোদন করে, নবাবও সেইরূপ অরণ্যে রোদন করলেন।

াসিম। নবাবী-পদের এতদূর অমর্য্যাদা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না। সিরাজদ্দৌলাকে আমরা বালক ব'লে উপেক্ষা করেছি, উদ্ধতস্বভাব, হিতাহিত বিচারশূন্য এইরূপ বিবেচনা ক'রতেম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—সেই বালকই প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়েছিল। যদি আমরা হিন্দু মুসলমান বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী না হ'তেম, বোধ হয় সে উচ্চচেতা নবাব, বঙ্গের কল্যাণসাধনে কৃতকার্য্য হ'তেন। আমি তাঁর পতনে সাহায্য করেছি। নিরপেক্ষ ঈশ্বর তার প্রতিফলস্বরূপ দিবারাত্র আমায় পীড়ন কচ্ছেন,—দেখ্‌ছি—সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! দিবারাত্র চেষ্টায় কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা স্থাপন কর্‌তে পারি নাই। বুঝি বা এ অভাগা রাজ্যের সুশৃঙ্খলা করা অসম্ভব। ইংরাজের অপমান দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে! সময়ে সময়ে

আত্মহারা হ'[illegible] বিবেচনা ক'রে বিবাদে অগ্রসর হই নাই, কিন্তু ইংরাজে[illegible] অনিবার্য্য!

আলী। জনাব, যতক্ষণ না কিছু [illegible] আমি, ততক্ষণ চিন্তার কারণ, যদি বিবাদ অনিবার্য্য [illegible] তবে কির্‌ স্থির করে[illegible]চ্ছেন না কি?

কাসিম। আমরা এখন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত কি না, আমি স্থির করতে পাচ্ছি নে। এই নিমিত্তই আমি সহসা যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি না। পুনঃ পুনঃ অপমান সহ্য কচ্ছি। সমরু, মার্কার প্রভৃতি সেনানায়কেরা বলে, আমরা ইংরাজকে পরাজয় করতে সক্ষম হবো। গুর্‌গিন খাঁরও ধারণা, আমরা সমকক্ষ বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর্‌লে ভাল হয়। তুমি কি বুঝ্‌ছ?

আলী। জনাব, যা চিরদিন বুঝি, আজও তাই বুঝ্‌ছি।

কাসিম। এই যে বহু আয়াসে সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করেছি, দুর্গ সংস্কার করেছি, অস্ত্র শস্ত্র, কামান প্রভৃতি প্রস্তুত কারছি, নানা উপায়ে রাজকোষ অর্থপূর্ণ করেছি, এতেও কি আমাদের অবস্থার কোনও উন্নতি বিবেচনা করো না?

আলী। না জনাব!

কাসিম। কেন?

আলী। জনাব, পলাশীক্ষেত্রে যখন নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়, তখন কি ইংরাজ-সৈন্যের আধিক্য ছিল? শৌর্য্য-বীর্য্যে মোগল-সৈন্য কি কারো অপেক্ষা ন্যূন? নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনার অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব ছিল না, অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না,—অভাব ছিল একতার, অভাব ছিল মনুষ্যত্বের, অভাব ছিল স্বদেশ-অনুরাগের!—সেই অভাব এখনো

বর্ত্তমান। অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয়েছে, কিন্তু বালির ভিত্তির উপর, এর স্থায়িত্ব কতদূর, গোলামের অনুভব হয় না। আবার এদিকে দেখুন, ইংরাজ তখন অপেক্ষাকৃত হীনবল ছিল, স্বদেশীয় অধ্যক্ষের দ্বারা নবাবী সেনা চালিত হতো, এখন সেনানায়কেরা অধিকাংশই বিদেশী, অর্থের নিমিত্তই অস্ত্রধারণ করেছে, মোহনলাল, মীর মদনের ন্যায় নায়কের অভাব, আর কৃতঘ্ন হিন্দু মুসলমান শতগুণে বর্দ্ধিত।

কাসিম। আলী, ঐ ভয়। তুমি কিরূপে অনুমান করেছ জানি না, কিন্তু আমার গুপ্তচর সংবাদ দিয়েছে, গুরুবঘ্ন, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রামনারায়ণ প্রভৃতি কুচক্রীরা ইংরাজের সহিত নিয়ত ষড়যন্ত্র কচ্ছে। মীর জাফরের পক্ষে, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক মুসলমান আমীরও যোগদান করতে প্রস্তুত। ইংরাজও আবার মীরজাফরকে গদী দেবার জন্য উৎসুক। বিলাতের ডাইরেক্টারদের অমত, নচেৎ এতদিন বিবাদ হতো, ভান্সিটার্টের বাধা মান্‌তো না, আর যারা যারা আমার পক্ষে প্রকাশ্যে আছে, তারাও সকলে স্বার্থের নিমিত্ত রয়েছে। যুদ্ধ উপস্থিত হলে যদি একবার পরাজয় হয়, নিশ্চয়ই অনেকে আমার পক্ষ পরিত্যাগ করবে। হায় হায় কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হলো। কেউ একবার মনে করে না, যে বিদেশীর পদানত হ'য়ে চিরদিন যাপন ক'রতে হবে, পুত্র-পৌত্রেরা বিদেশীর গোলাম হবে, অনুগত দীন প্রজারা অন্নাভাবে মরবে, শস্যশালিনী রত্নপ্রসূ বাঙ্গলা ছারখার হবে। ধিক্ ধিক্—বাঙ্গালায় ধিক্! বাঙ্গালীকে ধিক্! স্বার্থে ধিক! হীনতায় শতধিক!! কে জানে এ হীনতার কোথায় পরিণাম।

আলী। জনাব, পরিণাম যেমন দেখ্‌ছেন, উপস্থিত যা দেখ্‌ছেন— তাই যথেষ্ট! এ বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের ভিতর কয়জন আছে, যে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের প্রাধান্য না প্রার্থনা করে! নবাবীর নিমিত্ত মীরজাফর প্রার্থী, উচ্চপদের নিমিত্ত আমীর-ওমরাও প্রার্থী, ইংরাজের সামান্য বেতনের নিমিত্ত পিতা, পুত্র, স্বদেশীকে হত্যা করতে সহস্র সহস্র লোক উদ্যত। অম্লানে কপর্দ্দকশূন্য ইংরাজকে গদীয়ান ক'রে, তাদের মুৎসুদ্দি হবার শত শত লোক প্রার্থী! ইংরাজের কেরাণীর পদ যদি প্রাপ্ত হ'তে পারে, তা হ'লে শত শত লোকে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে।

কাসিম। শুন্‌তে পাই, শেঠেদের অর্থে ইংরাজদের অধিকাংশ কুঠী স্থাপিত। টঙ্কশালা নির্ম্মাণ ক'রে ইংরাজ তাদের যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তথাপি তারা ইংরাজের গোলাম। তুমি জানো, নবাবী দেবার নিমিত্ত আমায় কত অনুরোধ করেছে কিন্তু নবাবী গ্রহণ করা অবধি তারা আমার প্রতি বিরূপ।

আলী। জনাব, নবাবী নিয়ে আপনি সুনিয়ম স্থাপন কর্‌বেন, ন্যায়পথে চল্‌বেন, জমীদারদের প্রজাপীড়ন কর্‌তে দেবেন না, অন্যায় স্বার্থের ব্যাঘাত দেবেন, ঘুস নেওয়া নিবারণ কর্‌বেন, অত্যাচারীর দণ্ড দেবেন,—এজন্য কি আপনাকে নবাবী গ্রহণ কর্‌তে বলেছিল? নবাবী নিয়ে বেগম পরিবেষ্টিত হ'য়ে অন্তঃপুরে থাক্‌বেন, তারা স্বেচ্ছামত রাজ্য লুট্‌বে। জনাব যে একেবারে বাড়াবাড়ি কর্‌লেন।

কাসিম। শুনছি অচিরে মুর্শিদাবাদে একটা সভা হবে, শেঠেদের নিমন্ত্রণে আহূত হ'য়ে কুচক্রীরা একত্রিত হবে;—যেমন সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করবার জন্য হয়েছিল।

আলী। দেখুন জনাব, গোলাম ত নিবেদন কচ্ছিল, অবস্থা সমানই আছে।

কাসিম। তাই ত, কাকে বিশ্বাস করবো? এ বাঙ্গলায় কি বিশ্বাস-পাত্র একজনও নাই? প্রভুভক্তি, স্বদেশভক্তি কি এক জনের হৃদয়েও নাই?

আলী। জনাব, স্বদেশ-অনুরাগ, প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা যদি এ সকল অমূল্য রত্ন বাঙ্গলায় থাকতো, তা হ'লে কি সামান্য বস্তুর প্রার্থী হ'য়ে বিদেশী বণিকের পদলেহনে প্রস্তুত হয়।

কাসিম। ইব্রাহিম, তুমি সতর্ক থেকো, আমার দিন দিন মস্তিষ্ক চঞ্চল হচ্ছে, বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পারছিনে। যদি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ দেখো, আমায় তিরস্কার ক'রো, তোমার ন্যায়সঙ্গত তিরস্কারে আমি শতগুণে উত্তেজিত হই। আলী, এই বিপদ-সমুদ্রে আমার দুই ভরসা, বাল্যবন্ধু তুমি আর প্রভুভক্ত তকী খাঁ! এসো, একত্রে আহার করিগে চলো। আমার সামান্য আহার—সামান্য ভোজ্যবস্তু—আমার সহিত একত্রে ভোজন করবার নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করতে সাহস হয় না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—চীৎপুরস্থ মীরজাফরের দাওয়ানখানা।

(আমিয়ট, নন্দকুমার, হে ও ইলিস্)

আমিয়ট। দেখো রাজা নন্দকুমার, হামাবা নবাব বদলাইয়া তোমাকে নবাবী দিতে পারি দেখিয়াছ। তুমি হামাদের [illegible] সাহ আলমের সহিত যোগদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, কয়েদ থাকিয়া দেখিয়াছ—হামাদের চোখ চাপা দিতে পার না। মীরজাফরকে ভ্যান্সিটার্ট গদী হইতে নামাইয়াছে, এখন আমবা কাসিম আলীকে গদী হইতে নামাইয়া, মীরজাফরকে ফের গদী দিব। বাৎটা পাকা। মীরজাফর তোমায় দেওয়ান চায়, দেওয়ানী পাইবে। বুঝিয়া লও আমবা দেওয়ানী দিতে পারি, কয়েদ দিতে পারি, কাজের দরকার হইলে ফাঁসী কাট ভি হামাদের তৈয়াব।

নন্দ। সাহেব, আপনাদের অনুগ্রহ থাকলে সবই হয়, কিন্তু আমি নির্দ্দোষী, বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেম।

আমি। Well Raja, forget the past, take care for the future.

নন্দ। কিন্তু সাহেব, শুনচি ভ্যান্সিটার্ট সাহেব, মীর কাসিমের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে, বাণিজ্যের নিয়মাবলীতে সই ক'রে এসেছেন আর তো বিবাদের কারণ উপস্থিত নাই।

আমি। Do you take us for fools that we'll submit to what Vansittart has done? The Council has refused to pay nine per cent duty on our inland

trade. Vansittart is outvoted. কাউন্সিলে হামাদের জোট লইয়া কার্য্য হয়। একটা ছোঁড়া হেষ্টিংস, ভ্যান্সিটার্টের দিকে আছে, আর আমরা সব এক কাট্টা। খুনের ডিউটির আদ্ধাই গার্দেশ্টি দিব। আর কিছু দিবো না।

হে। The Nawab threatens to abolish all duty on inland trade,—শুনিয়াছ রাজা? কালা গোরা সমান করিতে চায়। দুই বৎসর কালা লোকের নিকট হইতে duty লইবে না (ইলিসের প্রতি) and we are to submit to it tamely Ellis?

ইলিস। Oh let me have no voice here, my blood burns. রাজা, তোমার নবাব কালা গোরা সমান করিতে চায়! Flagrant disobedience. আমি পাটনায় যাইয়া শিখাইয়া দিব। রাজা, মীরজাফরকে বোলো, আমরা যাহা যাহা প্রস্তাব করিব, তাহাতে তিনি সম্মত হন। I will teach the Nawab manners. Let Vansittart and Hastings do what they please.

সাহেব আমি ভাবছি—

হে। Ha! Ha! রাজা ভাবিতেছ—আমরা লড়াই করিলে Vansittart আর Hastings নবাবের দিকে থাকিবে? তুমি মীরজাফরকে ঠিক থাকিতে বোলো, আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, duel লড়ে, লেকেন দোস্‌রা যখন দুশমন খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে। হামাদের সব শিখিতে পারিবে, হামাদের এইটা India শিখিতে পারিবে না,—জাতের দুশমন সবার দুশমন—এ Indiaর লোক কখনো শিখিবে

না। তুমি মীরজাফরকে ঠিক রাখো, সব ঠিক হইবে। আজই হামি আর আমিয়ট কাসিম খাঁকে বুঝাইতে যাইয়া, ঝগড়া করিয়া ফিরিব।

(মীরজাফর, [illegible])

আইলেন—আইলেন, Nawab that was and Nawab that shall be. শেঠজি আপনারা রহিবেন।

জগৎ। সাহেব, সব তো ঠিক। রাজ্যে আমীর-ওমরাও, জমীদার প্রভৃতি সকলেই মীরকাসিমের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়েছে;— একবার মীরজাফর খাঁকে আপনারা নবাব ব'লে ঘোষণা দিলেই সকলেই পক্ষ হবে। রাজা রাজবল্লভ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আর আর অনেকেই সাহস ক'রে আসতে পারেন নি মীরকাসিমের চতুর্দ্দিকেই গুপ্তচর। কিন্তু সকলেই একবাক্যে পত্র লিখেছে, যে যদি ইংরাজ বাহাদুর কৃপা ক'রে মীরকাসিমের দৌরাত্ম্য হ'তে রক্ষা করতে পারেন, তা হ'লে সকলে চিরদিনের জন্য গোলাম হ'য়ে থাকবে। আর রাজবল্লভ তো আপনাদের আশ্রয়েই কলিকাতায় আছেন।

আমি। আরে না, না, শেঠজি! ওকে কিছু জানাইবেন না। দাওয়ানীর জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। আমরা রাজা নন্দকুমারকে দাওয়ানী দিব, ও দেখিবে।

ইলিস। (ঘড়ি দেখিয়া) My dak is ready, I start atonce for Patna. জনেব Ex-Nawab! আবার আপনি নবাব হইবেন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে বাত হইয়াছে, হে সাহেব আর আমিয়ট সাহেব দুইজনে একবার মীর কাসিমের সহিত দে

করিতে যাইবেন, কিন্তু এক্ষণ করিবেন না,—ঝগড়া বাধাইবেন। আমি প্রস্তুত থাকিব, যখনই বুঝিব, তাহারা Calcuttaয় ফিরিয়াছেন, আমি পাটনা attack করিব। হামাদের ফৌজ যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া পেছু পেছু পাটনায় যাইবে। আপনি সেখানকার হিসেবে, এইরূপ নবাব হইবেন।

মীর। আমি আপনাদের চিরানুগত, আমি আপনাদের চিরানুগত,— আমায় বিনা অপরাধে গদী কেড়ে নিয়েছেন।

আমি। Forget the past my friend.

[ইলিসের প্রস্থান।

জগৎ। এতো সব চুকলো, এখন আপনাদের কাছে খয়রাতী নবাব মীরজাফর খাঁ বাহাদুরকে দেন, উনি বিবেচনা ক'রে দেখুন।

(মণিবেগমের প্রবেশ)

মণি। আর কিসের বিবেচনা? সাহেব, কি সই করাতে চাও দ'ও,— এখনই সই করিয়ে দিচ্ছি!

মীর। এ কি—বেগম?

ভ্যান্সিটার্ট প্রভৃতি। (উঠিয়া) বইসেন—বেগম সাহেব—বইসেন।

মণি। সাহেব তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। (মীরজাফরের প্রতি) হ্যাঁ বেগম, তা কি? এখানে এসেছি কেন? কাজ শেষ করতে। কি ঝগড়া সন্ধিপত্র দেখে বিবেচনা ক'রতে চাও? কিসের বিবেচনা? সাহেবদের অনুগ্রহের উপর সব নির্ভর, তার আর বিবেচনা কি? ওঁরা যা দেবেন, তাই নেবে। সাহেব শোনো— মীরজাফর খাঁ পূর্ব্বে যে সন্ধি করেছেন, আর কাসিম আলী যে সন্ধি ক'রেছে, এর সমস্ত সর্ত্ত বজায় রাখতে চাও কেমন?—

তা থাকবে। সোরার ব্যবসা কেউ করতে পাবে না; চূণের ব্যবসা আধাআধি; দেশী লোকের বাণিজ্যের শুল্ক লাগ্‌বে, তোমাদের লাগ্‌বে না; কাসিম আলীর দ্বারা তোমাদের ব্যবসায় যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ, যুদ্ধব্যয় ও অপরাপর বাবদে যা টাকা চাইবে, তা দিতে হবে। সেই টাকা আদায় জন্য যদি কোন কোন পরগণা আবদ্ধ রাখ্‌তে হয়, [illegible] রাখ্‌তে হবে; ফরাসী প্রভৃতি তোমাদের যাতে [illegible] [illegible] প্রশ্রয় পাবে না। মীরজাফর খাঁ নবাব হ'লে তোমরা যেখানে থাকতে বল্‌বে, সেইখানে [illegible] নবাবী করবেন, সৈন্য-সামন্ত তোমরা যা রাখ্‌তে [illegible]—তাই রাখ্‌বেন;—মোটের উপর এই কথা—কাসিম আলী তোমাদের যে বাণিজ্যে ব্যাঘাত দিতে [illegible], ভবিষ্যতে সে ব্যাঘাত না হয়। কাসিম আলী যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেছে, মুর্শিদাবাদ হ'তে কেল্লা মজবুত ক'রে মুঙ্গেরে গিয়ে আছে, এখন তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে তোমাদের বেগ পেতে হবে, আর ভবিষ্যতে সে বেগ পেতে না হয়। নবাব নামে নবাব হবেন, প্রকৃত রাজ্য তোমাদের,—এই তো তোমাদের খসড়া?

আমিয়ট। না—না, উনি নবাব হইবেন। উঁহারই রাজ্য হইবে।

মণি। সাহেব, তোমরা কাজের লোক, শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? কাজ মিটিয়ে ফেলো। তোমরা নবাবী দিতে প্রস্তুত হও, আমি সাদা কাগজে সই করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

হে। আমরা পরস্পর ঠিক করিয়া লইব, আমরা পরস্পর ঠিক করিয়া লইব।

মণি। মীরজাফর, তুমি বিমর্ষ হচ্ছ কেন? আমি বেগম, আমি এখানে

এসেছি, তোমার নবাবী আদব-কায়দা গিয়েছে। কিন্তু কে, আমি জানি, তুমিও জানো। আমি ছিলেম নর্ত্তকী, তোমার কৃপায় বেগম হয়েছি। সমস্তই তুমি জানো, কিন্তু আমার মর্ম্মবেদনা তুমি জানো না। তোমার ঔরসজাত পুত্র নজামদ্দৌলাকে যুবরাজ করবো আমার বাসনা ছিলো, সেই প্রবল বাসনায় চালিত হ'য়ে, আমার বুদ্ধির দোষে মীর কাসিমকে তোমার জায়গা দিয়েছি। তুমি আমায় বেগম করেছিলে, [illegible] মীর কাসিমের বৃত্তিভোগী করেছি, এ মর্ম্ম[illegible] আপিম দেশেও দূর হবে না। [illegible] ইজ্জত নাই, মান নাই, মর্য্যাদা [illegible] দেখ্বো এই বাসনা। তুমি অর্থের [illegible] তোমার পদ-সেবা ক'রে তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছি। ভারতবর্ষে যত ইংরাজ আছে, ছোট বড় সকলের অর্থ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে আমি সক্ষম। যে দিন আবার সিংহাসনে বস্বে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি, এর জন্য যে দণ্ড ইচ্ছা হয় দিও। আমায় ত্যাগ করো, দূর করে দিয়ো, প্রাণ-বধ করো, কিন্তু তোমায় নবাব দেখে আমার হৃদয়ের তাপ নির্ব্বাণ করতে দাও। আমি নর্ত্তকী, নবাব দরবারের বাঁদী অপেক্ষা হীন, সেই হীন নর্ত্তকীকে উচ্চের উচ্চ করেছিলে, আমি তোমায় নীচের নীচ করেছি! আমার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত শান্তি নাই! নবাব, ভাবী নবাব! আমায় মার্জ্জনা করো।

মীর। বেগম—বেগম—স্থির হও—স্থির হও।

মণি। এখন কেন বেগম ব'লে আমায় [illegible] কচ্চো? এখন কেন বেগম ব'লে আমায় [illegible] করো? সাহেবদের কথা দাও, এঁরা যা বলেন, তাইতে তুমি সম্মত। এঁরা তোমায় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হোন্। বলো—সাহেব তোমরা যা বল্‌ছ, তাইতে আমি সম্মত।

মীর। তুমি স্ত্রীলোক, কিছু বোঝ না। [illegible] বিরুদ্ধে, সন্ধির সময় এঁরা যে কথা [illegible] কথাতেও [illegible] [illegible] করতে [illegible] [illegible] হলো না, [illegible]দের [illegible], এই অপরাধে আমার [illegible] করলো। [illegible] আমায় নবাব করতে চাচ্ছেন। এবার যদি আবার তঙ্কা দিতে না পারি, তা'হলে তো আমার নবাবী যাবে। একটা বিবেচনা না ক'রে, কি ক'রে সন্ধিতে সম্মত হই?

মণি। বিবেচনা কি করবে? যদি তুমি হলওয়েল সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারতে, তা'হলে কি তোমার নবাবী যেতো? তুমি কর আদায় করতে পারো না, মীর কাসিম তো কর আদায় ক'রে সব শোধ করেছে?—তবে এক ভুলে তার সর্ব্বনাশ হবে। সে সাহেবদের চিনেও চেনে না,—প্রজার মুখ চেয়ে সাহেবদের কাজের হানি করছে। মনে করেছে, সৈন্য সংগ্রহ ক'রে সাহেবদের পরাস্ত করবে। কিন্তু জানে না, যে তার সৈন্য তার স্বদেশী,—যে স্বদেশী, সাহেবদের আট টাকা বেতনের জন্য, আপনার বাপ ভাইকে গুলি করতে প্রস্তুত, আপনার গ্রাম জ্বালাতে প্রস্তুত। বোঝে না যে, তার সেই স্বদেশী সৈন্য,

বিদেশী সৈনানায়ক [illegible],—এরা, সেনানায়কেরা অর্থের লোভে তার [illegible]—দেশের জন্য নয়, স্ত্রী-পুত্রের জন্য নয়, অর্থ উপায়ের জন্য যুদ্ধ [illegible] এই সৈন্য [illegible] ভেবেছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এক স্বার্থে, [illegible] ইংরাজকে দমন কর্‌বে! এই দক্ষিণ ত্রুব তার সর্ব্বনাশের কারণ হবে। তুমি নবাব হও। রাজ্যের ভার আমার উপর দিয়ো, আমার নজামদ্দৌলাকে যুবরাজ ক'রো, তোমার কোন চিন্তার কারণ থাকবে না। তুমি বিলাসপ্রিয়, [illegible] থেকে সুরূপা যুবতী ল'য়ে বিলাস ক'রো,—আমি [illegible] এনে তোমায় দেবো। তোমার [illegible] সংগ্রহ করবো, তুমি নবাব হ'য়ে ভোগ ক'রো। [illegible]—[illegible] স্বাক্ষর করো, নিশ্চয় জেনো, আমি যে উপায়ে পারি, আমার উক্ত আশা পূর্ণ কর্‌বো,—নবাবপত্নী হয়েছিলেম, নবাব-মাতা হবো; পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে হুকুম চলে নাই, সেই হুকুম স্বয়ং চালাবো।

মীর। তুমি কি বল্‌ছো? এখনো মীর কাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে নাই। যুদ্ধ করা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমত। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। মীর কাসিমও তো সন্ধি করতে প্রস্তুত হ'তে পারে। দে'খ, আগে থাক্‌তে মিছা আশা ক'রো না, আশায় নিরাশা হওয়া বড় যন্ত্রণা!

মণি। আশায় নিরাশ!—তুমি কাপুরুষ, তাই একপ আশঙ্কা কচ্ছ;—তুমি অহিফেনের ঘোরে দিবারাত্রি আচ্ছন্ন থাকো, এইজন্য ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত নও, তাই ভারতবর্ষে ইংরাজের পরাজয় আশঙ্কা কচ্ছ! যে দিল্লীর বাদসার নামে সমস্ত ভারত

এক প্রাণ হ'য়ে অস্ত্র [illegible] কর্‌তো, সে দিল্লীর বাদ্‌সাহি গৌরব এখন কোথা? ইংরাজ-বিরুদ্ধে সেই দিল্লীর বাদসাহেব পক্ষ হ'য়ে কে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলো? জাতিতে সকলে অন্ধ, জানে না যে অংশে অংশে ইংরাজ তাদের পরাজয় কর্‌বে। সেইজন্য যারা অস্ত্র ধারণে সক্ষম, তারা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি অস্ত্রচালনা কচ্ছে। প্রত্যক্ষ দেখেছিলে, দিল্লীর বাদসা আলীগোহর ইংরাজের বন্দী হয়েছিলো। কি বৃথা আশঙ্কা কচ্ছ, কার মুখ চাচ্ছ, [illegible] উপস্থিত, নবাবী গ্রহণ করো,—নাও [illegible]——

মীর। আমি ইংরাজের [illegible] করবো

মণি। [illegible] কচ্ছ? এখনো তুমি কথা দিচ্ছ না? [illegible] কি তুমি মোগল-গৌরব, ভারত-গৌরবের প্রতি দৃষ্টি কচ্ছ? এখনো কি তোমার ধারণা, যে ইংরাজের কৃপা ব্যতীত ভারতবর্ষে কারো কোন ঐশ্বর্য্য থাক্‌বে? দিন দিন সকলে পদানত হবে, যারা ইংরাজ-বিরোধী, তারা পথের ভিখারী হবে। তোমার প্রতি ইংরাজের কৃপা হয়েছে, তুমি নবাব হও, তোমার বংশধরগণ নবাব থাক্‌বে। তবে ইংরাজের পদানত? নিশ্চয় জেনো, অনিবার্য্য! ইচ্ছায় হও অনিচ্ছায় হও, পদানত হ'তেই হবে। সাহেব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি নিশ্চয়ই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে দেবো। সময় যাচ্ছে,—বলো—তুমি সন্ধিসর্ত্তে প্রস্তুত। নচেৎ স্থির জেনো, সাহেবরা অপর নবাব নির্ব্বাচিত করবে।

মীর। আমি সম্মত—আমি সম্মত।

মণি। আর কি সাহেব, কথা ফুরালো, তোমরা উদ্যোগ করো।

তোমার যখন ইচ্ছা, সন্ধিপত্র পাঠিয়ে দিও, আমি সই ক'রে পাঠিয়ে দেবো। কেমন সাহেব, আমি যা বল্লেম, তাইতো তোমাদের সন্ধিপত্রের মর্ম্ম?

হে। হাঁ—হাঁ ঐরূপই—ঐরূপই, নবাবেরই রাজ্য থাকিবে, আমরা নবাবের দুশ্‌মনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া থাকিব। আপনি সমস্ত হাল বুঝিয়াছেন।

মণি। সাহেব, মীর কাসিমের যেমন চতুর্দ্দিকে দূত ভ্রমণ কচ্ছে, আমারও গুপ্তচর তেমনি মীর কাসিমকে বেষ্টন ক'রে আছে। আমার দূতও যারা মীর কাসিমের পক্ষ, তাদের মীর কাসিমের শত্রু করবার জন্য নিযুক্ত তাদের নিকট আছে, আমার অর্থ-প্রলোভন দেখাচ্ছে। সুন্দরী রমণী আমার চর হ'য়ে মীর কাসিমের সেনানায়কদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-ন্বিত কর্‌ছে! কিন্তু আমি দেখছি, এ সকল কিছুরই প্রয়োজন ন'ই, আমারও এ উদ্যমের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের চরিত্রই তোমাদের সম্পূর্ণ অনুকূল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষ, স্বার্থ সিদ্ধির আশা,—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ভেদমন্ত্রে তোমরা বিশেষ পারদর্শী; হিন্দু মুসলমানকে তোমরা সম্পূর্ণ ভেদ করেছ, তোমরা ধন্য! তোমরাই সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হবার উপযুক্ত তবে আমি যে তোমাদের সাহায্যার্থ অর্থ ব্যয় কচ্ছি, দূত নিযুক্ত কচ্ছি, সে কেবল মনের আবেগে।

হে। সে টাকাটা হামাদের জন্য রাখিয়া দিবেন—বেগম সাহেব।

মণি। সাহেব, আমার অর্থব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন নয়। গুর্‌গিণ খাঁ, সমরু, মার্কার প্রভৃতি বিদেশী সেনানায়কদের মীর কাসিমের

বিপক্ষ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এখনো তারা মীর কাসিমের পক্ষ আছে। মীর কাসিমকে উৎসাহ দিচ্ছে, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করতে উৎসাহিত। সে ইংরাজ কুক্কুর পাজি, তাদের বংশ শুদ্ধ দূর করবো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আমি। আপনি পারিবেন—আপনি পারিবেন।

মণি। (মীরজাফরের প্রতি) এস আমরা যাই।

আমি। হাঁ হাঁ—আমরা সকলেই যাই (জগৎ শেঠের প্রতি) শেঠজী, আপনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদেই সাক্ষাৎ হবে।

[জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, [illegible]উদ্দীন ও নন্দকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সামসের। রাজা নন্দকুমার, অনেক দিন হ'তে তো আপনি ইংরাজের সঙ্গে ব্যবহার কচ্ছেন, মশকের দর কত জানেন?

নন্দ। মশক কি ম'শায়?

সাম। ভিস্তীর মশক—ভিস্তীর মশক, আমি কিছু কিনে রাখ্‌বো, তাই দর জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

জগৎ। কেন ম'শায়, ভিস্তীর মশক কি করবেন?

সাম। আজ্ঞে, ইংরাজের সঙ্গে যেরূপ মীরজাফর খাঁ বাহাদুর সন্ধি কচ্ছেন, তাতে মুসলমানের নাতিপুতিকে তো মশক ক'রে খেতে হবে? আমি আগে থাক্‌তে আমার নাতিপুতির জন্যে গোটাকতক মশক রেখে যাবো; বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের ঘরে তো এক পয়সা থাক্‌বে না। আর আপনাদেরও পরামর্শ দিচ্ছি, রাজহাঁসের পালক কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখবেন, আপনাদের উত্তরাধিকারীগণকে তো ইংরাজের কেরাণীগিরী করতে হবে; এক কলমকও তো কারো থাক্‌বে না,—জোর নিজে নিজে চালিয়ে যাবে।

নন্দ। কি ভাবচেন কেন ম'শায়? আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

রাম। হাঃ হাঃ রাজবুদ্ধি বটে! ঐ বুদ্ধিটুকু আমার জোটে নাই। ছেলে পুলে নাতি নাতকুড়, তার আবার ভালি,—তাইতো গা—কি আহাম্মুখ আমি! হুজুর মহারাজ, এখনো বোধ হয়, দু' দশটা হস্তভাগাব আমার মত সুবুদ্ধি জোটে নাই। ছেলে-পুলে, আত্মীয় স্বজন,—কোন কোন আবাগীর বেটা দেশ কথাটাও মুখে আনে,—এই সকল যারে ভাবনাও ভাবে,—সেইগুলো মলেই সোণায় সোহাগার সোণাব শ্রী হবে।

জগৎ। ম'শায় কেন ভাবছেন? যার বরাতে যা আছে হবে, উপস্থিত তো মীর কাসিমের হাত হ'তে উদ্ধার হোন্।

রাম। শেঠজী, আপনাব ভাবনাই ভাবছি আমাদেব আপনার বরাতই বা কে জানে! ইংরাজেরও কয়েদখানা আছে, ফাঁসী কাট আছে। মীর কাসিমেরও কয়েদখানা আছে, জল্লাদ আছে। তা আসুন যাওয়া যাক।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রণাগার।

রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ।

বাজ। আমরা অতিশয় দুঃসাহসিক কার্য্য করলেম। নবাবচর নিশ্চয় আমাদের অনুসরণ করেছে। নবাব অতি সন্দিগ্ধচিত্ত, আমার অনুমান, আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে নবাব-চর আছে।

সি‍

রাম। তা আর উপায় কি ? যে সময় আপনারা সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করলেন, সে সম্পূর্ণ হিন্দুর পক্ষ ছিল। তখন আমি জানলে আপনাদের নিবারণ করতেম। মীরজাফর খাঁর কোপে প'ড়েছিলেম, নাইক কৌশলে ক্লাইভের সাহায্যে নিস্তার পেয়েছি। মীর কাসিমের হাতে সর্ব্বনাশ! সর্ব্বস্বান্ত হলেম, সদা সর্ব্বদাই প্রাণের আশঙ্কা। যা হবার একটা হ'য়ে যাক্, আর ভাব্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। তাইতো মীর কাসিমের দৌরাত্ম্যে কারো নিস্তার নাই, এ নবাব আর দিনকতক থাক্‌লে, জমীদার নাম বাঙ্গলা হ'তে উঠে যাবে। কি দৌরাত্ম্য! কথায় কথায় জমাবৃদ্ধি,—যে সকল মহলে একগুণ খাজনা ছিলো, সে সকল মহলে দশগুণ খাজনা হয়েছে। আর আমাদের নবাবে কাজ নাই, ইংরাজের রাজ্য হোক।

স্বরূপ। সেই একরকম ঠিক কর্‌তেই, দাদা ডাক বসিয়ে আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছেন। তিনি অাগতপ্রায়, তাঁর নিকট সমস্ত সংবাদই পাওয়া যাবে।

রাজ এই যে শেঠজী!

(জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের প্রবেশ)

স্বরূপ। কি দাদা সংবাদ কি ? মহারাজেরা বড় ব্যগ্র হয়েছেন।

জগৎ। মীরজাফরকে যো গদী দেবার একরকম স্থির নিশ্চিত হলো, খসড়ার সন্ধিপত্রে সই হয়েছে। আমিয়ট আর কে সাহেব নবাব দরবার হ'তে কলিকাতায় ফিরে গেলেই যুদ্ধারম্ভ হবে। ইংরাজ তরফ হ'তে সকলই প্রস্তুত। সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি আদেশ হয়েছে, কে কোন দিক হ'তে আক্রমণ করবে। কতকগুলি অস্ত্র-

পূর্ণ নৌকা ক'রে কতক সিপাইও পাটনায় যাত্রা করেছে। আমিয়ট আর যে নিরাপদ স্থানে পঁহুছিলেই, ইলস সাহেব পাটনা আক্রমণ করবেন।

রাজ। কিরূপ সন্ধি হলো—কিরূপ সন্ধি হলো?

জগৎ। সন্ধি আর কি—একপ্রকার রাজ্য ইংরাজেরই হলো, নাম মাত্র নবাব মুর্শিদাবাদে থ করবে।

কৃষ্ণ। আঃ বাঁচলেম।

রাম। বাঁচলেম কি মলেম জানি না, পরিণাম কি হবে বলা যায় না।

রাজ। কিন্তু আপাততঃ সংশয়ের অবস্থা হ'তে তো নিস্তার পাওয়া যাবে? আর আমাদের কি বলুন না? মুসলমান রাজাই বা কি ইংরাজ রাজাই বা কি? আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি তো কিছুই নাই।

জগৎ। টাকার সাহায্য আমাদেরই করতে হবে দেখছি, বুঝলে স্বরূপ?

(তারার প্রবেশ)

জগৎ। এ কি মা। আপনি এখানে কেন?

তারা। বড় যন্ত্রণায় এসেছি, স্থির হ'তে পারিনে তাই এসেছি, আপনাদের নিকট ভিক্ষা করতে এসেছি। মহারাজবীরগণ আপনারা সকলে একত্র হয়ে কি করছেন?—আবার কি কুৎসিৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আজও কি আপনাদের শিক্ষা হয় নাই? জগৎ-শেঠ, আপনারা দু'ভাই মন্ত্রণা ক'রে কতবার নবাব পরিবর্ত্তন দেখবেন? সরফরাজের স্থানে যখন আলিবর্দ্দী বসেছিলো, জেনো সেই সর্ব্বনাশের সূচনা। নবাব বংশধরকে বঞ্চিত ক'রে, সেই সময় হ'তেই মুসলমানদের রাজ্য-লিপ্সা প্রবল হয়েছিল, সেই সময় হ'তেই কৃতঘ্নতা প্রবল, সেই সময় হ'তেই রাজ-বিদ্রোহীর সৃষ্টি। সিরাজের

স্থানে মীরজাফরকে বসিয়েছেন, তাতে কি উন্নতি হলো? ইংরাজের টাঁকশালায় মুদ্রা চলিত হলো,—[illegible] কার্য্যে ব্যাঘাত হলো। আপনারাই ষড়যন্ত্র ক'রে কাসিম আলীকে সিংহাসন দিয়েছেন, আবার কেন ষড়যন্ত্র করছেন? কাসিম আলীর শত্রুদমনের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন, জমীদারদের নিকট সেই অর্থের সঞ্চয় করেছে, এই কি আপনাদের বিরক্তির কারণ? দেশীয় শত্রুদমনের নিমিত্ত, আপনাদের যে অর্থ স্বেচ্ছায় প্রদান করা উচিত ছিলো। কাসিম আলী নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌বার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নাই, নিজ বিলাসের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করে নাই, [illegible] নির্ব্বাহনের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করেছেন,—আপনারা সকলে তাঁর সাহায্য করুন।

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) কে এ—হেথায় কি ক'রে এলো? দরোয়ানেরা আটক কর্‌লে না?

রাম। রাণীর পাগলী মেয়ে। ওকে সকলে ভয় করে, কেউ কিছু বলে না, ও যেখানে সেখানে যায়।

তারা। বাবা, ভিক্ষা দাও, দুখিনীকে ভিক্ষা দাও,—আর কুমন্ত্রণায় লিপ্ত থেকো না!

রাম। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) ওকে তুলিয়ে আলয়ে বিদায় ক'রে দেন, কার্য্যের ব্যাঘাত হচ্ছে।

জগৎ। মা, আমারা হিন্দু,—আমাদের আর দেশ কি বলুন? আমাদের পক্ষে মুসলমান রাজাই বা কি আর ইংরেজ রাজাই বা কি?

তারা। বঙ্গবাসী হ'য়ে এমন কথা মুখে আনছেন? কি দুর্ব্বুদ্ধিই সকলের অন্তর অধিকার করেছে! কি অদূরদর্শিতা, কি মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করেছে! মুসলমান রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি

উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত। ভেবেছ কি, ইংরাজ রাজ্যে সে গৌরব, সে ঐশ্বর্য্য থাক্‌বে? কদাচ মনে স্থান দিয়ো না। মুসলমান রাজা স্বদেশী, তার রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌লে, স্বদেশী রাজকোষ পূর্ণ থাক্‌বে। বিদেশী অধিকারে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য বিদেশে যাবে, রাজকার্য্য বিদেশীর হবে।

রাজ। হাঁ, সেদিন আর নাই। নবাব হিন্দুবিদ্বেষী. একে একে হিন্দুদের পদচ্যুত ক'রে, মুসলমানদের রাজকার্য্য দিচ্ছে।

তারা। এ বিদ্বেষের কারণ হিন্দু—তা কি এখনও বোধগম্য হয় নাই? মুসলমানেরা সৈন্যভার নিয়ে, আপনারা আমোদপ্রমোদ ক'রে দিন যাপন করে। তারা যে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরোধী হয়েছিল, সে হিন্দুর পরামর্শে,—কুটিল মন্ত্রণা সমস্তই হিন্দুর। হিন্দুর মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধ, হিন্দুর কুচক্রে হিন্দু মুসলমান ভেদ,—স্বদেশবাসী পরিত্যাগ ক'রে, বিদেশীর আনুগত্য—হিন্দুরাই করেছে।

জগৎ। মা, সমস্ত সংবাদ তো অবগত নও। হিন্দুরা প্রাণভয়েই এরূপ করে। ইংরাজের আনুগত্য না ক'রলে, মীরণের দৌরাত্ম্যে সমস্ত উচ্চপদস্থ হিন্দুই নিহত হতো।

তারা। বাবা, পূর্ব্বকথা আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। রাজা রায়দুর্লভের শঠতাই মীরণের বিদ্বেষের কারণ। মীরজাফরকে পদচ্যুত করবার চেষ্টা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছিলেন। অপরাপর হিন্দুদেরও যোগদানের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেরূপ বল্‌ছেন, সে যদি সত্য হয়, সত্যই যদি মুসলমানেরা হিন্দুদের বঞ্চিত ক'রে, স্বধর্ম্মীকে সমস্ত উচ্চকার্য্য প্রদান করে,—তথাপি মুসলমান রাজ্যে হিন্দুর মঙ্গল। দেশের অর্থ দেশে থাক্‌বে, পদস্থ মুসলমানের অধিকারে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হবে;—স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার হবে, সকলের গৃহে অন্ন

থাকবে। কিন্তু বিদেশীর বলবৃদ্ধির ফল উপস্থিত দেখ। সমস্ত প্রজা, সমস্ত বণিক্, সমস্ত শিল্পী দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে,—দিন দিন দেশে অন্নাভাব; প্রতি মহল, প্রতি পরগণায় এই দুরবস্থা। এই দুরবস্থা নিবারণে মীরকাসিম প্রবৃত্ত। বাবা, ভিক্ষা দাও, দুখিনী বঙ্গমাতাকে ভিক্ষা দাও। বঙ্গমাতা সন্তানের অন্নের জন্য কাতরা, ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও;—দীন প্রজাদের ভিক্ষা দাও, তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে ভিক্ষা দাও,—আর স্বদেশবিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকো না।

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে জগৎশেঠের প্রতি) শেঠজি, এরে আবদ্ধ করুন, এখনি মীরকাসিমকে সংবাদ দেবে। আমার বোধ হচ্ছে,—এ মীরকাসিমের চর। মীরকাসিমের চর নানা ভাণে ভ্রমণ করে, এও পাগলের ভাণ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমাদের [illegible] সব জানলে, একে ছেড়ে দিলে নিস্তার নাই।

তারা। এখনো শঠতা, এখনো কুমন্ত্রণা? আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন করবো, আমি চল্লেম। এখনো বলছি সাবধান! স্বহস্তে নিজ মস্তকে কুঠারাঘাত করো না। সর্ব্বনাশ হবে, ধনেপ্রাণে যাবে, বোঝো—বোঝো,—না বোঝো—আমি নিরুপায়,—চল্লেম।

জগৎ। দাঁড়ান, যাবেন না—যাবেন না। আসুন, আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে চলুন।

তারা। আমায় বন্দী করবে? করো! আমায় বধ করো; মৃত্যু হ'লে বোধ হয় শান্ত হ'তে পারবো। কিন্তু শোনো, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করো, জাতির প্রতি লক্ষ্য করো, নিজ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করো, স্বদেশীর উপর লক্ষ্য করো,—গলায় প্রস্তর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ো না।

স্বরূপ। আসুন—আসুন—চলুন।

তারা। না—না, আমি যাই—আমি যাই,—আমার বড় যন্ত্রণা, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে! শুন্‌তে পাচ্ছ না? দীন প্রজারা কুঠীয়াল সেপাইয়ের প্রহারে মুমূর্ষু হ'য়ে, আমায় কাতরভাবে ডাকছে,—অনাথ বালকেরা আমায় করুণভাবে ডাকছে,—অনাথিনী, দুঃখিনী, প্রজার গৃহিণী উচ্চ রোদনে আমায় আহ্বান কচ্ছে। আমি থাক্‌তে পারবো না, আমি চল্লেম।

রাজ ও রাম। (জগৎশেঠের প্রতি) ধরুন ধরুন—যেতে দেবেন না।

তারা। না না আমি যাই—আমি যাই, আমার প্রাণ আকুল হয়েছে।

জগৎ। তুই হায়?

১ম প্রহরী। আও মায়ি আও—

জগৎ। লে যাও লে যাও—

তারা। না না—আমি থাকবোনা—চল্লেম।

জগৎ। (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল)

এ কি—অকস্মাৎ কি শব্দ? সৈন্য-কোলাহল অনুমান হ'চ্ছে। এই যে, আস্‌ছে—সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো

(তকীখাঁর প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (প্রহরীদের প্রতি) যাও যাও—তোমরা এখন যাও।

[প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

তকী। এ কি মাখি, তুই এখানে?

জগৎ। খাঁসাহেব, ওকে কি বল্‌ছেন? ও পাগল।

তকী। না মশায়, পাগল নয়। কি মাখি, হেথায় কি কচ্ছিস্?

তারা। বাবা, তুমি এসেছ? ঘোর দুর্দ্দিনের উদয় হচ্ছে;—অচিরে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাতে বঙ্গভূমি কম্পিত হবে, অচিরে নদী-স্রোতের ন্যায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে, অচিরে হাহা নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হবে। বাবা, বঙ্গের রক্ত দেবার সময় উপস্থিত, প্রস্তুত হও!

তকী। কই মাখি, আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না?

তুমি তো বঙ্গমাতার প্রকৃত—

মুসলমান প্রজাগণ, যেখানে—সেখানে [illegible] উৎপীড়ন কচ্ছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র যুদ্ধ হচ্ছে; [illegible]জের অস্ত্রপূর্ণ সৈন্যপূর্ণ সজ্জিত তরণী পাটনা অভিমুখে গমন কচ্ছে;—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? ইংরাজ-অধ্যক্ষেরা রণ-প্রতীক্ষায় অধীর;—সৈন্যসামন্ত সব প্রস্তুত, কে কোন্ পথে নবাবকে আক্রমণ করবে, সেইজন্য দিবারাত্র মন্ত্রণা। বাবা, তোমার সুদিন উপস্থিত, তোমার দেশ-ভক্তি, প্রভুভক্তি দেখাবার সুযোগ উপস্থিত। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

[তারার প্রস্থান।

তকী। মহাশয়, সত্যই আমাদের সুদিন উদয়, সত্যই আমাদের রাজভক্তি, স্বদেশভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত,—আমাদের পরম শুভদিন আগত!—আমরা মনুষ্য, আমরা বঙ্গসন্তান, আমরা বীর, আমরা দেশবৈরী নির্য্যাতক—জগতে প্রচার করবো! মনুষ্যজীবন প্রকৃত

মনুষ্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিবা! এ সামান্যা রমণী নয়,—পাগল নয়—স্বর্গদূত! নির্জীব বঙ্গবাসীকে উৎসাহ দেবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র ভ্রমণ কচ্ছে!

সকলে। সত্য—সত্য।

জগৎ। মহাশয়ের এ গরিবখানায় কি নিমিত্ত পদার্পণ?

তকী। আপনারা এখনি প্রস্তুত হোন্, নবাবের আদেশে মুঙ্গেরে আপনাদের ল'য়ে যেতে এসেছি।

জগৎ। কেন—কেন—নবাব কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

তকী। না, চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি আপনাদের সম্মানের সহিত ল'য়ে যেতে আমায় আদেশ করেছেন। আপনারা সকলেই [illegible] হোন।

জগৎ। সে আজ্ঞে—সে আজ্ঞে। তবে কি না যখন গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন, আতিথ্য গ্রহণ করুন।

তকী। না শেঠজি, সময় নাই। এখনি আপনাদের যেতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হ'য়ে আসুন, সৈন্যদের নিকট আমি অপেক্ষা কর্‌ছি।

[তকীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বল্লেম তো মাগী পাগল নয়—নবাবের গুপ্তচর।

রাজ। চলুন—চলুন, আর অপেক্ষা কর্‌বেন না, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়। তকী একেবারে সৈন্য ল'য়ে উপস্থিত হয়েছে, কলিকাতায় পালাবারও উপায় নাই।

জগৎ। দেখুন—ধর্ম্ম আছেন। বিনা অপরাধে নবাব দণ্ড দেন, ধর্ম্মে সইবে না!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—দরবার।

মীরকাসিম, আমিয়ট, হে ও সভাসদগণ।

কাসিম। আমি বরাবর চেষ্টা ক'রে আসছি, আপনাদের সহিত বিবাদ না হয়,—এখনো আমার প্রাণপণে সেই ইচ্ছা, কিন্তু আপনারা বিবাদের জন্য প্রস্তুত। নচেৎ অতি ন্যায্য কথা কি নিমিত্ত বুঝ্‌ছেন না?

আমি। [illegible] মাশুল দিই না।

কাসিম। আপনাদের নিকট থেকে আমি মাশুল [illegible] না।

আমি। আপনি সর্ব্বাইকার মাশুল তুলিয়া দিযাছেন, ইহাতে আমাদের লোকসান, ইহা আমরা সহ্য করিব না।

কাসিম। আমার রাজ্যে, আমি মাশুল গ্রহণ করবো না, ইহাতে আপনাদের অসহ্য হওয়ার কারণ কি? আপনাদের বাণিজ্যের লোকসান হবে? আর আমার প্রজার সর্ব্বনাশ হবে না? আমি নবাব হ'য়ে [illegible] সর্ব্বনাশ কেন করবো? বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এ তিনটী প্রদেশের আপনাদের সনন্দ লিখে দিয়েছি, তার কোন কার্য্যেতো আমি হস্তক্ষেপ করি নাই? এ তিনটিই একটী রাজ্য বিশেষ।

আমি। হাঁ হাঁ—সন্ধিপত্র লিখাইয়া লইয়াছেন, তার আর কি বলিব—ভুয়া খাজ্য দিয়াছেন। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর—মারহাট্টার দৌরাত্ম্যে প্রজা নাই, জঙ্গল হইয়া গিয়াছে, কর কিছু আদায় হয় না, আমাদের উপর তাই চাপাইয়া দিয়াছেন। আর চাটগাঁ তো পর্ত্তগিজ জল-

ষ্ক, তা

দস্যু রোজ লুট করে, রোজ রোজ লড়াই করিতে হয়। হলওয়েল সাহেবকে ভুলাইয়া আপনি এই তিনটা দেশ দিয়াছেন। ও তো কোম্পানীর লোকসান! আমাকে ভুলাইতে পারিবেন না।

কাসিম। তখন তো কাউন্সিলের মেম্বাররা খুব আনন্দ ক'রে নিয়েছিলেন, এখন আবার নূতন কথা কেন? আমার বিবাদ করবার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই, আপনারাই নানা কথা তুলছেন?

হে। আপনি মুখে বলেন, বিবাদ করিবেন না। কাজে তো বিবাদ বাধাইয়াছেন। আমরা লবণের আড়াই পারসেণ্ট আর টাকা ও লক্ষীপুরের তামাকের duty দিতে রাজী, আপনি তাহাতে কাণই দিতেছেন না!

কাসিম। আপনার অন্যান্য প্রস্তাবে সম্মত না হওয়া যদি বিবাদ করা হয়, আমি নিরুপায়। [illegible]

[illegible] কর্ম্মচারীর প্রতি অত্যাচার কচ্ছেন—এ কার সর্ব্বনাশ কচ্ছেন? আমার কর্ম্মচারীগণের কার্য্যে বাধা দিয়ে ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষগণ নিরস্ত নন। কর্ম্মচারীগণকে বন্ধন করেন, প্রহার করেন। আমার কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের বিচারক—আপনারা। ইংরাজ অধ্যক্ষগণের অত্যাচার সমর্থন ক'রে আমার শাসন-ক্ষমতা নষ্ট কচ্ছেন।

আমি। অন্যায় করিতেছেন আপনি—আর আমরা অন্যায় করিতেছি, বলিতেছেন। আপনি, আমাদের নৌকা পাটনায় যাইতেছিলো, আটক করিয়াছেন, ছাড়িয়া দিতেছেন না। আমাদের বিবাদ করা ভারি অনিচ্ছা, এ নিমিত্ত বার বার আপনাকে বলিতেছি

শুয়া দেন। আপনি শুনিতেছেন না, আর আমাদের দোষ দিতেছেন।

কাসিম। "আমার বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে সিপাই আনছেন, অস্ত্র-শস্ত্র আনছেন, কথায় কথায় পাটনায় ইলিস সাহেব আমাকে অপমানিত করেন, তার নিকট আমি ঐ সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র সিপাই ছেড়ে দেবো, এই আপনাদের ইচ্ছা ?, আমার সিপাই, আমার অস্ত্র-শস্ত্র যদি কলিকাতায় উপস্থিত হতো, আপনারা কি বিনা আপত্তিতে [illegible] দিতেন ?

আমি। দেখুন নবাব, মিটাইতে চান—মিটান,—আর না মিটাইতে চান—সাফ্ বলেন ? আমরা বেশী কথা কহিতে জানি না।

কাসিম। আমিও অল্প কথায় বলছি, আপনারা যদি শতকরা নয় টাকা শুল্ক দিতে সম্মত হয়েন, আমি কারো নিকট শুল্ক গ্রহণ করবো না ;

[illegible] এই আমার কথা।

[illegible]

কাসিম সাহেব, আমি বিবাদ করবো ? [illegible]

আমার স্বদেশের সর্ব্বনাশ, পরাজয়ে স্বদেশ আপনাদের পদানত। আর বিবাদে আপনার স্বদেশের কোন ক্ষতি নাই,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের কিছু ক্ষতি হ'তে পারে। আপনাদের পরাজয় হ'লে, আপনারা ক'জন মাত্র পরাজিত হবেন, ইংরাজ জাতি পরাজিত হবে না। আমার পরাজয়ে বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা পরাজিত। এরূপ স্থলে বিবাদ করা যে আমার অনিচ্ছা, আপনারা অনায়াসে বুঝ্‌তে পারেন। কিন্তু আপনারা নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য, একবারও হতভাগ্য বাঙ্গলার প্রজার প্রতি দৃষ্টিপাত

দেখ্‌ছেন না! তারা যে অন্নাভাবে দিন দিন কঙ্কালসার হচ্ছে, তা লক্ষ্য কর্‌ছেন না! দিন দিন দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য যে নির্ম্মূল হচ্ছে, তা আপনারা জেনেও জান্‌ছেন না! এ কি উদারচেতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজের কর্ত্তব্য? সাহেব, সদয় হোন। ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করুন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেন, নিরীহ বঙ্গ সন্তানের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হবেন না, শস্যপ্রসূ ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত করবেন না; অট্টালিকা শ্রেণী শৃগাল-কুকুরের আবাস করবেন না। সাহেব, ন্যায়ের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করুন—দীন বঙ্গবাসীর উপর কৃপাবান হ'য়ে, যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত থাকুন।

আমি। আপনি ভাল পাদ্রী হইতে পারিতেন।

কাসিম। বুঝ্‌লেম আপনারা মীমাংসার নিমিত্ত আসেন নাই,—পরিহাস কর্‌তে এসেছেন, নবাবকে ভয় প্রদর্শন কর্‌তে এসেছেন, দুর্ব্বল পীড়নে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। আমি বাক্যের উত্তর দিতে প্রস্তুত [illegible] নাই। [illegible] পারি [illegible] [illegible] প্রজা পীড়নে কৃতসঙ্কল্প, আমিও সেইরূপ তাদের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করেছি,—প্রজা রক্ষার্থে নবাবী গ্রহণ করেছি। প্রজা রক্ষা করা যে প্রকৃত নবাবী, তা আমি শয়নে-স্বপনে বিস্মৃত হই নাই।

হে। আপনি ভালরূপ বিবেচনা করুন, আমরা আপনাকে বুঝাইতে আসিয়াছিলাম। কাউন্সিলের প্রধান প্রধান মেম্বার আপনার কার্য্যে কুপিত। আপনার ভালাইয়ের নিমিত্ত আমরা আসিয়াছি, তবে সে ভালাই আপনি কেন ছাড়িতেছেন? এখন একটা লড়াই বাধিলে আপনার ক্ষতি, আমাদের ক্ষতি, তবে কেন এ কাজে যাইতেছেন?

কাসিম। যদি কেবল আমার নিজ ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য থাক্‌তো, আমার নিজ ক্ষতি যদি কেবল ক্ষতি বিবেচনা কর্‌তেম, তা' হলে আপনারা যতদূর অন্যায্য প্রস্তাব কর্‌তেন, ততদূর অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হতেম। কিন্তু আপনারা যা প্রস্তাব কচ্ছেন, তাতে বঙ্গবাসীর সম্পূর্ণ ক্ষতি, আপনাদের সম্পূর্ণ লাভ। আপনারা জনে জনে আমীর হবেন, এই ইচ্ছা,—আর বাঙ্গলার আমীর পর্য্যন্ত ফকীর হবে। এ প্রস্তাবে কিরূপে সম্মত হবো? কিন্তু আমার প্রস্তাবে আপনাদের ক্ষতি নাই, কিঞ্চিৎ কম লাভ। বাঙ্গলাকে [illegible] ক'রে, আপনাদের নিজ নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌তে পাচ্ছেন না, এইমাত্র আপনাদের ক্ষতি। এতে আপনারা সম্মত হচ্ছেন না কেন, কে জানে! আপনার কথার আভাস এই, যে আমি না সম্মত হ'লে যুদ্ধ হবে। কিন্তু আমি বলছি, যে আমার সম্মতির কিছু অপেক্ষা নাই, [illegible] প্রস্তুত। [illegible] আপনাদের মনোনীত নয়, স্বাধীন ইচ্ছা [illegible] নবাব আপনাদের [illegible] দের হস্তের পুতুলি—একপ নবাব আপনাদের নির্ব্বাচন করা ইচ্ছা।

আমি কি বলিতেছেন? আপনাকে আমরাই নবাবী দিয়াছি।

কাসিম। দিয়েছেন,—কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন কাজ ভাল হয় নাই, প্রজা শোষণে ব্যাঘাত হচ্ছে,—সেই নিমিত্ত অপর বন্দোবস্ত কবতে চান। যদ্যপি আপনাদের এই ঘোরতর অন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হই, তথাপি যে আপনারা নিরস্ত থাক্‌বেন, এ আমার ধারণা নাই। নিত্য নূতন টাকার দাবী কর্‌বেন, যেরূপ হেষ্টিংস্ সাহেবকে দিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার দাবী ক'রে পাঠিয়েছিলেন—

হে। সে দাবি তো আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি? আপনি কড়া কড়া কথা বলিতেছেন।

কাসিম। সত্য কথাই বল্‌ছি।

আমি। আপনিই গোড়া হইতে যুদ্ধের সরঞ্জাম করিতেছেন। মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী আনিয়াছেন, ফৌজ বাড়াইয়াছেন, ইউরোপীয়ানদের মতে শিক্ষা দিয়াছেন, গোলাগুলি, বন্দুক, কামান প্রস্তুত করিয়াছেন।

কাসিম। আমি নবাব, এ সকল আমার প্রয়োজন। আপনাদের অপর কিছু আপত্তি নাই, আমার ফৌজ তৈয়ার থাক্‌লে আমায় কথায় কথায় দমন করতে পার্‌বেন না—এই আপত্তি। আমি রাজ্য অধিকার পেয়েছি, রাজ্য দৃঢ় করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে আপনাদের সহিত বিবাদ করবো, এরূপ কেন বিবেচনা করেন?

আপনার ফৌজের কি কাম? দুশ্‌মন আসিলে হামরা লড়িব-

কাসিম। আর সামান্য সৈনিক কথায় কথায় আমার অপমান করবে, বিনা অনুমতিতে আমার কেল্লায় প্রবেশ করবে, স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে আমার জেনানা মহলে উপস্থিত হবে, আমার দুর্গের সম্মুখে সশস্ত্র সেপাই রাখবে, আমার কর্ম্মচারীর উপর অত্যাচার হ'লে নিবারণ করতে সক্ষম হবো না, দোষীর দণ্ড আমি না দিয়ে আপনারা দেবেন, এইরূপ আপনাদের মনস্থ! এ মনস্থ আমি থাক্‌তে সফল হবে না; —আর সফল হবে না জেনেই, আপনারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছেন।

বুঝিতেছি, আপনিই যুদ্ধ করিবেন—আপনিই যুদ্ধ করিবেন, আমাদের আসা ভাল হয় নাই।

(আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আলী। জনাব, সেনানায়ক মীরমেহেদি খাঁ পাটনা হ'তে পত্র প্রেরণ করেছেন,—পত্রের উপর লেখা 'জরুরি'। (পত্র প্রদান)

কাসিম। (পত্র পাঠ করিয়া) ইব্রাহিম, সাহেবদের সম্মুখে পত্র পাঠ করো। (সাহেবদের প্রতি) শুনুন, যুদ্ধার্থে আমি প্রস্তুত নই, ইলিস সাহেবই প্রস্তুত।

আলী। (পত্র পাঠ) আলাজা-নাসর-উল্-মোলক্-হস্‌তিয়াজ উদ্দোল মীর মহম্মদ কাসিম আলী খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর—

কাসিম। পত্রের মর্ম পাঠ করো—

আলী। 'ইলিস সাহেব পাটনা অধিকারের নিমিত্ত প্রস্তুত, প্রাচীর লঙ্ঘনের নিমিত্ত মই পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছে ও সৈন্যসামন্তকে সজ্জিত রাখিয়াছে; কখন আক্রমণ করিবে, নিশ্চয় নাই। এখানে অল্পসংখ্যক নবাবী সৈন্য আছে, তাহাদের দ্বারা ইলিস সাহেবকে প্রতিরোধ করা কঠিন। নবাবী আজ্ঞা প্রতীক্ষায় গোলাম অবস্থিত।'

কাসিম। সাহেব, কি বলেন?

আমি। আপনার কর্মচারীরা যেরূপ মিথ্যা বলে, সেইরূপ মিথ্যা বলিয়াছে।

কাসিম। আপনার কর্মচারীগণকে আপনি প্রত্যয় করেন, আমার কর্মচারীগণকেও আমি প্রত্যয় করি। অতএব যে পর্য্যন্ত আমার উকীল ও কর্মচারীগণ, কলিকাতা হ'তে প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন আপনারা মুঙ্গেরে অবস্থান কর্‌তে প্রস্তুত হ'ন।

হে। কি, আপনি আমাদের কয়েদ করিবেন?

কাসিম। না, কলিকাতায় আবদ্ধ মহম্মদ আলী প্রভৃতি আমার কর্মচারীগণ, মুঙ্গেরে যাহাতে নিরাপদে প্রত্যাগমন করে, এ নিমিত্ত আপনাদের প্রতিভূ স্বরূপ এখানে অবস্থিতি কর্‌তে হবে।

আমি। আপনি আমাদের দুইজনকে এখানে আবদ্ধ রাখিবেন না, আমরা দূত মাত্র, আপনার অন্যায় হইবে।

কাসিম। জনাব, আপনি যেতে ইচ্ছা করেন, আপনি যান, আমার আপত্তি নাই, হে ও গলষ্টন সাহেব এখানে অবস্থান করুন

আমি। আচ্ছা আচ্ছা— মিছামিছি এরূপ করিতেছেন।

কাসিম। ইব্রাহিম, উপযুক্ত কর্ম্মচারীদের আদেশ দাও, যে সাহেবদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ ও উত্তম পরিচর্য্যার আয়োজন করে। সে স্থান যেন সর্ব্বদা আমার সতর্ক সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হয়। আমিয়ট সাহেব কলিকাতায় যাবেন, তাঁর বাধা-বিঘ্ন না হয়।

আমী। আসুন সাহেব।

(হে ও আমিয়টকে লইয়া আমী ইব্রাহিমের প্রস্থান)

(গুর্গিনখাঁর প্রবেশ)

কাসিম। গুর্গিন, আমি তোমার নিকট এই দূত প্রেরণ করেছিলেম।

গুর্। হাঁ জনাব, ঝড় উঠিতেছে, শুনিতেছি।

কাসিম। গুর্গিন, যদিও তুমি বিদেশী, কিন্তু তোমাকে স্বদেশী অপেক্ষা— স্বজাতি অপেক্ষা বিশ্বাস করি। আমরা কতদূর প্রস্তুত?

গুর্। কি জানেন জনাব, ঝড়টা একটু দেরীতে উঠিলেই ভাল হইত। যখন উঠিয়াছে, ডর করি না, লাগিয়া যান।

কাসিম। গুর্গিন, আমার মনের আশঙ্কা শোনো।—যুদ্ধভয়, প্রাণভয়, আমার হৃদয়ে স্থান পায় না; আমার ঐশ্বর্য্য প্রয়োজন নাই আমার নবাবী গ্রহণ—কার্য্যের নিমিত্ত—নবাবীর নিমিত্ত নয়। আমার নবাবী যায়, জীবন যায়, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রজা আমার প্রাণ;—ইংরাজ-যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, যদি ঈশ্বর-অনুগ্রহে স্বর্গে স্থান পাই, তথাপি আমার শান্তি হবে না। আমি প্রজার দুঃখে দিবারাত্র ব্যাকুল। অতি অভাগা! সামান্য জীবজন্তু আহার পায়, বাঙ্গলার প্রজা অনাহারী;—সমস্ত জীবন দুঃখময়

সমস্ত জীবন পরপীড়ন সহ্য করে, সমস্ত জীবন অধীনতায় অতিবাহিত করে! আমার আশঙ্কা, পরাজয়ে তাদের সর্ব্বনাশ হবে,—ইংরেজ-দৌরাত্ম্যে তারা সকলে নষ্ট হবে! এখনো যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। যদি আবার শুল্ক স্থাপনা করি, হয়তো যুদ্ধ রহিত হ'তে পারে;—অবশ্য তথাপি নিশ্চিত নাই, যে তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হবে। তুমি কি বলো, আমিয়ট কলিকাতা যাত্রা করেছে, তাকে ফেরাবো?

গুর। লড়াই হার হইলে প্রজা বরবাদ যাইবে ভাবিতেছেন, কিন্তু শুল্ক তুলিলে তো এখনি বরবাদ যাইবে।

কাসিম। এইতো সঙ্কট! নচেৎ আমি যতদূর হীনতা স্বীকার করতে হয়, তা করতেম। ইংরাজের সকল অপমান উপেক্ষা করতেম, বেগমের অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে তাদের অর্থ-লিপ্সা তৃপ্ত করতেম। কিন্তু ইংরাজের এক কথা, সকলের নিকট শুল্ক লও, তাদের রেহাই দাও। শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নয়, যে ইংরাজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছে, সকলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবে!

গুর। জনাব আর ভাবিবেন না। আমরা সমান সমান আছি, আমার মনে ছিলো, একটু বড় হই; তা যখন বাধিল, পরোয়া নাই।

(তকীখাঁর প্রবেশ)

তকী। জনাব—ইলিস রজনীযোগে পাটনা অধিকার করেছে। ইংরাজ সিপাই পাটনা লুট করছে।

কাসিম। গুর্‌গিন্, যেখানে ইংরাজ কুঠী আছে, আক্রমণ করতে আজ্ঞা দাও, যেথায় যে ইংরাজ আছে আবদ্ধ করো, আমিয়ট কোথায় দেখ—সে না কলিকাতায় পালায়! এখনি সৈন্য সজ্জিত করো

সমরু, মার্কার পাটনার অনতিদূরে আছে, তাদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দাও।

গুর্। যো হুকুম জনাব।

[গুরগিনের প্রস্থান।

তকী। জনাব, যুদ্ধ উপস্থিত, গোলামের প্রতি কিছু আজ্ঞা হোক।

কাসিম। তকী, তুমি কার্য্যভার প্রার্থনা কচ্ছ? অতি গুরুতর কার্য্য আমাদের উভয়ের উপস্থিত,—কার্য্য আত্মত্যাগ। যে দিন বালক বেশে তুমি আমার নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলে, সেইদিন তোমার বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু একমাত্র বীরত্বের এখন কার্য্য নয়। ইংরাজ সজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে। অবশ্য মীরজাফরকে পুনর্ব্বার নবাব কর্‌বে। কুলাঙ্গার হিন্দু জমীদার, কুলাঙ্গার মুসলমান ওমরাও, আবার মীরজাফরের পক্ষ হ'য়ে, ইংরাজের সাহায্য কর্‌বে। কোথাও কৌশলে, কোথাও বলে তাদের দমন কর্‌তে হবে। জেনো, ভারতে বীরত্বের অভাবে পরাজয় হয় নাই, ভারতে বীরত্বের অভাব নাই,—পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। সকলকে বিনীতভাবে সন্তুষ্ট রাখ্‌বে, যা'তে একতায় আবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা পাবে;—স্বদেশের শত্রুদমনে যা'তে একাগ্রতা জন্মে, তারই প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বে। আমাদের আত্ম-গৌরব ত্যাগ কর্‌তে হবে, যশোলিপ্সা ত্যাগ কর্‌তে হবে, সকল স্বার্থ ত্যাগ কর্‌তে হবে। বাঙ্গলার দীন প্রজা একমাত্র আমাদের লক্ষ্য, বিদেশীর করাল কবল হ'তে তাদের রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমিয়ট আর অন্যান্য ইংরাজ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছে, তাদের মুঙ্গের প্রেরণ করো। জেনো—তোমার প্রভুভক্তি, স্বদেশভক্তির উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। এসো,

তোমার অনেক কার্য্য, আমার ন্যায় তোমার তিলমাত্র বিশ্রামের অবকাশ নাই।

তকী। জনাব, আশীর্ব্বাদ করুন, জীবন থাকতে যেন জন্মভূমির কার্য্য বিস্মৃত না হই, যেন জন্মভূমির কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হয়, যেন বঙ্গীয় প্রজা আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় হয়,—নচেৎ যেন রণভূমে এ দেহ পতিত হয়।

কাসিম। তোমার বীরবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমরা বিষম সন্ধিস্থলে উপস্থিত। হয় ইংরাজ বাঙ্গলা পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে গমন করবে, নয় মোগল রাজমুকুট অতল জলে নিক্ষিপ্ত হবে। বীরত্ব মনুষ্যত্ব, স্বদেশভক্তি প্রদর্শনের সময় উপস্থিত, দীন প্রজা রক্ষার সময় উপস্থিত, দাম্ভিক প্রজাপীড়কের দমনের সময় উপস্থিত। তকী, আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর;—কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হ'তে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে দীনপ্রজার দুঃখ নিবারণ করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান;—শত্রুদমন বা প্রাণবিসর্জ্জন! এসো তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত, (তকীর হস্তধারণ ও তকীর জানু পাতিয়া অভিবাদন বহু কার্য্য উপস্থিত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদ—গঙ্গাতীর।

আমিয়ট, জোন্স, ওয়ালষ্টন, গর্ডন, কুপার, ডাক্তার ফ্লক প্রভৃতি
ইংরাজগণ এবং নৌকাস্থিত ইংরাজসিপাহিগণ ও মাঝী।

আমি। Let us instruct the resident to be on the alert. Ellis will commence hostilities soon.

জোন্স। Aught we not take the resident with us? The Nawab will capture the factory no doubt.

আমি। No, we are sufficiently strong here

(জগৎশেঠ-প্রেরিত দূতের প্রবেশ)

সাহেব, সাহেব, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও, নবাব আপনাদের ধ'রে নে যাবার হুকুম দিয়েছে, ফৌজদার সইদ মহম্মদ আপনাদের ধর্‌তে আস্‌ছে। মহাত্মাবগাদ জগৎশেঠ ম'শায়, আপনাকে খবর দেবার জন্য, আমায় পাঠিয়েছেন। আপনাদের কলিকাতা যেতে দেবে না। সাহেব, শীগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দাও।

[দূতের প্রস্থান।

কুপার। Let's go then.

আমি। No, they are here. They must not think we are afraid of them. We will present a bold front. Too late to attempt escape in this clumsy boat.

(সিপাহিগণ লইয়া ফৌজদার দূতের প্রবেশ)

দূত। সাহেব, সেলাম। ফৌজদার সইদ মহম্মদ খাঁ বাহাদুর, আপনাদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। তাঁর বাড়ীতে নাচ, আপনারা গিয়ে তাঁকে আপ্যায়িত করবেন।

আমি। দুঃখিত হইলাম, কলিকাতায় জরুরি দরকার। (মাঝীর প্রতি) এ মাঝী, বোট ছোড়্‌নে তৈয়ারী হোও।

দূত। সাহেব, না এলে ফৌজদার বাহাদুর আমার উপর রাগ কর্‌বেন। (মাঝীর প্রতি) এ মাঝী, নৌকা ছাড়্‌তে হবে না।

আমি। কেয়া?

দূত। সাহেব, অনুগ্রহ ক'রে আস্‌তে হবে।

আমি। চলা যাও, নেই যাগা।

দূত। না সাহেব, নৌকা ছেড়ে দিতে পারবো না, আমার উপর রাগ করবে। (সিপাহিগণের প্রতি) ওরে, নৌকা আটক কর।

আমি। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে কেন? তোমার সেপাইদের পেছু হইতে বলো।

দূত। সাহেব, ওরা নৌকা ছেড়ে দেবে না।

আমি। Sepoys, fire.

[ইংরাজ-সিপাইগণের নৌকা হইতে পলায়ন

আহত, আপনি অস্ত্রাঘাতে বিকল অঙ্গ, আর কেন দুর্গ রক্ষার বিফল প্রযাস পাচ্ছেন? এখনো ইংরাজ সেপাই দূরে, এখনো আমরা দুর্গের পশ্চাদ্বার দিয়ে পলায়ন করতে পারবো। ঐ দেখুন, দূরে ধ্বজা দেখুন, ইংরাজ সেপাই, মূহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হবে। দুর্গে আহার নাই, স্থানে স্থানে দুর্গ প্রাচীর ভঙ্গ, আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের অনেকেই আহত, অবিরাম যুদ্ধে সকলেই ক্লান্ত। ঐ ধ্বজা দেখুন, মুহূর্ত্তমধ্যে ইংরাজ সৈন্য দুর্গের নিকটবর্ত্তী হবে।

লালসিং। যার বার ইংরাজ-সৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, এবারও পলায়ন করবে। আর যদি তাদের হস্তে আমাদের মৃত্যু হয়, আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হবে না। যদি নায়েব-নবাব মীর মেহেদী, অধিকাংশ সৈন্য ল'য়ে না পলায়ন করতেন, আমরা দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকতেম না — এতক্ষণ পাটনা পুনরুদ্ধার করতেম। হায় হায়! যদি মীর মেহেদী খাঁ ইংরাজের নিশীথ-আক্রমণে ভয়-বিহ্বল হ'য়ে পলায়ন না করতেন, তা হ'লে নিরীহ প্রজার শোণিত-স্রোত, আজ পাটনার রাজপথ প্লাবিত ক'রে, জাহ্নবী-সলিলে মিশ্রিত হতো না; প্রজার পরিবর্ত্তে পরিবিরক্ত ইংরাজ-সৈন্যের হাহাকার উত্থিত হতো; প্রজার গৃহদাহ ধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন না ক'রে, ভগ্ন ইংরাজ-কুঠীর ধূলি-রাশি ঘনাকারে শূন্য আবরণ করতো, ইংরাজকুলকলঙ্ক ইলিসের চতুর্গুণ আক্রমণ, লৌহসদৃশ নিষ্ঠুরতার সমুচিত দণ্ডবিধান দিতে পারতেম। যদি দুর্গ রক্ষা নাই হয়, অধিক কি হবে। আমরা তো জীবন তুচ্ছজ্ঞানে, পলায়নপর না হ'য়ে দুর্গ রক্ষায় প্রস্তুত হয়েছি, এতক্ষণ দুর্গ রক্ষা করেছি, আর রক্ষা করতে সক্ষম না হই, প্রাণত্যাগে কে বাধা দেবে! স্থির হও। বীরবর মহম্মদ আমিন 'চেহেল সেতুন' রক্ষা করছেন। পলায়ন করলে তাঁর নিকট

নিন্দনীয় হবো। এত আয়াসের পর জনসমাজে কলঙ্কিত হবো? তোমরা সকলে বীর; বীর,- জীবন তৃণজ্ঞান করে আমরাও এসো, তৃণজ্ঞানে সমর-স্রোতে জীবন নিক্ষেপ করি।

(ইংরাজ সিপাহিগণের প্রবেশ)

সিপাইগণ। দরজা ভাঙ্গো—তোপ দাগো—

[illegible]ল। আরে হীনপ্রাণ ইংরাজ-ভৃত্য ভারতবাসী, আরে স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিঘাতী ভারত-কলঙ্ক, তোরা কি পশু অপেক্ষা অধম? পশুরা স্বজাতিদ্রোহী নয়। কুৎসিৎ বায়স স্বজাতির বিপদে হাহাকার করে। আর স্বজাতিহন্তা! তোরা স্বজাতির প্রাণ সংহার কচ্ছিস্, স্বজাতির বিপদে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছিস, স্বজাতির শত্রুর পক্ষে জয়-ধ্বনি কচ্ছিস্! ধিক শতধিক! তোদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয় না, প্রলয় মেঘ তোদের আবরণ করে না, পিশাচের পদাঘাতে তোদের মস্তক চূর্ণ হয় না! [illegible] স্বজাতি-হনন—তোদের [illegible]!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

[illegible]। পালা--পালা সমর এলো সমর এলো—

ইংরাজসিপাহিগণ। পালা—পালা—ঐ নবাবী ফৌজ ঐ নবাবী ফৌজ!

[ইংরাজ সিপাহিগণের পলায়ন]

(মহম্মদ আমীনের প্রবেশ)

আমীন। বীরবর এসো, এসো—ইংরাজের কুঠী আক্রমণ করিগে এসো, ঈশ্বর আমাদের উদ্যম সফল করেছেন, পাটনা আবার নবাব অধিকারে। আমার মুষ্টিমেয় সিপাই অসীম বিক্রম প্রকাশ

করেছে, আমি তাদের সাহায্যে 'চেহেল সেতুন' রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। শীঘ্র এসো—শীঘ্র এসো—

লাল। বীরবর, তুমি ধন্য, জয় মীরকাসিম আলীশাঁর জয়!

সকলে। জয় মীরকাসিম আলীশাঁর জয়।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি তোপধ্বনি—সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাঙ্গী—গঙ্গাতীর।

[illegible] ইলিস প্রভৃতি ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকাগণ।

১ম [illegible]। We have made a mistake not to make a stand in the factory.

ইলিস। No, we could not resist the attack, we have made a timely flight. Let us go to Oudh not to Calcutta, or we will be captured on our way.

২য় ইংরাজ। They are in hot persuit, they would overtake us soon.

ইলিস। No, Colonel Carstairs with some English soldiers and sepoys is covering our retreat.

([illegible] হাবিলদারের প্রবেশ)

হাবিল। সাহেব ভাগো, ভাগো—সমরু আতা।

ইলিস। Carstairs সাব রোখা নাই?

হাবিল। ওনকা পাশ যো সেপাই র , সব ভাগ গিয়া,—গোরা লোক বন্দুক ছোড়্‌কে পাক্‌ড়া দিয়া কারোষ্টেয়ারস্ সাব লড়াইমে জান দিয়া।

ইলিস। There is no boat, how to escape!

হাবিল। ওই একঠো বোট।

ইলিস। এ মাঝী এ মাঝী—

ইলিস পত্নী। Oh! they are come.

ইলিস। Courage! they dare not touch English Ladies.

(সৈন্যগণ সহ সমরুর প্রবেশ)

সমরু। Good morning Mr. Ellisl! ফায়র, ফাইথ্, সমরু ফিয়ার, ফাইথ্!

ইলিস। Samru, we surrender

সমরু। স বান্দার! প্রাউদ মিষ্টার ইলিস সারান্দার নট দি অদার, বাইথ ফ্রনথ—ফায়র!

ইলিস। Come Samru, we give up our weapons.

[ইলিস প্রভৃতি ইংরাজগণের অস্ত্র প্রদান।

সমরু। বেরি গুড বেরি গুড। সেলাম লেদীজ, সেলাম বাবালোক; নবাব প্রিপেয়ার দিনার ফর ইউ! কোম কোম——

ইলিস। (স্বগত) I wish I could send a bullet through the dog's head, but the ladies and children are a burden.

১ম সৈন্য। (জনান্তিকে সমরুর প্রতি) সমরু সাব, আপকা বাতঠো রহে গিয়া ইলিস সাবকো পাকড়া—নবাব বহুত খুসি হোগা।

সমরু। এখন কি খুস? যখন সব ইংরাজ মারবো, তখন খুসি! (ইলিসের প্রতি) কোম কোম দিনার কুলিং! (সৈন্যগণের প্রতি) লে চলো—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—মীর কাসিমের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

বেগম।

গীত।

চঞ্চল বীর-তরবারি।
ঝঙ্কে ভেরী দিক বিদারি।
পতাকা আকাশে গরবে বিকাশ,
অধীর বীর সমর-প্রয়াসে,
উড উড আসোয়ার, চালিত কুঞ্জর
সমর উল্লাসে;
দ্রুতপদে, দ্রুতপদে বীর অস্ত্রধারী সারি সারি॥

(মীর কাসিমের প্রবেশ)

কাসিম। একি, তোমার আজ এত আনন্দের কারণ কি?

বেগম। কেন নবাব? সুদিন উদয হয়েছে! মুসলমানের গৌরবের দিন, বাঙ্গালার গৌরবের দিন, তবের গৌরবের দিন বীরপত্নীর গৌরবের দিন—ঈশ্বর কৃপায় উপস্থিত। আজ আমি আনন্দ কর্‌বো না কেন? তুমি হাসচো কেন?

কাসিম। তোমার কথায়! তুমি বালিকার ন্যায় কি বলছ? ইংরাজ কিরূপ দুর্দ্দমনীয় শত্রু, তা তুমি জান না, রণক্ষেত্রে ইংরাজের বলবীর্য্য দেখো নাই, সেইজন্য যুদ্ধ সংবাদে আনন্দ কচ্ছ। জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

বেগম। তুমি আমায় মোগল দুহিতা, মোগল রমণী বলে আদর করো, যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত, এ কথা আমি জানি না? নবাব, তুমি তো জয়-পরাজয়ের প্রত্যাশা করে, রাজ্যভার গ্রহণ কর নি। তোমার লক্ষ্য কার্য্য, কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্যের উদ্যম করেছ। নবাব, তুমি কার্য্যের নিমিত্ত এক মর্ত্তি স্থির হও, একান্ত মনের উদ্যোগে তোমার জীবন সমর্পণ করেছ। উদ্যোগ শেষ হয়েছে, পরীক্ষার দিন উদয, সে পরীক্ষার জয় পরাজয় ঈশ্বরাধীন। তুমি মোগল, তুমি বীর, তুমি আত্মত্যাগী, তুমি উদ্যোগী, তুমি স্বদেশ বৎসল, তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তুমি প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করেছ। সম্মুখে মহা কর্ত্তব্য উপস্থিত, নবাব, এ তো তোমার আনন্দের দিন,—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমারও আনন্দের দিন তাই আনন্দ করছি।

কাসিম। আমায় যুদ্ধে যেতে হবে, তোমার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

বেগম। যুদ্ধে যাবে—চলো। 'বিদায় নিতে এসেছ' বল্‌চ কেন? তুমি যুদ্ধে যাবে, আমি কোথায় থাক্‌বো? তুমিও মহাকার্য্যে ব্রতী, আমি তোমার পত্নী, আমিও মহাকার্য্যে ব্রতী! যুদ্ধক্ষেত্রে দিবদিন

আমায় সঙ্গে নাও, চিরদিনই তোমার বীরত্ব দেখি,—মহাযুদ্ধ উপস্থিত, সে যুদ্ধে আমি তোমার নিকট থাকবো না? রণ-অবসানে, ক্লান্ত হ'য়ে যখন শিবিরে ফিরবে, আমি তোমার সেবা করবো না? তোমার [illegible] উষ্ণ মস্তিষ্ক, কার সঙ্গীতে শীতল হবে, কার শুশ্রূষায় তুমি নিদ্রা যাবে? প্রভাতে কে তোমার রণসজ্জা ক'রে দেবে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রে, উৎসাহ-বাক্যে কে তোমায় যুদ্ধে পাঠাবে—আমি! আমায় তুমি এই সকল শিক্ষা দিয়াছ, সেই শিক্ষার পরিচয় দেবো!

কাসিম। তুমি দেখছি সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝতে পারো নাই। অতি বিষম সময় উপস্থিত। শত্রু অতি প্রবল, অতি রণ-কৌশলী। যুদ্ধফল অনিশ্চিত। তুমি বীরাঙ্গনা, এনিমিত্ত তোমার নিকট প্রকাশ করছি, রাজ্যের মমতা, জীবনের মমতা, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি শত্রু-অস্ত্রে দেহত্যাগের সম্ভব। যুদ্ধে পরাজয় হ'লে, তুমি নিকটে থাকলে, তোমায় নিয়ে বিব্রত হবো। যদি সুদিন হয়, আবার দেখা হবে।

বেগম। আমায় নিয়ে বিব্রত হবে কেন? আমি নারী সত্য, কিন্তু বীরনারী। বলবান্ শত্রু, যুদ্ধে যদি পরাজয় হয়, আমায় নিয়ে বিব্রত হবে, এই তোমার আশঙ্কা? যুদ্ধে যদি তোমার দেহ পতন হয়, আমি শত্রুহস্তে পতিত হবো,—এই তোমার আশঙ্কা? সে আশঙ্কা ত্যাগ করো! আমি পতিপ্রাণা, আমি জীবিত থাকতে, কদাচ শত্রু অস্ত্র তোমায় স্পর্শ করবে না! এমন বলবান্ শত্রু নাই যে আমায় বন্দী করবে! জীবনে-মরণে তোমার দাসী, জীবনে মরণে তোমার সাথী হবো! চলো—যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হই।

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। জনাব, সেনাপতি তকী খাঁ বাহাদুর নবাব-আদেশ অপেক্ষায় উপস্থিত।

কাসিম। তাঁকে অপেক্ষা করতে বল

[খোজার প্রস্থান

বেগম। তকী খাঁ কে?

কাসিম। সেই তাব্রিজ দেশীয় বালক—যার কথা তোমায় অনেকবার বলেছি। নিতান্ত প্রভুভক্ত। তার রাজভক্তি, স্বদেশ-অনুরাগের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাকে আমি মুর্শিদাবাদে ইংরাজের গতি রোধ কর্‌বার জন্য প্রেরণ করছি।—আমার উপদেশের নিমিত্ত এসেছে।

বেগম। সে যুদ্ধে যাবার আগে, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি তার মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীর্ব্বাদ করবো।

কাসিম। আজ দেখ্‌ছি—তুমি রণোল্লাসে উন্মত্ত।—নবাব-অন্দরে অপর ব্যক্তি প্রবেশ কর্‌বে?

বেগম। আমি রণোল্লাসে উল্লসিত বটে, কিন্তু উন্মত্ততা কি দেখ্‌ছ? তকী বালক অবস্থায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তুমি তারে প্রতিপালন করেছ। সে রাজভক্ত, তুমি তার পিতার স্বরূপ, আমিও তার জননী; নবাব-অন্দরে নবাবের পুত্র প্রবেশ কর্‌বে, এতে উন্মত্ততা কি? মার নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে পুত্র যুদ্ধে গমন কর্‌বে, এতে উন্মত্ততা কি? তুমি বলেছ, প্রজা আমার সন্তান; সন্তানের নিকট আমার বেগমের সম্মান কি? আমি তাদের জননী, আমি তাদের প্রতিপালন করবো, আমার দৃষ্টান্তে রাজভক্তি শিক্ষা কর্‌বে। তকী তোমার বিশ্বাসপাত্র; যদি অন্দরে আস্‌বার

তার অধিকার না থাকে, তবে কিরূপ বিশ্বাসপাত্র? নবাব, তোমার নিকট ক্ষমা পেতে আমার মিনতি, যে বিশ্বাসপাত্র, তারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রো, যে অবিশ্বাসী, সে চিরদিনই অবিশ্বাসী---তারে বর্জ্জন করো। বিশ্বাসীর নিকট, প্রাণ সমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত হয়ো না,—নচেৎ তোমার মহাকার্য্যে বিস্তর ব্যাঘাত হবে।

কাসিম। না—না--ফকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তোমার উচিত নয়, এতে লোকনিন্দা হবে

বেগম। লোকনিন্দা তুমি তো লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি আমায় দুঃখ ক'রে বলেছ,—লোকে তোমাকে নির্দ্দয় বলে, অংশোষক বলে, রাজ্যলোলুপ বলে, বিশ্বাসঘাতক বলে, সে সমস্তই তুমি উপেক্ষা করেছ,—আর সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করবো, এতে লোকে নিন্দা করবে, এই ভয় কচ্ছ? আমি সংক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবো, প্রয়োজন হয়, বীরাঙ্গনার ন্যায় উদ্যমভঙ্গ সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান করবো; প্রয়োজন হয়, শত্রু-সম্মুখীন হবে; প্রয়োজন হয়, কঠিন রণসন্ধিতে প্রবেশ করবো; প্রয়োজন হয়, স্বদেশবৎসল বীরগণের সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ করবো! আমি তোমার পত্নী, তুমি আমার বিলাসিনী রমণী-জ্ঞানে উপেক্ষা ক'রো না।

কাসিম। ভাল তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমি তকী খাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

বেগম। বাঁদী!—

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। বেগম সাব।

বেগম। আমি যে ইরাণী-তরবারি তোমার কাছে রেখেছি, নিয়ে এসো।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(তরবারি হস্তে বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ এবং বেগমকে তরবারি দিয়া প্রস্থান)

তরবারি হস্তে বেগমের গীত।

বীরকরে তরবারি ...
তরবারি সাজে আর কা ... করে
বীর বিনা ... মাতি ... বরে
তরবারি করে, ... পায়
চমকে ঝলক ... পরাশ
অরি শির ...
রুধির ঝলক ...
বীর তরবারি ... হবায়।
বীর তরবারি ... করে—
অরি নেহারি ...

(তকীখাঁর প্রবেশ)

বেগম। তকী, এই তরবারি গ্রহণ কর বাবা। তুমি রাজভক্ত, এ তরবারি তোমার করে শোভা পাবে। আমি রাজভক্ত বীরের নিমিত্ত, বহু অর্থব্যয়ে এই ইরাণী-তরবারি সংগ্রহ করেছি। প্রবাদ আছে, মহামতি বাবর সা এই অস্ত্রে শত্রুদমন করেছিলেন, তুমি এই অস্ত্রে নবাব শত্রু দমন করবে।

তকী। মা—মা, গোলামের প্রতি এত সম্মান?

বেগম। বাবা, তুমি নবাবভক্ত, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার দ্বারা এই অস্ত্রের গৌরব রক্ষা হবে! যাও বৎস, বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, বাঙ্গলায় অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করো!

তকী। মা, গৌরব স্থাপন করতে সক্ষম হবো কি না জানি না, শত্রু দমনে সক্ষম হবো কি না জানি না, কিন্তু ঈশ্বর-সম্মুখে আমার প্রতিজ্ঞা, যে নবাব বেগম প্রদত্ত অসি হস্তে থাকতে, শত্রু কখনো আমার পৃষ্ঠ দর্শন করবে না;—যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, ঈশ্বর-কৃপায় যেন বঞ্চিত হই!

বেগম। বাবা, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার গৌরব চিরদিনের জন্য স্থাপিত হবে। তোমার বীরগাথা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে গীত হবে। বীরমাতারা তোমার ন্যায় পুত্র কামনা করবে, বীরাঙ্গনা তোমার ন্যায় পতি কামনা করবে, তোমার বীরবাহিনী শ্রবণে শত শত হৃদয় উত্তেজিত হবে! যাও বৎস, গৌরব তোমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

তকী। মা, সন্তানের শত শত সেলাম গ্রহণ করুন।

[উভয়ে ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা - ভ্যান্সিটার্টের কক্ষ।

(নন্দকুমার ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস)

নন্দকুমার। কাউন্সিলের সকল মেম্বারই একমত হয়েছেন,—তারা আমিয়ট আর হে সাহেবের নিকট যে পত্র প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন, সে পত্র প্রেরিত না হওয়া অনুচিত,—অতএব সে পত্র এখনই প্রেরিত হোক, এই তাঁদের ইচ্ছা।

ভ্যান্সি। তাদের ইচ্ছা? আর আমি গভর্ণর, আমি কেহই না! পত্রে লেখা হইয়াছে, যে নবাব যদ্যপি অস্ত্রের নৌকা, যা তা নবাব আটক করিয়াছেন, তাহা যদি না ছাড়েন, আমিয়ট আর হে সাহেব চলিয়া আসিবে, আর নবাবের সাথে লড়াই হইবে। কেন? এরূপ অন্যায় কার্য্য কিরূপে করিতে দিতে পারি? নবাবের অধিকার,— আমরা ইচ্ছামত অস্ত্র পাঠাইব, সৈন্য পাঠাইব, এ কিরূপ? আমি গভর্ণর থাকিতে কদাচ এরূপ হইবে না। কাউন্সিল যদ্যপি পত্র পাঠাইতে জেদ করেন, আমি কাযে resign দিব

হেষ্টিংস। I too shall resign

(ব্যাটসনের প্রবেশ)

ব্যাট। Yes, you both shall resign! and why may? Because the Council resents the affront given by Nawab to the British flag.

হেষ্টিংস। No, we shall be the last person to submit to any affront to our flag. But the Nawab did no such thing. He simply wants to stand on his right, of which the Council is determined to deprive him.

ব্যাট। Do you mean Mr. Hastings that we will allow the Nawab to dictate our trade?

হেষ্টিংস। The Nawab does'nt dictate, he has a right to abolish duty.

ব্যাট। And ruin our trade.

হেষ্টিংস। Let me tell you Mr. Batson, that our conduct towards the Nawab, to say the least, is not just.

Our conduct will be recorded by Historians as "attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost."

বাট। Oh! we did not know that Mr. Vansittart and Mr. Hastings are retained soliciters of the Nawab.

হেষ্টিংস্। We are not, you must withdraw what you said.

বাট। Yes you are, you lie, I will not withdraw!

হেষ্টিংস্। You lie in your teeth Batson.

বাট। Damn your eyes.

(পরস্পর ঘুসাঘুসি করণ)

(কাউন্সিলের মেম্বারগণের প্রবেশ ও বিবাদ ভঙ্গ করণ)

হেষ্টিংস He must give me satisfaction.

বাট। With all my heart, you have only to name, the ime and the place.

নন্দ। (স্বগত) ও বাবা এদেরও যে বাদে! শুদু আমাদের হিন্দু-মুসলমানের নয়।

ভান্সি As president of the Council I note that all this was not dignified.

মেম্বারগণ। Certainly not.

(একজন হাবিলদার সহ মুন্সির প্রবেশ)

মুন্সি। সাহেব, সাহেব—সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমিয়ট সাহেব অন্যান্য সাহেবের সঙ্গে কলিকাতা আস্‌ছিলেন, নবাবের সেপাই মুর্শিদা-

বাদে তাঁদের খুন করেছে। এই হাবিলদার সঙ্গে ছিল, কোন রকমে পালিয়ে সংবাদ এনেছে।

ভ্যান্সি। Mr. Amyatt murdered!

হাবিলদার। হাঁ হুজুর! আউর সব গোরা আদমিকো মারা হ্যায়!

(একজন ইংরাজ-সৈন্যের প্রবেশ)

ইং-সৈন্য। Our factory at Patna captured. Mr. Ellis with several gentlemen, ladies and children, taken prisoners by Nawab's General Samru.

সকলে। War—war—war!

ব্যাট। Mr Hastings, will you pardon me?

হষ্টিংস্। I give you my hand Mr. Batson and my heart with it.

ভ্যান্সি। We depose Mir Kasim and nominate Mir Jafar the Nawab of Bengal, Behar and Orissa. Let us go to his house and sign the treaty to-day.

হেষ্টিংস্। Yes, no time to be lost.

ব্যাট। (ইংরাজ-সৈন্যের প্রতি) Habildar and you come with us, we will hear the details.

[মুন্সি ও নন্দকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মুন্সি। মহারাজ, এত মাপ চাওয়া চায়ি কিসের?

নন্দ। আরে মুন্সিজী, তুমুল কাণ্ড; হেষ্টিংস সাহেব আর ব্যাটসন সাহেবে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। ময়দানে গিয়ে গুলি চল্‌বে ঠিক হচ্ছিলো, ওদেশ যেমন ডুয়েল হয়, এমন সময় আপনি এই হাবিলদারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন।

মুন্সি। বিবাদের সূত্রটা কি?

নন্দ। জানেন তো, কাউন্সিলে ঠিক হয়েছিলো—আমিয়ট সাহেবকে চিঠি লেখা হবে, যে যদি নবাব অস্ত্রের নৌকা না ছেড়ে দেন, আমিয়ট আর হে সাহেব পত্রপাঠ কলিকাতায় চ'লে আস্‌বেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। সেই পত্র ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব পরামর্শ ক'রে চেপে রেখেছিলেন, পাঠান নাই—

মুন্সি। হাঁ হাঁ—কাউন্সিলে এই সব কথা উঠেছিলো বটে। শুনেছিলেম ভ্যান্সিটার্ট সাহেব আর হেষ্টিং সাহেব বলেছিলো, যদি পত্র পাঠাতে হয়, আমরা রিজাইন দেবো।

নন্দ। সেই কথাই এখানে উঠেছিলো। হেষ্টিং সাহেব বল্লে,—"একপ অন্যায় পত্র পাঠালে আমাদের কলঙ্ক হবে, লোকে বল্‌বে যে আমরা নিজ নিজ হীন স্বার্থের জন্য নবাবের সঙ্গে বিবাদ করেছি; ইতিহাসে আমাদের কলঙ্ক হবে।"

মুন্সি। এইতে এতটা হ'য়ে উঠলো?

নন্দ ব্যাট্‌সন সাহেব রেগে বল্লে,—"তোমরা নবাবের উকীল, নবাবের টাকা খেয়ে তার পক্ষ হয়েছ। এইতে 'লায়ার' বলাবলি, ঘুসোঘুসি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। আমি পালাবার যোগাড় দেখ্‌ছিলেম, ভাব্‌ছিলেম, একটা ঘুসী গায়ে পড়্‌লে বুড়ো হাড় ভেঙ্গে যাবে।

মুন্সি। বটে, এতদূর হ'য়ে গেছে? কিন্তু দেখুন ম'শায়, জাত দেখুন, যেই এই জাত ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড শুন্‌লে, আর সব ঝগড়া মিটে গেল, কোলাকুলি ক'রে যুদ্ধে চল্‌লো! আর আমাদের হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এরূপ কলহ হ'লে, যদি সহজে মেটবার কোন সম্ভাবনা থাক্‌তো, এ অবস্থায় সে বিবাদ পাকা হতো; টিট্‌কিরি দিয়ে এক

লোকে বল্‌তো—"যেমন নবাবের বিপক্ষ হ'য়ে 'দখল করতে গিয়েছ, তেমনি মুখের মত হয়েছে—বেশ হয়েছে!"

নন্দ। ওরা সকলে বণিক, ওদের সকলের এক স্বার্থ!

মুন্সি। মহারাজ, আমরাও তো সকলে বঙ্গবাসী, আমাদের এক স্বার্থ কই? তবে কি জানেন, বলতে পারেন—সকলের এক স্বার্থ হ'লে, মহারাজেরও দাওয়ানী পাবার সম্ভাবনা হতো না, আর আমার মুন্সিগিরি চল্‌তো না।

নন্দ। বটে বটে, যা বল্‌ছেন—স্বরূপ কথাই বল্‌ছেন,—তবে কি জানেন, কেবল আপনি আমি মিল্ রেখে তো হবে না, হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্রে মিল হয় কই বলুন?

মুন্সি। মহারাজ, সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রবার সময় কতকটা মিল হয়েছিলো।

নন্দ। এবারও দেখ্‌বেন, মীর কাসিমের বেলায় হবে!

মুন্সি। দু'টো দল হবে না?

নন্দ। সেবারও যেমন মোহনলাল, মীরমদন ছিলো, এবারেও তেমনি দু'টো একটা থাক্‌বে। চলুন—আমাদের অনেক কাজ পড়বে, আজই নূতন নবাব হবে। [প্রস্থান

মুন্সি। মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করেছেন, দাওয়ানী নিয়ে মহারাজ ত বাস্ত থাক্‌বেন, আর লড়াই বাধলে আমারও ঢের লেখাপড়া পড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তোমার দুঃখের বিষয়। তোমরা হঠাৎ আক্রমণ করে [illegible]
হয়েছে, বুঝেছ কি? আমিয়ট আর হে সাহেবের সঙ্গে [illegible]
পরামর্শ ছিল, যে ২৩ শে জুন তারিখে, তাঁরা যুদ্ধের [illegible]
কাশিম পলায়ন করবেন, তারপর তুমি পাটনা অধিকার করবে
তোমারই পত্র হস্তগত হওয়াতে, এ সংবাদ আমি পেয়েছি। কি
তোমার ভুল এই—তাঁরা কলিকাতায় পলায়ন করতে পারেন নি
তোমার ন্যায় অনেকেই বন্দী হয়েছেন আর তোমার [illegible]
কারিতায় অনেকে প্রাণত্যাগ করেছেন। যদি তোমার মনুষ্য
জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র দায়িত্ব বোধ থাকত, [illegible]
গৌরবের আশায়, এরূপ অন্যায় আচরণ করতে না।

ইলিস। এত কথা কেন বলিতেছেন? I know my [illegible]
bility, আপনার উপদেশ আমি প্রার্থনা করি না। যদি আমা
বধ করিতে চান, বধ করুন,—প্রাণের জন্য আমি ভাবি না।

কাসিম। ইলিস, বার বার তুমি তোমার প্রাণের উপেক্ষা প্রক
কচ্ছ,—মৃত্যুভয় নাই প্রচার কচ্ছ,—কিন্তু জেনো, এ [illegible]
তোমার গৌরববাঞ্জক নয়, তোমার মনুষ্যত্ববাঞ্জক নয়—[illegible]
ব্যাঘ্রও এরূপ জীবনের উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু যদি তু
মনুষ্যত্বহীন না হ'তে, তা'হলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হ'তো, যে [illegible]
ন্যায়, রজনীযোগে নিদ্রিত সৈন্য আক্রমণ করা বীরত্বের পরিচ
নয়, যে স্থানে ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কচ্ছ, যে প্রজার [illegible]
শোষণ ক'রে আত্মোদর পূরণ কচ্ছ, উন্মত্ত সৈন্যের দ্বারা [illegible]
নিরীহ প্রজা লুণ্ঠন, তাদের শোণিতে পাটনা রঞ্জিত করা—মনু[illegible]
পরিচয় নয়। অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সমরক্ষেত্রে বন্দী হওয়ায়, বী[illegible]
গৌরব প্রকাশ হয় নাই। সমস্ত রাজ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক'[illegible]

যুদ্ধে সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ হবে, এ চিন্তা একবারও তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তুমি বেতনভোগী, আত্মস্বার্থে অন্ধ হ'য়ে, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল বাণিজ্যের যে ক্ষতি সম্ভব, সে চিন্তা এক মুহূর্তের নিমিত্ত করো নাই। সভা-স্থলে তোমার হীন জীবনের মৌখিক উপেক্ষা প্রদর্শনে গৌরব নাই,—ভেবেছ নিরুপায়, তাই সাহস প্রকাশ কচ্ছ। যদি প্রকৃত সাহসী হ'তে, তা'হলে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করতে না।

ই'লস। একটা লড়াই নবাব জিতেছ, তাই লম্বা লম্বা কথা কহিতেছ। ইংরাজ সাজিয়া আসুক, তখন বুঝিবে, যে পাটনায় এক মুঠি ইংরাজ জিতে, যুদ্ধ শেষ হয় নাই। দেখিবে, যত ইংরাজ মরিয়াছে, তা পরিবর্ত্তে লাখ কালা মরিবে। আমায় তুমি যাহা খুসী বলিতে পারো, বলো। বহুগুণ সৈন্য লইয়া আমায় হারাইয়াছ, এইতে বড় জাঁক! আমার প্রতি কি হুকুম দেবে দাও। আমার এইমাত্র কথা, আমিই লড়াই করিয়াছি, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু আর আর গোরা লোক, মেম লোক, বাবা লোক, তাদের কিছুই দিও না। তাহাতে আখেরে তোমার ভাল হইবে, বলিয়া রাখিতেছি। লড়াই হারিবে। ইংরাজ এই কথাটা মনে রাখিয়া তামার প্রতি নরম ব্যবহার করিবে।

কাসিম। শোনো—তোমার প্রতি আমার অপর আজ্ঞা কিছুই নাই, আপাততঃ মুঙ্গেরে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করো। তোমাদের পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। বন্দী অবস্থায় তোমরা রাজ-অতিথি, রাজ-অতিথির ন্যায় অবস্থান করবে। কিন্তু এক দণ্ড তোমায় প্রদান করবো। যদি তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্ব একেবারে লুপ্ত না হ'য়ে থাকে,—যদি দম্ভের আবরণে, হৃদয়ের কোমলতা কিঞ্চিমাত্র

...কে সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ হবে, এ চিন্তা একবারও তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তুমি বেতনভোগী, আত্মস্বার্থে অন্ধ হয়ে, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল বাণিজ্যের যে ক্ষতি সম্ভব, সে চিন্তা এক মুহূর্তের নিমিত্ত করো ... স্থলে তোমার ... জীবনের মৌখিক ... করো ;—নচেৎ ... সম্মুখে আমি আসন গ্রহণ করতে পারবো না। যদি সামা ... না হতো, তাহ'লে তোমাদের নিকট জানু পেতে ... সম্মান প্রদান করতেম।

উভয়ে। ...নাব ... ক আজ্ঞা কচ্ছেন, কি আজ্ঞা কচ্ছেন ?

সম। ... লাল সিং, তোমার বীর-ললাটে যেরূপ ... ভা, সে শোভা আমার মুকুটে নাই! মহম্মদ আমীন, ... প্রশংসা। তোমার অস্ত্র, তোমায় রয়েছে, আমার ... বাহুল্য! প্রথম যুদ্ধে, মুসলমানের গৌরব, তোমার ... হয়েছে! লাল সিংহ, আমি নিঃস্ব নবাব,— নবাবী ... আমার নয়—রাজ্যের; আমার রাজভোগ ... সামান্য ব্যক্তিও ঈর্ষা করবে না; মূল্যবান রাজপরিচ্ছদ সামাজিক প্রয়োজন, নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই, তথাপি তুমি যে পুরস্কার ইচ্ছা করো, আমি সেই পুরস্কারই তোমায় প্রদান করবো। তোমাদের পুরস্কার প্রদানে রাজঅর্থ অপব্যয় হবে না, রাজসম্মান যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হবে।

আমীন। জনাব,—গোলাম কর্ত্তব্যসাধনেই চেষ্টা ... এই সামান্য কর্ত্তব্যপালনে এতাদৃশ সম্মান, কেবল ... উদারতার পরিচয়, গোলামের গুণের পরিচয় নয়।

কাসিম। তুমি প্রশংসা গ্রহণে কি নিমিত্ত কুণ্ঠিত ... তোমার কার্য্য সামান্য জ্ঞান করো না। নবাব যে কার্য ... বলে উচ্চ-

করে গঙ্গায় প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য সেতু আর কি নিমিত্ত নামও উল্লেখ করো? ইলিসের পাটনা আক্রমণ কালে, তুমি অসীম সাহসে চেহেলসেতুন প্রাসাদ রক্ষা করেছিলে; চতুর্দিকে নবাব-সৈন্য পলায়িত, কিন্তু তুমি অটলভাবে ইংরাজের প্রতিরোধ করেছ। লাল সিং, তুমি নীরব কেন?

লাল। গোলামের কার্য্যে যদি জনাব সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, গোলাম পুরস্কার প্রার্থনা করে, উচ্চগৌরব প্রার্থনা করে। ইংরাজ সৈন্য ধ্বংস করবার নিমিত্ত, মহম্মদ তকী খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে যাবে। গোলাম, খাঁ বাহাদুরের পার্শ্বরক্ষক হবার প্রার্থী। পাটনার যুদ্ধে বক্সার সমরে হীনবুদ্ধি ইংরাজ বেতনভোগী সিপাহী শুধু পরাধ করেছি, — কিন্তু তরবারি ইংরাজ-শোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। জীবনের উচ্চ কামনা, সেই বিদেশী শত্রু রক্তে তরবারি ধার-চর্চা করবো; নচেৎ রক্তের শোণিতে রণভূমি রঞ্জিত হবে।

কাসিম। লাল সিং, আমি তোমার নিকট প্রার্থী! তোমার ন্যায় প্রভুভক্ত হিন্দু, আমায় আর একজন এনে দাও; তাকে অর্দ্ধরাজ্য বিনিময়ে গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। এই স্বদেশদ্রোহী সমাজে বাস ক'রে, তোমার এরূপ প্রভুভক্তি, এরূপ শত্রু বিজয়ে অনুরাগ, তোমার এরূপ বীরত্ব! এর পুরস্কার কেবল ঈশ্বর তোমায় প্রদান করতে পারেন, আমি প্রদান করতে অক্ষম! লালসিং, তুমি এখানে করযোড়ে শত্রু-সংহার আদেশ প্রার্থনা কচ্ছ, কিন্তু এই সময়েই শত শত বীর [illegible] অর্থকামনায় ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছে। কেবল [illegible] কুফর [illegible] মুসলমানও এই কুৎসিৎ কার্য্যে ব্যাপৃত।

কাসিম। [illegible] জয়ের নিমিত্ত তারা অর্থদানে প্রস্তুত, সৈন্যদানে [illegible] প্রস্তুত, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত, স্বজাতির

সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত, সর্ব্বস্বদানে প্রস্তুত ; কিন্তু দেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করতেও তারা জ্ঞান করে। তোমার বীরকামনা পূর্ণ হবে,—তোমায় তকীর নিকট প্রেরণ করবো। মহম্মদ আমীন, এই ক্ষুদ্র রাজ্যে নবাবের শরীররক্ষকের অভাব, উপস্থিত তুমি এইস্থানে অবস্থান করো। যাও—গৌরব তোমাদের শিরোভূষণ, তোমাদের শিরোভূষায় নবাব ভূষিত।

[সেলাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

গুর্‌গিন, [illegible] সৈন্য প্রেরণ ক'রে নিশ্চিন্ত থেকো না,—যুদ্ধে জয় পরাজয় [illegible]নিশ্চিত.—উপযুক্ত নায়ক-চালিত বহুসংখ্যক সেনা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করো। অদ্যই আয়োজন করগে।

[গুর্‌গিনের প্রস্থান।

ইব্রাহিম, এই তো সমরানল প্রজ্জ্বলিত হলো ;—এ কিরূপে [illegible] হবে ? যদি [illegible]মার কোটী হৃদয় থাকতো, সেই কোটী হৃদয়ের শোণিত দানে যদি এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হতো, আমি স্বহস্তে বক্ষ চ্ছেদ ক'রে প্রদান করতেম। হায় হায়—কৃতদাসের হৃদয়ে, যে স্বাধীনতার ভাব অবস্থান করে, বাঙ্গালার আমীর-ওমরাও রাজাধি-রাজের বক্ষে সে স্বাধীনতার নাই ! কি কুহক ! যাদের নিকট, ইংরাজ দ্বারস্থ হ'য়ে জাহু পেতে আবেদন করেছে, তাদের দাসত্ব প্রার্থনায় সকলেই ব্যাকুল ! মান, মর্য্যাদা, ধনজন সমস্ত অর্পণ ক'রে, সেই দাসত্ব ক্রয়ের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যাকুল ! [illegible]আমার স্পর্দ্ধা ছিল আমি মানবচরিত্র অবগত। কিন্তু ইংরাজচরিত্র [illegible] স্বর্গ-দূতের দুর্জ্ঞেয় ! সত্যবাদী—সত্যবাদী নয়, [illegible] নয়, শান্তিপ্রিয়—শান্তিপ্রিয় নয়,—কেবল এক[illegible]তাদের কার্য্য।

ব'লে উচ্চ-

ইংরাজ-চরিত্রে সমস্তই বৈষম্য—সমস্ত ভাবই পং, একমাত্র ধর্মলিপ্সাই প্রবল। বল্‌তে পারো, এরা কি বশীভূত করে?

আলী। আজ্ঞে এতে আমাদেরই বিশেষ গুণপনা,—আমরা ক্রীতদাস হতে চাই, সে আমাদেরই কৌশল! জনাব চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন, স্বদেশীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই সমস্ত অবস্থা বুঝতে বিলম্ব হবে না; ইংরাজ যেমন অর্থলোলুপ, আমরা সেইরূপ আত্মীয়-ধ্বংসলোলুপ! বঙ্গবাসীর আত্মীয়ই আত্মীয়ের পরম শত্রু। পিতা শত্রু, ভ্রাতা শত্রু, বন্ধু শত্রু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বদেশী সকলেই শত্রু,—আর বিদেশী মাত্রই বন্ধু! আমরা বহুদিন হতে ক্রীতদাস ক্রয় ক'রে আস্‌ছি, বহুদিন সেই ক্রীতদাসের সংসর্গে আপনারা ক্রীতদাস হয়েছি। কিন্তু এ সকল চিন্তার সময় তো জনাবের নাই? আহার-নিদ্রা তো সামান্য ব্যক্তির ন্যায় জনাবেরও প্রয়োজন? সে প্রয়োজন উপেক্ষা করলে, জনাবের কার্য্যের ব্যাঘাত হবে।

কাসিম। আলী, আজকাল তুমি আমায় তিরস্কার কেন কর না? আমার সকল কার্য্যই সঙ্গত কেন বিবেচনা করো? কোথায় কি ত্রুটি হচ্ছে—আমায় বলো, অবশ্যই ত্রুটি হচ্ছে। অতি দুর্দ্দমনীয় শত্রু, এ শত্রু কি দমিত হবে না!

আলী। জনাব, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, বারবার নিবেদন করেছি, এই ত্রুটি অনুসন্ধানই নবাবের ত্রুটি, অপর ত্রুটি নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যভার অর্পণ করেছেন, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, নচেৎ কঠিন চিন্তায় কুফল সম্ভব।

কাসিম। কিরূপে নিশ্চিন্ত হবো! কাকে প্রত্যয় করবো? তাক

আছি সত্য—কিন্তু কারো তো মনোভাব অবগত নই! নিশ্চয় বলছি, আমি বার বার পরীক্ষায় জেনেছি, এ সংসার সুসময়ের বন্ধু আছে, দুঃসময়ের নাই! জানি, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। কিন্তু একবার যুদ্ধে পরাজয়ে সমস্ত নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা। পরাজয়ে ইংরাজের বল দৃঢ় হয়, কিন্তু বাঙ্গলার বল একেবারে তিরোহিত হবে। এ অবস্থায় কিরূপে নিশ্চিন্ত হব? যাই হোক্—আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাবো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না। ইব্রাহিম, যুদ্ধ-মৃত্যু কি আমার ললাটে নাই! কই —অনেক যুদ্ধক্ষেত্র তো ভ্রমণ করলেম। যাবো—যুদ্ধে যাবো—তকী পালক, তার উপর সমস্ত নির্ভর। মুঙ্গেরের যে অবস্থা হয় হোক, আমি যুদ্ধে যাবো। না—উদ্বিগ্নের কার্য্য নয়, স্থির-মস্তিষ্কে বিবেচনার আবশ্যক। যাও—যাও—আহার-নিদ্রা প্রয়োজন বটে—আহার-নিদ্রা প্রয়োজন বটে। হা অভাগা বঙ্গভূমি—এ দুর্দ্দশা কতদিন ভোগ করবে।

[প্রস্থান।

আলী। (স্বগত) ইব্রাহিম, তুমি নবাব নও, তোমার অত চিন্তার প্রয়োজন নাই—তুমি নবাবের গোলাম, নবাব তোমার প্রতিপালক, বন্ধু ব'লে সম্মান করেন, কায়মনোবাক্যে তাঁর কার্য্য সাধন করো। না, চিন্তা—তাড়ালেও তুমি যাবার নও! নবাবের কাজ কচ্ছ—কাজ করবে ইচ্ছা আছে, তবু তো চিন্তা দূর করতে পারলে না! ইব্রাহিম, নবাবকে দুষলেই হয় না! তা দেখ—তোমারও কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন,—চলো।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—চীৎপুরস্থ মীরজাফরের দাওয়ানখানা।

মীরজাফর, মণিবেগম ও সামসেরউদ্দীন।

মণি। নবাব—নবাব—আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আবার তুমি সিংহাসনে বস্‌বে, আবার হিন্দু-মুসলমান তোমায় নবাব ব'লে সেলাম কর্‌বে।

সামসের। আবার সিংহাসন হ'তে উঠে ইংরাজ-ছোঁড়াকে সেলাম কর্‌বেন।

মণি। সামসেরউদ্দিন, তুমি এই শুভ সংবাদে ব্যঙ্গ কর? নবাব চিরদিন তোমায় বন্ধু বলেন। তুমি আনন্দ না ক'রে, কার্য্যে বাধা দেবার চেষ্টা কর! ইংরাজকে সেলাম? ইংরাজের সেলাম পাবার দিন উপস্থিত। ভেবেছ কি তুমি ইংরাজকে সেলাম না দিলে, ইংরাজ সেলাম পাবে না? তোমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তি, মীরজাফরের ন্যায় সহস্র ব্যক্তি, দিবারাত্র ইংরাজকে সেলাম দেবার কামনা কচ্ছে। যার সৌভাগ্য উদয় হয়েছে, সেই ইংরাজকে সেলাম দেবার সুযোগ পাবে। ইংরাজকে সেলাম?—ইংরাজকে সেলাম করা ভারতবর্ষের গৌরব হবে। যে পদপ্রার্থী, ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী, উন্নতিপ্রার্থী,—সে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের ধ্যান করবে—সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে, ইংরাজকে সেলাম দেবার সুযোগ অনুসন্ধান কর্‌বে। তুমি বর্ব্বর, তাই তুমি একথা বোঝো না।

সামসের। বেগম সাহেব, আমি বর্ব্বর নিশ্চয়। নচেৎ কেন আত্মীয় বন্ধু, পুত্র-পরিবার পরিত্যাগ ক'রে, নবাবের সঙ্গে ইংরাজের বন্দী হ'বে

থাক্‌বো? নচেৎ কেন গঙ্গাজলে গলিত হব? নচেৎ কেন স্বদেশ বিক্রয় হচ্ছে, স্বজাতি বিক্রয় হচ্ছে, ধন-মান, গৌরব-ঐশ্বর্য্য বিক্রয় হচ্ছে,—কলিকাতায় ব'সে ইংরাজ এ সমস্ত নিলাম কচ্ছে,—এই নূতন ব্যবসায় কেন সহায় হব? বেগম সাহেব, রুষ্ট হবেন না—নবাব নামে আর নবাবী নাই, গোলামের হীন গোলামী! তবে দেখুন—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবে না। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে এসেছি, আমিও লম্বা লম্বা সেলাম দেবো।

মণি। তোমার অসহ্য হয়, চ'লে যাও। তোমার বন্ধু না নবাবী নিলে, ইংরাজ আর নবাবী দেবার লোক পাবে না—নয়?

সাম। বান্দা বর্ব্বর বটে, কিন্তু এতদূর কেন বিবেচনা কচ্ছেন, নবাবীর প্রার্থী যে অনেক আছে, তা বান্দা অবগত নয়।

মণি। তবে কেন বাচালতা ক'চ্ছ? এখনি ইংরাজ আস্‌বে, কাজের পরামর্শ করো।

সাম। আমাদের অধিক পরামর্শের বিষয় নাই বেগম সাহেব,—পরামর্শ সব ঠিক ক'রেই ইংরাজ আসছে। পরামর্শ ঠিক করেছে, যে মীরজাফর খাসাহেবের সঙ্গে প্রথম সন্ধির সময়, কালা আদ্‌মী একবেলা খেতে পেয়েছে, এবার সন্ধিতে কেউ এক গ্রাস খাবে, কেউ বা না খেয়ে থাক্‌বে! কালা আদ্‌মী একবেলাও পেট ভরে খেলে অসুখ হয়—এ ইংরাজ বুঝেছে। সবই জানি, তবু জেনে-শুনে মনে হচ্ছে—মৃত্যু আছে,—স্বর্গ নরক যেখানে হয়, এক জায়গায় যেতে হবে। সেখান থেকে দেখ্‌তে হবে, যে নিজের পুত্র, নিজের পৌত্র কাট কেটে, জল তুলে জীবিকা নির্ব্বাহ কচ্ছে। যাদের নিকট করযোড়ে লোক দণ্ডায়মান হবার কথা, তারা পেটের দায়ে করযোড়ে বিদেশীর দ্বারস্থ। ডঙ্কা বাজিয়ে নবাবের পার্শ্বে গিয়ে বস্‌বো,

আর উত্তরাধিকারীরা, ঘণ্টা বাজিয়ে জলের মশক ফিরি করবে। এ কথাগুলোও এক একবার মনে হচ্ছে!

মণি। এ কথা তুমি জানো, আর আমি জানি না? সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে। এ সকল কথা আগে কেন মনে কর নাই? গলায় জোল পর্‌বার আগে এ সকল কথা কেন বিবেচনা কর নাই? যা ফিরবে না, যা হবে না, তার চিন্তা এখন কেন? এখন ভাব—নবাব-পারিষদ হবো, ইংরাজকে সেলাম দিয়ে সকলের উপর আধিপত্য কর্‌বো। ইতর লোকে বলে,—'গৃহ দগ্ধ হইল দগ্ধ কাষ্ঠ যা পাওয়া যায়, তাই লাভ!' আমাদেরও সেই লাভ। এখন স্থির হও। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রেখেছি, সাহেবরা আসছে, অভ্যর্থনা ক'রে এখনি নিয়ে আসবে।

মীর। কি—কি?—তোমরা কি বলছ? কোথায় নবাবী! মিছে গোল-যোগ কেন কচ্ছ?

মণি। তোমার অত কথায় কাজ কি?—তুমি ঝিমুচ্ছ ঝিমোও!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি; ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস্, জন কার্ণাক, উইলিয়ম বিলাস, মেজর অ্যাডামস্ প্রভৃতি ইংরাজগণের প্রবেশ)

কার্ণাক। নবাব সুজা-উল্-মোলক্ জাফর আলীখাঁ বাহাদুর সেলাম, (মণি বেগমের প্রতি) বেগম সাব সেলাম! এখন তো নবাবী পাইলো। আমরা প্রাণ দিতে চল্‌লো, বড় শক্ত কাজ। কাসিম আলীর বহুত ফৌজ, আমাদের ফৌজ নাই, টাকা নাই, তবু ভি নবাব বাহাদুরের কাজে যাচ্ছে, আমাদের উপর আপনি বিবেচনা করবেন। ফৌজ কেমন করিয়া যোগাড় করিব ভাকিতেছি। নবাবটা লোকজন

দিয়ে তৈয়ারী আছে। আপনি হারিয়েছো? আমরা কথটা লোক প্রাণ দিতে যাইতেছি।

মণি। সাহেব, তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে ফৌজের অভাব? যেথায় আট টাকা বেতনে সেপাই, তাকে গুলি করতে প্রস্তুত, ভাইকে গুলি করতে প্রস্তুত, পিতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার যে গৃহে বাস কচ্ছে, সে গৃহ দগ্ধ কর্তে প্রস্তুত, সেখানে ফৌজের অভাব?

বলার্স। Very sensible woman, she talks like a printed book.

ভ্যান্সিটার্ট। হাঁ—হাঁ বেগম সাব,—টাকা চাই—টাকা চাই।

মণি। সাহেব, সে চিন্তারও প্রয়োজন নাই।—একবার তোমাদের সৈন্য অগ্রসর হ'লে, যে সকল রাজা, জমীদার, আমীর, ওমরাও—কাসিম আলীকে এক কপর্দ্দকও দিতে অনিচ্ছুক, তারা সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে তোমাদের সাহায্য করবে। আমার যা আছে, সে তো তোমাদের প্রস্তুত, এখন কেন সে অর্থ ব্যয় করবে?

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ—বেগম সাব, এখন সেই সন্ধিপত্রটা আনিয়াছি সই হোক। কের সন্ধিপত্রের সর্ত্তটা বুঝিয়া লউন।

মণি। আর কি বুঝবে?

ভ্যান্সি। সই এর সময় আর একবার বুঝিয়া লউন। মীর কাসিম আমাদের দলকে যে সকল হুকুম দিয়াছে, তাহা ঠিক থাকিবে, আর বিরুদ্ধে যে সকল হুকুম দিয়াছে, তাহা ঠিক থাকিবে না। আমরা বাণিজ্যে শুল্ক দিব না, আর সকলকে দিতে হইবে। ইউরোপের আর কেহ কেল্লা বানাইতে পারিবে না। এখন ত্রিশ লাখ টাকা লড়াই খরচ দিতে হইবে, এর পিছে আমাদের ফৌজ রাখিব, তাহার

খরচ দিতে হইবে। আউর, লড়াই করতে হইলে, যে গোরা লোক ডাঙ্গায় লড়িবে, পচিশ লাখ পাইবে, আর জাহাজী গোরা সাড়ে বারো লাখ পাইবে। আউর—

মণি। দাও, দাও সাহেব—কাগজ দাও। (কাগজ লইয়া মীরজাফরের প্রতি) নাও, সই করো।

ভ্যান্সি। দেখেন, আমরা ভি সব সাহেব লোক সই করিয়া রাখিয়াছি।

মীর। সই হোক—সই হোক—কিন্তু কথা আছে, বিলেত থেকে আমায় নবাবী ঠিক করতে হবে—আর যেন কোন সাহেব এসে আমায় পদচ্যুত না করেন।

অ্যাডা। সে চিন্তা নাই, সে চিন্তা নাই, সই করুন।

[মীরজাফরের সহি করণ।

অ্যাডামস্। হামরা চলুলো,—লড়াইএর জন্য তৈয়ারী হবো। আপনারে ভি হামাদের পাছু পাছু যাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদের গদীতে শীঘ্র ভি বসিবেন। সেলাম, (মণিবেগমের প্রতি) বেগম সাব সেলাম। চলিলাম।

মণি। সাহেব একটা কথা শোনো।

ভ্যান্সি। কি বলেন?

মণি। খোজা পিত্রুকে কেন কয়েদ ক'রে রেখেছেন?

কার্ণাক। সেটা হামাদের দুশমন জানেন না? সে কাসিম আলীর তরফের আদমি। তার ভাইটা—গুরগিন খাঁ নবাবের General

মণি। সাহেব কি কথা বলছ? এ বাঙ্গালায় কে কার পক্ষ? যখন কাসিম আলীকে তোমরা নবাব করেছিলে, খোজা পিত্রু তখন তার পক্ষ ছিলো; এখন মীরজাফর খাঁকে নবাব করেছ, এখন আর কে তার পক্ষ থাকবে? তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাবে,—তার মন্ত্রণা

গুরগিন খাঁ নবাবের শত্রু হবে। [illegible] শেখজী না?—জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ—সবাকেই তো কাসিম আলীর শত্রু হ'য়ে বসবার ক'রেছিলো, এখন সেই সবাকেই তাড়া দিয়েছে। [illegible] আর লোক পক্ষাপক্ষ নাই। একটা গোলযোগ চাই, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা চাই, বাঙ্গলার কেউ কারো মুখ চায় না। যোগ্য [illegible] তো আপনারাই, এর আর পক্ষাপক্ষ কি? যার জয়—এই তারই পক্ষ। আমার কাছে তারে পাঠিয়ে দিবো, তারই দ্বারা গুর্‌গিনকে নবাবের বিপক্ষ করবে।

কার্ণাক্‌। An inspired lady!

ভ্যান্সি। আচ্ছা বেগম সাব, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই হইবে। আমরাও তাহার মনটা বুঝিয়া দেখিবো, ভাবিতেছিলাম।

মণি। বাঙ্গালায় যেখানে স্বার্থ, সেখানে আর মন বোঝাবুঝি কি?

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ! সেলাম বেগম সাব!

[ইংরাজগণের প্রস্থান

মণি। দাও কাগজখানা আমায় দাও। কিন্তু বলে রাখছি, গদীতে ব'সেই, আমার নজ্মদ্দৌলাকে যুবরাজ করতে হবে, না হ'লে আমি এক কপর্দ্দকও বা'র করবো না,—আমি দরিয়ায় ফেলে দেবো—সেও স্বীকার।

মীর। আরে যাও—যাও, আমি তো বলেছি—আমি তো বলেছি।

মণি। আমি এখন চল্লেম, আমার অনেক কাজ, গুর্‌গিন খাঁর সর্ব্বনাশ আমাকেই করতে হবে।

[মণি বেগমের প্রস্থান

সাম। (স্বগত) বাঙ্গলায় যে থাক্‌বে আপনার সর্ব্বনাশ করবে, তার জন্য চিন্তা নাই।

মীর। হাঁ হে, তুমি বাধা দিলে? আমি কথাটা পাকা কচ্ছিলেম। বিলেত থেকে মঞ্জুরিটা ঠিক হ'য়ে এলে, নবাবীটা পাকা হতো। তুমি বল্লে, "ঠিক নাই";—আমি তখন আর বেশী জেদ কর্‌তে পারলেম না।

সাম। সাহেবদের কাছে পাকা নাই, পুত্রের ত্রুটি হ'লেই কৌঁসি করবে; বিলেতেই সই হোক আর যেখানেই সই হোক্। আর এ সন্ধির পরে নবাবী নিতেও কেউ চাইবে না।

মীর। কেন—কেন?

সাম। ভেবেছেন কি, এ সন্ধির পর বাঙ্গালায় আর প্রজা থাক্‌বে? কেউ অন্ন পাবে না, দুর্ভিক্ষে সব মারা যাবে;—বাঙ্গলা মরুভূমি হবে। প্রজার সর্ত্ত থাক্‌লে তো নবাবী করবে? এই যুদ্ধে আর ইংরাজের বিনা শুল্ক বাণিজ্যে, কেউ দু'বেলা অন্ন পাবে না, ঠিক জানবেন। বাঙ্গলা মরুভূমি হবে নিশ্চয়।

মীর। তোমার ঐ কথা।

সাম। আমার কথা, আপনার কাজ,—দেখবেন দুই ঠিক মিল্‌বে। বাঙ্গলায় কৃষী থাক্‌বে না, শিল্পী থাক্‌বে না, তন্তুবায় নাম উঠে যাবে, বাণিজ্য লোক ভুলে যাবে; জনকতক লোকের দাসত্ব ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে, আর কোটী কোটী লোক, বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেবে। চলুন, একশো বৎসরের কাজ আজ একদিনে ক'রেছেন।

মীর। না—না—না—না—

সাম। হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাঁ—চলুন এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—জগৎশেঠের কক্ষ।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, রাজবল্লভ, রাম[illegible] ও কৃষ্ণচন্দ্র।

জগৎ। আমিয়টকে সতর্ক কর্‌তে লোক পাঠিয়েছিলেম, কিন্তু ফল হ'লো না, শুন্‌ছি দলবল সমেত মারা পড়েছে।

রাজবল্লভ। আর দুঃখ ক'রে কি করবেন, যা অদৃষ্টে ছিল হয়েছে, আপনার কর্ত্তব্য তো করেছেন।

(স্বরূপচাঁদের প্রবেশ)

স্বরূপ। দাদা—দাদা, মীরজাফর আবার নবাব হয়েছেন, সাহেবেরা পাটনা নিয়েছে।

সকলে। সত্য নাকি—সত্য নাকি? তবে খবর ঠিক?

স্বরূপ। হাঁ—হাঁ—সব ঠিক! এখন সাহেবদের তো কিছু টাকা পাঠাতে হবে?

সকলে। পাঠাতে হবে বই কি?—পাঠাতে হবে বই কি?

জগৎ। সেই তো, কি ক'রে পাঠাই। কাসিম আলীর চর তো একেবারে চোখে চোখে রেখেছে।

রাজ। বিষম দুর্ভাবনার কথা!

কৃষ্ণ। দেখুন, দুর্গা আছেন, অনুকূল হ'বেনই। এ কাসিম আলীর দৌরাত্ম্য থেকে নিস্তার পেলে, একশ' আট বলী দিয়ে পূজো দিই।

রাজ। এক উপায় আছে, কাসিম আলীর বিদেশী সেনানায়ক অনেক আছে, তাদের অর্থ কর্‌লে কার্য্য হ'তে পারে। ইংরাজের চর তাদের কাছে আসা-যাওয়া কর্‌বেই।

রাম। গুরুগিরি বাকু ভাবটা কি ?

জগৎ। আমার বোধ হয় এখনো ছনোমনা হ'য়ে আছে।

রাজ। নবাব ওকে খুব বিশ্বাস করে।

জগৎ। কাসিম আলীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কিছু ব'লো না, ও সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি—মুটুম হাত ফাঁকাৎ।

স্বরূপ। যাক্—এখন টাকা পাঠাবার চেষ্টা করুন।

জগৎ। দেখা যাক্, নবাবের এত বিশ্বস্থ আমলা রয়েছে, তাদের দিয়ে কি কাজ পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণ। বিশ্বস্থ আমলাকে দিয়ে কাজ পাবেন কি শেঠজি *

জগৎ। আরে মহারাজ, মনে মনে সবই আমাদের মত,—কাসিম আলীর হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে ? অত বড় দুর্জ্জন কি আর জন্মেছে।

(একজন নবাব-চরের প্রবেশ)

কি ম'শায়—কি ম'শায়—কি মনে করে ?

। যুদ্ধ বেধেছে—শুনেছেন ?

ৎ। হাঁ শুন্‌ছি—শুন্‌ছি—

র। তাই বোধ হয়—আপনারা নবাবের হিতার্থে পরামর্শ কচ্চেন ?

ৎ। হাঁ—হাঁ—কর্ত্তব্য নয়।

চর। অনেক মুসলমান ওমরাওকেও এইরূপ পরামর্শ ক'র্‌তে দেখে এলেম। নবাবকে সংবাদ দিই গে, যে তাঁর রাজ্যে হিন্দু মুসলমান অনেকেই প্রভুভক্ত।

জগৎ। হাঁ—তা আপনার নজর তো কিছু দেওয়া হ'লো না ?

চর। তার জন্য কি—তার জন্য কি—

জগৎ। দেখুন, কাল প্রাতে বাড়ীতে ব'সে দশ হাজার টাকার হুণ্ডি পাবেন।

চর। বড় ব্যথিত হলেন—বড় ব্যথিত হলেন। সুস্থচিত্ত হ'য়ে পরামর্শ করুন,—আমি চল্লেম।

[গুপ্তচরের প্রস্থান।

রাজ। চলুন—চলুন—আর আমরা একত্র হবো না।

জগৎ। না, কর্ত্তব্য নয় বটে। যদি টাকা পাঠাবার কোন সুযোগ কর্‌তে পারেন, আমাদের গুপ্ত সাঙ্কেতিক পত্রের দ্বারা জানাবেন, আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রস্তুত। ইংরাজের এ সময় অনেক কাজে লাগ্‌বে।

কৃষ্ণ। এ চর বেটা তো কোন সংবাদ দেবে না?

রাজ। না, সে ভয় নাই, এসেই ইসারায় ঘুস্ চাইলে দেখ্‌লেন না? ঘুস্ কবুলানোতে সন্তুষ্ট হ'য়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

কাটোয়া—শিবির।

লালসিং, হায়বতুল্লা, আলম খাঁ ও জাফর খাঁ।

লালসিং। মহাশয়, ঐ রণবাদ্য শুনুন, ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে।

হায়ব। তা আর চিন্তা কি,—স্বয়ং তকী খাঁ বাহাদুর সম্মুখীন রয়েছেন! আমরা তো গ্রেন সাহেবের নিকট পরাভূত হ'য়ে এসেছি, আমরা আর কি কর্‌বো?

কাল। ...বি, যদি কিছু মনোমালিন্য থাকে, তাব সময়
এখ... মিলে ইংরাজকে পরাজিত করুন, পরস্পর
বি...নেক পাবেন, নবাব-কার্য্যে উপেক্ষা করবেন না।

আলম। ...হাদুর কোথায়?

লাল। ...সমাবেশে ব্যস্ত আছেন।

...বব। ...কি আমাদের নিকট সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন?

লাল। আজ্ঞে না, তিনি প্রেরণ করেন নাই,—ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে, আমি সংবাদ দিতে উপস্থিত হয়েছি। সকল সেনা-নায়কেরা একযোগে আক্রমণ করলে, ইংরাজ এখনি নষ্ট হবে সম্মুখে, পার্শ্বে আক্রমিত হ'লে, ক্ষুদ্র বিপক্ষ সৈন্য কদাচ নিস্তার পাবে না।

...রব। একা তকী খাঁ বাহাদুরের বিক্রমে যুদ্ধ জয় হবে।

...য়ব। আর আমাদের যুদ্ধ-বিক্রম তো নাই, আমরা কেক্‌টেনান্ট মেনের যুদ্ধে পরাভূত হ'য়ে এসেছি! আমাদের নিকট তো কামান ছিল না ...র স তকী খাঁর সেনারা অগ্রসর হ'লে, আর কাটেনার ...পরিস্থান অধিকার করতে পারতেন না। কর্ষিত ভূমি, আমাদের মুখে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্য রীতিমত সঞ্চালিত হলো না।

লাল। মহাশয়, এ যুদ্ধে তার প্রতিশোধ দেন। আর বিলম্ব করবেন না, সৈন্য সমাবেশ ক'তে আজ্ঞা দেন। অনতিবিলম্বেই বিপক্ষ সৈন্য তকী খাঁর সম্মুখীন হবে।

...কর। তিনি একলাই যুদ্ধ জয় করবেন, কেন চিন্তা কচ্ছেন?

...ল। মহাশয়, তকী খাঁ বাহাদুরকে কেন অপরাধী কচ্ছেন মেনের যুদ্ধে যদি তাঁর সেনানায়কেরা অগ্রসর না হ'য়ে থাকেন তবে তাঁর সেনানায়কের দোষ, সে সকল মার্জ্জনা করুন। যদি তকীখাঁকেও অপরাধী বিবেচনা করেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে সে অপ

স্বাধও মার্জ্জনা করুন। সাধারণ শত্রু ধ[illegible]শার শত্রুতার অনেক সময় পাবেন।

হায়ব। লালসিংজি, আমরা সব বুঝি,—সে যু[illegible]বাহাদুরের সম্মতি না ল'য়ে, আমরা অগ্রসর হয়েছিলেম; [illegible]নায়কেরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে, আমাদের পরাজয় দেখেছেন। [illegible]বা তাঁর সৈন্যের বাহুবলে শত্রুজয় দেখি!

লাল। মহাশয়, আপনারা জনে জনে বীরপুরুষ—দৃঢ়ব্রত সেনানায়ক, নবাবের বিশ্বাসপাত্র, নবাবের মুকুটরক্ষক, সিংহাসনরক্ষক। ইংরাজ-বিবাদ তকী খাঁর সহিত নয়, নবাবের সহিত। ইংরাজ নবাবের শত্রু, সে শত্রুদমনে কেন ঔদাস্য প্রকাশ কচ্ছেন? তকীখাঁর সেনারা আপনার স্বজাতি,—বিপক্ষ হস্তে তাদের ধ্বংস কিরূপে দেখবেন? নবাব-আজ্ঞায় যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে আপনারা বাধ্য, পরস্পর সাহায্য করতে আপনারা বাধ্য,—আসন্নসময়ে এ উদাসীনতা কেন?

আলম। আমরা নবাবের আজ্ঞায় বাধ্য। তকী খাঁর, যুদ্ধে অগ্রসর হ'বার পূর্ব্বে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি, যে কার্য্য আপন বুদ্ধিতে করবেন, সে কার্য্যে আমরা সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হই। তিনিও একজন সেনানায়ক, আমরাও জনে জনে সেনানায়ক। এস্থলে সৈন্যাধ্যক্ষ মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সইয়দ মহম্মদ খাঁ,—তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কার্য্য করতে পারি না।

লাল। মহাশয়, যদি এইদণ্ডে ইংরাজসৈন্য আপনাদের শিবির আক্রমণ করেন, মুর্শিদাবাদ হ'তে ফৌজদারের আজ্ঞার অপেক্ষায় কি নিরস্ত্র প্রাণত্যাগ করবেন?

হায়ব। সেরূপ অবস্থা তো উপস্থিত নয়।

নাগ। তবে আর কি নিবেদন করবো?—চল্লেম।—হায় হায় এই পরস্পর ঈর্ষাই ভারতের সর্ব্বনাশের কারণ!

[প্রস্থান

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মহাশয়, ফৌজদার সইয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুর আপনাদের নিকট এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

হায়ব। পত্র কাকে লিখেছেন?

দূত। আপনাদের তিন জনকেই পাঠ করাতে বলেছেন।

হায়ব। (পত্র পাঠ করিয়া) দেখুন—দেখুন—তকী খাঁর দম্ভে সকলেই তার বিরূপ! লিখ্ছেন— "ইংরাজ অগ্রসর হচ্ছে, অগ্রে তকী খাঁর পরাজয় হোক, তারপর ইংরাজকে আপনারা আক্রমণ করবেন। যদি সকলের সাহায্যে তকী খাঁ জয়লাভ করে, তাহ'লে দম্ভে আর সে পৃথিবীতে পদার্পণ করবে না।" আর কি—আমরা নিশ্চিন্ত!

অপর। চলুন—চলুন—দেখা যাক।—আমরা অকর্ম্মণ্য, যুদ্ধে অনাস্থিত হয়েছি,—তকী খাঁ বাহাদুর কিরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করেন, দেখা যাক।

[সকলের প্রস্থান

দশম গর্ভাঙ্ক।

কাটোয়া—রণস্থলের বহির্ভাগ।

তকীখাঁ ও লালসিং।

লাল। মহাশয়, সত্বর একজন নায়ককে প্রেরণ করুন,—নবাব-কার্য্যে সাহায্য প্রদান কর্‌তে অনুমতি করুন। এতে আপনার মর্য্যাদার ত্রুটি নাই, বীরত্বের ত্রুটি নাই। সেনানায়কেরা আপনার বীরত্বের ঈর্ষা করেন, আপনি স্বয়ং সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, সে ঈর্ষা দূর হবে,—সকলে মিলে রণজয় করুন।

তকী। লালসিং, তোমার প্রভুভক্তি অতি প্রশংসনীয়! তুমি প্রভুকার্য্যে মান-মর্য্যাদা সকলই পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত;—কিন্তু বীরবর, সে মনের বল আমার নাই। তুমি কি ভেবেছ, আমি সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁরা সাহায্যদান কর্‌বেন? কদাচ মনে স্থান দিও না। স্বয়ং ফৌজদার সইয়দ মহম্মদ খাঁ, যাঁর উপর সেনা চালনার ভার, তিনি আমার বিরোধী। আমার অপর অপরাধ নাই, নবাব বিশ্বাস করেন, এই আমার অপরাধ। আমি ফৌজদারের নিকট যে আদেশ প্রার্থনা করি, ফৌজদার তার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করেন;—আমার কার্য্যে পদে পদে বাধাপ্রদান করেন। লালসিং, আমি নিরুপায়! আমি সাহায্য প্রার্থনা কর্‌লে, তাঁরা সাহায্যদান করবেন না,—তাতে আমি মর্ম্মাহত হবো, আত্মযুদ্ধে অন্যমনা হবো। আমি নবাবকার্য্যে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রতিশ্রুত, প্রাণবিসর্জ্জন দেবো।

বা ল। হা অভাগিনী বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানের ললাটের কলঙ্ক-কালিমা শোণিত-স্রোতে ধৌত হবে না, জাহ্নবীর পূত সলিলে শৌত হবে না, প্রলয়-ধারায় ধৌত হবে না,—আচন্দ্র ভারতভূমি কালিমাময় হবে!

ৎকী। কিন্তু বীরবর, বীর-শোণিত—কুতজ্ঞ-শোণিত, সে কালিমার উপর উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার কর্‌বে!—চল, কার্য্য উপস্থিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তারার প্রবেশ) *

তারা। চলো, চলো— অবিরাম গতি চলো, যতক্ষণ না মৃত্তিকার দেহ মৃত্তিকায় মিলিত হয়, ততক্ষণ বিরাম নাই, যতক্ষণ না মেদিনীর অঙ্কে মহানিদ্রাগত হও, ততক্ষণ চলো!—চলো চলো, স্থির হ'তে পার্‌বে না! ঐ শোনো গৃধ্রের চঞ্চুধ্বনি, ঐ শোনো শকুনির পাখশাট, শৃগালের আনন্দরব। দেখ, দেখ—রুধিরাক্ত বঙ্গভূমি দেখ, বীরদেহ শক্রহস্তে ধূলিশায়ী দেখো,—দেখো, দেখো— রুধির-পিয়াসী বঙ্গভূমি সন্তানের রুধির পান কচ্ছে দেখো! এই যে, এই যে, আর শব্দ দূরে নয়—ঐ যে মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন, ঐ যে মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদ—সিংহনাদ, ঐ যে অশ্বপদধ্বনি! ঐ যে বীরকণ্ঠে নায়কের উচ্চনাদ। ঐ যে হাহাকার রবে দিক আচ্ছন্ন! চলো, চলো—অভাগিনী, তোমার আর বিলম্বের বিলম্ব নাই।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

কাটোয়া—রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

অ্যাডামস্ ও ইংরাজ-সৈন্যগণ।

অ্যাডামস্। Fix bayonet my hearts, resist Taki Khan's horse. They are charging our right wing. Throw them as bulldog the cur. Artillery, East. বাবালোক double—double, দুশমন আবি গিরেগা। 57th. Lancer forward.

(একজন হাবিলদারের প্রবেশ)

হাবিল। হুজুর, তকীখাঁকা রোহিলা ফৌজ গ্রেন সাহেবকা হটায় দিয়া,—কানাম ছিন্ লিয়া।

অ্যাডাম। 14th. Bengal infantry charge West.

(একজন ইংরাজ সেনানায়কের প্রবেশ)

সেনা। All's lost Major. Taki's Rohillas and Afghans are making tremendous havoc, Major Carnac wants succour.

অ্যাডাম। Tell him to die where he stands. Oh the cowards give way before Taki's horse.

(রায় দুর্লভের প্রবেশ)

দুর্লভ। সাহেব, সর্ব্বনাশ, আর যুদ্ধ থাকে না। একা তকী সহস্র হ'য়ে সর্ব্বত্র বিচরণ কচ্চে।

অ্যাডাম। Yes, the demon has hundred lives. গোলা লাগিয়া ঘোড়া মরিল, পায়ে গোলা লাগিল, পড়িয়া গেল,—আবার নওয়া ঘোড়া চড়িয়া লড়াই করিতেছে!

দুর্লভ। সাহেব, এখনি সর্ব্বনাশ হবে। সেপাইদের বলেই কামান রক্ষা হয়েছে, নচেৎ তকী খাঁ কামান কেড়ে নিয়েছিলো। ঐ স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের দক্ষিণ অঙ্গে প্রবল বেগে আপতিত হবে। ঐখানে একটা খানা আছে, লুকিয়ে কতকগুলো লোক বন্দুক হাতে ঐখানে রেখে দেন, তকী এলেই খানা হ'তে গুলি করবে; একা তকীকেই মারতে পারলে রণ জয় হবে। ঐদেশী সৈন্যেরা নায়ক মলেই ছত্রভঙ্গ হয়,—তোমাদের মত তৎক্ষণাৎ অন্য নায়ক খাড়া হয় না।

অ্যাডাম। Oh you Bengali, if you have only the courage to carry on the plans of your head, you can work wonders!

দুর্লভ। সাহেব, আর বিলম্ব করবেন না, হুকুম দেন।

অ্যাডাম। ঠিক বাত রাজা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

তকী খাঁ, লালসিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

তকী। (সৈন্যদিগের প্রতি) চলো, চলো—ঐ দেখ ইংরাজসৈন্য চতুর্দিকে পলায়ন কচ্চে। কেবল দক্ষিণভাগ অটল আছে, এখনি আমাদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হবে। আর বিলম্ব নাই, এখনি ইংরাজ আমাদের পদানত হবে।

লাল। বীরবর, শিবিরে প্রত্যাগমন করুন। স্কন্ধদেশ ভেদ ক'রে গুলি বাহির হ'য়েছে। শুনেছি, মহারাণা প্রতাপসিংহ, হলদীঘাটে সপ্তস্থানে আহত হ'য়ে, রণস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন, আপনি শিবিরে প্রত্যাগমন করুন, আমি সৈন্য চালনা কচ্চি। আপনার বহুমূল্য জীবন, উপেক্ষা করবেন না।

তকী। লালসিংহ, এ কথা তোমার যোগ্য নয়। ইংরাজযুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, এই কৃষ্ণশ্মশ্রু নবাবকে দেখাবো! বেগম মাতা, আদরে এই তরবারি আমায় প্রদান করেছেন, সেই তরবারি হস্তে, শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো? আমি শত্রুজয় বা দেহ বিসর্জ্জনে, আল্লার নাম নিয়ে বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত। এখনো শত্রুজয় হয় নাই, আমি ফিরবো কি করে? আমার ক্ষতস্থান বস্ত্রদ্বারা আবৃত্ত করো,—সৈন্যেরা রক্ত মোক্ষণ দেখে ভীত না হয়। চলো, চলো—অগ্রসর হও। দেখ, দেখ—সশস্ত্র নবাব-নায়কেরা সসৈন্যে পশ্চাতে দণ্ডায়মান। এখনি অগ্রসর হ'লে, শত্রু জয় হয়! ভাল দর্শকের ন্যায় দেখুক, এখনি রণজয় করবো।

(লুকাইত ইংরাজসৈন্য হইতে গুলি আসিয়া তকীকে আঘাত করণ)

তকী। (পতিত হইয়া) লালসিং, আমার প্রাণ অবসান। এই বেগম-দত্ত তরবারি তুমি গ্রহণ করো। যদি নবাবের দর্শন পাও, বোলো, যে তাঁর শত্রু জয় ক'রে, প্রাণত্যাগ করতে পারলেম না,—অনন্ত কাল এই যন্ত্রণা আমি ভোগ করবো। লালসিং, ঐ সৈন্যেরা আমার পতনে পলায়ন কর্‌চ্ছে,—কোনরূপে উৎসাহ দানে তাদের মুখ ফেরাও, এখনি যুদ্ধ জয় হবে। যাও—যাও—শীঘ্র যাও—নচেৎ তুমি আমার অভিশাপগ্রস্ত হবে।

লাল। সেলাম!—হয় সহস্র ইংরাজ-শোণিতে, নয় বক্ষের শোণিতে তরবারির পূজা হবে।

[প্রস্থান।

(ভৈরবীর প্রবেশ)

এই যে—এই যে আরক্ত আভা, এই যে অস্তাচলগামী সূর্য্যের আরক্ত আভা, এই যে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত, এই যে রণক্ষেত্র রক্তময়! রাক্ষসি, আর কত শোণিত পান করবি? সন্তানের শোণিত-পানে কি তোর তৃপ্তি নাই! জলস্রোতের ন্যায় শোণিত পান কচ্ছ, তাতে তৃপ্তি নাই! অস্থি-মজ্জা চর্ব্বণ কচ্ছ, তাতে তৃপ্তি নাই! এই যে স্বজাতিবৎসল, প্রভুভক্ত, বীরপুরুষের শোণিত—এতে তোমার তৃপ্তি নাই! সূর্য্যদেব যাও—যাও, তোমার গৌরব প্রত্যহ উজ্জ্বল হবে, মলিন হবে, কিন্তু এই বঙ্গ-সূর্য্য তকী খাঁর গৌরব অনন্তকালে মলিন হবে না! নিশাকালে তুমি প্রভাহীন;—কিন্তু যখন ঘোর পরাধীনতা রজনী বঙ্গভূমি আবরণ করবে, তখন এই বঙ্গ-সূর্য্য তকী খাঁর গৌরব আরো উজ্জ্বলতর হবে। তুমি বঙ্গমাতার ন্যায় নির্ম্মম,—শশধর-তারা নির্ম্মম, বঙ্গের আকাশ নির্ম্মম,

স্থল-জল-বায়ু নির্ম্মম, তোমরা সকলে নির্ম্মম,—নচেৎ এত যন্ত্রণা কিরূপে দেখ! কিরূপে আবার প্রভাত-গগণে উদয় হও। আমিও নির্ম্মম, দেখ—দেখ—মমতাহীন হ'য়ে এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি!—চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই, একটী দীর্ঘশ্বাস নাই!—প্রস্তরের গঠন, কষ্ট হবে না, প্রস্তর বক্ষে বেদনা লাগে না!—নইলে তকীখাঁ ভূতলে, আমি এখনো জীবিত!

তকী। ম, এসেছ' দেখ মা তোমার আদেশমত রণক্ষেত্রে বক্ষের শোণিত দান করেছি, তোমার আদেশমত জন্মভূমির জন্য অস্ত্রবারি যুক্ত করেছি, তোমার আদেশমত বঙ্গবাসীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা পেয়েছি! মৃত্তিকার দেহ উচ্চ কার্য্যভার গ্রহণে অক্ষম। এক মিনতি, আমার এই শোণিতসিক্ত পাগড়ী, যদি পারেন, বেগম মাতাকে দেবেন। মা যেন তাঁর অভাগা সন্তানকে কথনো কথনো স্মরণ করেন। তুমিও মা, আমার অতৃপ্ত আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করো!

[মৃত্যু।

তারা। যাও—যাও, বীরলোকে গমন করো!—যাও—যাও মাতৃবৎসল, স্বদেশবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল যথায় বাস করে—তথায় গমন করো! যাও—যাও—কীর্ত্তিপুরে গমন করো, যথায় আত্মত্যাগী সপুত্র ভীম-সিংহ, গোরা, বাদল, হামির বাস করে, যথায় বীরকেশরি, রাণা-প্রতাপ, শিবজী, গুরুগোবিন্দ, উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত, তথায় গমন করো! যথায় হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ বিদলিত, যথা কর্ম্ম কর্ম্মে পুরস্কৃত, যথা গৌরব চিরাশ্রিত, সেই ঈশ্বর-কৃপালোকিত মহালোকে গমন করো। যাও বৎস। ঐ দেখ মীর মদন, মোহনলাল তোমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান!!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—গঙ্গাতীর।

খোজা পিক্র ও গুর্গিন।

পিক্র। মাপ করো ভাই, আমি তোমায় বিশ দফা বলেছে, যে কলকাতায় ঘুরিয়ে, ফিরিঙ্গির সাথ চলা-বলা করিয়ে দেশোয়ালী বুলিটা ভুলিয়ে গিয়েছে। তুমি লম্বা ইংরাজি ঝাড়ো. ফার্সি ঝাড়ো, আর্মানি ঝাড়ো,—এতে আমি তোমার বাৎ বুঝিতে পারিবো না, —আর তুমি গজ ম্যাপিয়া কাপড় বেচিতে, তা ভি চাকা খাইবে না। এতদূর আগু হইয়া তুমি দোনোমনো করিতেছ কেন ?

দেখো ভাই, নবাব এখন ভি বিস্ওয়াস করে।

বিস্ওয়াস্ ক'রে তো গাটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল ! এতদিন যে নবাবের ডাম হাত আছো, কেতো টাকা রোজগার করিয়াছ ? তলব আর তলব ! আর এখন দেখ'—মণিবেগম কেমন টাকা ঝাড়্ছে ? জমীদার, আমীর লোকের কাছে হাত পাত্তে হয় না, ঘরে ব'সিয়া হিন্দুর দেবতার মত—পূজো খাইতেছ। এখন আর দুনোমনার কাম নাই। এখন তোমার কামেই এতটা খারাপ হইয়াছে, নবাবী ফৌজের সর্দারেরা তোমার বাত্তে ভি আর ফিরবে না, এখন আর নবাবের তরফ হ'বে না। এ নবাবটা

তো গেল। অ র কেন ভাই, দু'জনে পোঁটলা বাঁধি হ লো। একা জগৎশেঠটা, তুমি পাঁচ লাখ মাঙ্গো, দশ লাখ মা ও দিয়ে দেবে।

গুর্। আমি এখন ভি মনে কর্‌লে নবাবটাকে খাড়া রাখ্‌তে পারে।

পিক্রু। আমি মেনে নিলো—তুমি পাবে; লেকেন ফয়দাটা কি ব'লো? দেখে, তুমি কাসিম আলীর মেজাজ থোড়া বুঝিয়াছ, ওর মনে সব্বার উপর ধোঁকা উঠিয়াছে। ও যদি একবার খাড়া হইতে পারে, ওর যার উপর ধোঁকা, তারই গর্দানা নেবে। লড়াই-গুলে হারিয়া হারিয়া, ওর মেজাজটা কেমন হইয়া গিয়াছে তা কি জানছো না? আমি ভাগ্‌ছে। তুমি এই কামটা করিও, যেমন নবাব আপনি না লড়াইয়ে আসে। আপনি লড়াইয়ে এলে খাড়া হ'য়ে যাবে; ওর এখনো ইংরাজের দশগুণ তৈয়ারী ফৌজ আছে। ও লড়াইয়ে দাঁড়াইলে ওর ফৌজের সর্দার লোক এক-কাট্টা হইয়া লড়্‌বে,—আপনা আপনি বেযারিষি করিবে না। তুমি এই কাম্‌টা করিও, ওবে লড়াইয়ে আসিতে দিয়ো না। কাসিম আলী বরবাদ গেলে, তুমি ভি আমীর—হামি ভি আমীর।

গুর্। আর পিছে ফিরিঙ্গি যদি বেইমানি করে? তোমায় তো কয়েদ রাখিয়াছিল?

পিক্রু। ওরা জিন—দানা—দত্যি। যার উপর খোস থাকে, আমীর করিয়ে দেয়। আমি কাসিম আলীর তরফ ছিলো, তাই কয়েদ করিয়াছিলো। হামি চল্‌লো। এই হীরাটা লও, এ মণিবেগমের, এর তিন লাখ দাম। আর কাম কত্তে হ'লে একটা মাণিক দেবে, সে সাত রাজার ধন।

গুর। তুমি খুব হুঁসিয়ারীতে যাও. কাসিম আলীর চরগুলা বড় ঘুরচে।

পিদ্রু। হামি হুঁসিয়ার আছি। তুমি মার পেটের ভাই, তুমি চিন্‌লে না, আর কাসিম আলীর চর আমায় চিনে নেবে!

[পিদ্রুর প্রস্থান।

গুর। (স্বগতঃ) "Feather your own nest."—ফিরিঙ্গিকা ঠিক বাত!

(জগৎ শেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামনারায়ণ প্রভৃতির প্রবেশ)

জ। হ্যাঁ ম'শায় একি সত্য,—উদয়নালা ইংরাজ দখল করেছে?

গু। হামি তো আপনাদের বরাবর ব'ল্‌ছে, কাসিম আলী আর একটা লড়াই পাবে না, ঐ যা পাট্‌নায় জিতে নিয়েছে।

রা। কেন হার্‌ছে বলুন দেখি? গিরিয়ায় তো খুব জোগাড় করেছিলো?

গুর। আরে ম'শায়, পল্‌টনের সর্দ্দার আমার সব হাতে। তারা নবাবের তরফ হ'য়ে লড়্‌বে তো আপনাদের টাকা হামি খাচ্ছি কেন? আর তাদের ভি মুঠা মুঠা টাকা দিচ্ছি কেন? দু'একটা বেকুব সর্দ্দার, নবাবী তরফ লড়ে জান দেয়,—আর আমার টিপ্‌নি খাইয়া, আর আর সর্দ্দার লড়ে না;—যেমন পলাশীর লড়াইয়ে ইয়ার-লতিফ, মীরজাফর লড়্‌লো না, তেমন এরা দাঁড়াইয়ে দাঁড়াইয়ে দেখে—লড়ে না। নেই তো কি ইংরাজ এতদিন লড়্‌তো? গিরিয়ার লড়াইয়ের পর জাহাজ ভাসাইত;—ইংরাজ নামটা বাঙ্গ্‌লায় থাকিতো না। হামি এখন চল্লো, নবাবের সাথ দেখা

করিতে হইবে। আপনারা বেপরোয়া থাকেন। শেঠজি আর রাজা-আমীর সব আছেন, হামার কাম্‌টা যেন মনে রাখিবেন।

জগৎ। মহাশয়, আপনা হ'তে আমাদের ধন-মান-প্রাণ সব রক্ষা হবে, আপনাকে ভুলবো ?—আমরা এমন বেইমান নই !

[গুরগিনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। এই দু' বেটা আর্ম্মানীই মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ করবে। আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়েছে, আমি চল্লেম।

[কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্থান।

রাজ। নবা'ব খুব ভরসা করেছিলো যে, তকী কাটোয়ার লড়াই ফতে করবে। তকীখাঁ বাহাদুর আপনি লড়াইয়ে ফতে হ'লেন।

রাম। গিরিয়ায় আমার বড ভয় ছিলো। শুনতে পাই, সের আলী, গাফিলি না করলেই ইংরেজ গিয়েছিলো।

স্বরূপ আজ্ঞা, অনেক ইংরাজ মারা গিয়েছে। অনেক গোরা পালাতে গিয়ে 'বাঁশলীর' জলে ডুবে মরেছে। গ্লেন্ আগেই মরে, ষ্টবার্টের আট জায়গায় সঙ্গিন আঘাত লেগেছে।

রাজ। মীর বদরুদ্দিন খাঁ, বাহাদুরী করতে গিয়ে খুব চোট খেয়েছেন, তাঁকে আর ঘোড়সওয়ার হ'য়ে লড়াইয়ে যেতে হবে না।

জগৎ। মীর নসির খাঁ বেটা মলো না! আমার লোক, বেটাকে লাখ টাকা ঘুস দিতে গিয়েছিলো, নেয় নাই, বেটা নবাবের সম্পূর্ণ পক্ষ।

রাজ। আর পক্ষাপক্ষ দু'দিন। পনের হাজার লোক উদয়নালা

মারা গিয়েছে। সমরু, মার্কার—ল্যাজ তুলে দৌড়! এবার মুঙ্গের নিলেই কর্সা!

রা ম। পাটনার কেল্লাও খুব মজবুত হবেছে শুন্‌তে পাই।

জ। আর দিনকতক চেপে থাকুন—নবাবকে সেলাম দেন,—তার পর নবাবী সব বেরিয়ে যাবে। "অরুণ নয়—বরুণ নয়—রামের সঙ্গে বাদ!"

গৎ। চুপ করুন্‌ - চুপ করুন্‌—নবাব আস্‌ছে।

(কয়েকজন সৈন্য সহ মীরকাসিমের প্রবেশ

সিম। কি মহাশয়, আপনাদের এখানে কি হ'চ্ছে?

ৎ। আজ্ঞে, আমরা হিন্দু, গঙ্গাতীরে একটু এসেছি।

সিম। বটে—বটে, বড় আক্ষেপ, সহরের বাহিরে যেতে পারেন নাই!

ৎ। সে কি জনাব, পরম সমাদরে জনাবের আশ্রয়ে বাস ক'চ্ছি।

সিম। হ্যাঁ, আপনারা নবাবের শুভানুধ্যায়ী! সকল সংবাদ জানেন কি? প্রথম কাটোয়া, তারপর গিরিয়া, তারপর উদয়নালাও ইংরাজ অধিকার ক'রেছে।

। আজ্ঞে, কিরূপে করলে, আমরা তাই বলাবলি কচ্ছিলেম। জনাব তো যৎপরোনাস্তি সৈন্য-সমাবেশ ক'রে ইংরাজ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। উপর্য্যুপরি এরূপ পরাজয় কেন হলো?

। শেঠজি, এ কথা জানেন্‌ না? সেই রাজ্যলোলুপ মীরজাফর,—সেই ইংরাজ সহায়,—সেই জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, সেই মহারাজ রাজবল্লভ। এই ষড়যন্ত্রে সিরাজদ্দৌলার পতন হয়েছে। সে সময়ে ইংরাজ দুর্ব্বল ছিলো,—আমি তো সামান্য ব্যক্তি,—এ সময়ে ইংরাজ বলবান, পরাজয়ের কারণ তো দূরে

অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই? যাক্ —শুনেছি, আপনাদের গঙ্গার মাহাত্ম্যে মহাপাপ বিনাশ হয়; কি কি মহাপাপ বিনাশ হয় বল্‌তে পারেন? জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, আপনি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, শাস্ত্রাদি বিশেষ জানেন, সকল মহাপাপ ধ্বংস হয় কি?

জগৎ। আজ্ঞে, শাস্ত্রের এইরূপ বচন—শাস্ত্রের এইরূপ বচন।

কাসিম। শাস্ত্রের বচন। উপস্থিত বাঙ্গলায় যে সকল মহাপাতক হ'চ্ছে, সে সকল মহাপাতকের কল্পনা কি শাস্ত্রকারেরা করেছেন? অবশ্য রাজদ্রোহিতা কল্পনা ক'রে থাক্‌বেন। বল্‌তে পারেন—মুসলমান রাজা তাতে হিন্দুর রাজদ্রোহিতা কি? কিন্তু স্বদেশদ্রোহিতা, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিজাতির পক্ষ হ'য়ে বিশ্বাসঘাতকতা, দীন প্রজা ধ্বংস, আত্মীয়হত্যা—এ সব মহাপাপ কি গঙ্গার মাহাত্ম্যে মোচন হয়? এ সকল মহাপাপ কি হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা কল্পনা করেছেন? যদি কল্পনা ক'রে থাকেন, তাঁরা দূরদর্শী বটে! নীরব কেন?

জগৎ। আজ্ঞে, জনাবের ভাব কিছু গোলামের উপলব্ধি হ'চ্ছে না, যেন আমাদের প্রতি দোষারোপ কচ্ছেন?

কাসিম। দোষ আরোপ?—গঙ্গাতীরে মিথ্যা কথা বল্‌ছেন? তবে কি মুসলমান-সংসর্গে আপনারা গঙ্গামাহাত্ম্য স্বীকার করেন না? নচেৎ গঙ্গাতীরে মিথ্যা বল্‌ছেন কিরূপে?

জগৎ। জনাব, মিথ্যা নয়, আমরা জনাবের ক্রীতদাস।

কাসিম। শুনুন, আমি আপনাদের রাজা। প্রজার ধর্ম্মরক্ষা করা আপনাদের শাস্ত্রে আছে—রাজার কর্ত্তব্য। আজীবন মহাপাপ অনুষ্ঠান ক'রে আস্‌ছেন, সেই মহাপাপে আমি বাধা প্রদান করবো। রাজা রাজবল্লভ শুন্‌ছেন কি? আপনার পুত্র কৃষ্ণদাস দ্বারাই

কালসর্প গৃহে পুষ্ট হয়েছে। রাজা রামনারায়ণ, আপনি সির জ-দ্দৌলার পক্ষ ছিলেন, সেই কার্য্য স্মরণ ক'রে এতদিন মার্জ্জনা করেছি, অধিক মার্জ্জনায় আপনাদের মহাপাপের অংশী হবো। গঙ্গাজলে আপনাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্! (সৈন্যগণের প্রতি) এদের বন্ধন করো; বালুকপূর্ণ গণি এদের গলদেশে বন্ধন ক'রে, এদের সকলকে দুর্গ প্রাচীর হ'তে গঙ্গায় নিক্ষেপ করো।

(সৈন্যগণের সকলকে বন্ধন করণ)

কলে। জনাব--জনাব! বিনা অপরাধে গোলামদের প্রাণবধ কর্‌বেন না!

[কা]সিম। চুপ! অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও, আমি তোমাদের প্রতি কৃপা-বান, এই নিমিত্ত তোমাদের পরকাল নষ্ট কচ্ছি নে। শুনেছি—তোমাদের গঙ্গামৃত্যু প্রার্থনীয়, সেই প্রার্থনীয় মৃত্যুতে তোমা-দের মহ পাপের শান্তি হোক্। মৃত্যুতে তোমাদের ভয়? তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ করো, অচিরে আমার মৃত্যু হোক্! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, আর স্বদেশ-উৎপীড়ন সহ্য হয় না, আর প্রজার হাহাকার সহ্য হয় না! (সৈন্যগণের প্রতি) যাও, আজ্ঞা পালন করো।

[মীরকাসিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আশা, তুমি অতি বলবান!
বিফল মন্ত্রণা,
অনাহারে অনিদ্রায় বিফল উদ্যম!
পুনঃপুনঃ পরাজয় বিপক্ষ-বিগ্রহে।
পুনঃপুনঃ হৃদি ভঙ্গ বিপক্ষের বলে,
তথাপি হৃদয়ে আশা করে জয় গান;

তবু আশা কয়, হবে রণ জয় ;
তবু মনে হয়, নাশিয়ে প্রচণ্ড রিপু—
সাধিতে সক্ষম হব বঙ্গের কল্যাণ ;—
দীন প্রজাগণে বিপক্ষের করাল পীড়নে,
পাবে ত্রাণ প্রভাবে আমার।
কেন—কেন, এত চিন্তা কিসের কারণ ?
কেবা আমি—বঙ্গবাসী মাত্র একজন।
শতলক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান,
সর্ব্বনাশ করিতে সাধন,
বিদেশীর উন্নতি কারণ,
নিয়োজিত কায়মনোবাক্যে সবে।
আমি কেন একমাত্র বাধা ?
কেন অনাহারে অনিদ্রায়—
চিন্তা করি প্রজার কল্যাণ ?
কিসের প্রয়াসে—কিবা সুখআশে ?
আত্মহত্যা-পাপ কি কারণ ?
আশা হৃদে প্রবল অনল,
দিবারাত্র ঘৃত করি দান।
যত জ্বলে, তত হৃদিস্থলে—
আশা হয় উদ্দীপিত !
পরাজয় নিশ্চয় সমরে—
সুমেরুসদৃশ বাধা প্রদানি শত্রুরে
নারিলাম নিবারিতে ;
তবু প্রাণ চায় রোধিবারে—

মৃত্তিকা প্রাচীর সম্মুখে নির্ম্মাণ কার্য্য।
যে হয়—সে হয়—
রণে ভঙ্গ কদাচ না দিব,
সহিতে জনম—
সহিব সকলি—যত দিন দেহে রবে প্রাণ!

(তারার প্রবেশ।)

তারা। বাবা, তুমি হেথায় কি ক'চ্ছ? কি চিন্তা কচ্ছ? আর চিন্তার সময় কই? ঘোর কার্য্য উপস্থিত! কার উপর যুদ্ধভার অর্পণ ক'রে, তুমি নির্জ্জনে অবস্থান কচ্ছ? তোমার শত্রু আগত প্রায়, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। ভাব্‌ছো, তোমার সৈন্য সুশিক্ষিত, তারা রণজয় কর্‌বে;—তোমার সেনানায়কেরা সব রণদক্ষ, তারা সমর জয় কর্‌বে, তাদের কি সাধ্য যে রণজয় করে? তারা শিক্ষিত ব'লে কে তোমায় প্রতারিত করেছে? তারা বর্ব্বর, তারা ঈর্ষ্যাপূর্ণ, তারা দাম্ভিক, তারা আত্মগৌরব, আত্ম-যশপ্রার্থী,—তারা স্বদেশগৌরব, স্বজাতিগৌরব প্রার্থী নয়, তারা শত্রু-গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার নিমিত্ত ব্যগ্র নয়; তারা সহকারী সামন্তের গৌরব খর্ব্বের নিমিত্ত ব্যগ্র;—যাতে স্বজাতির উন্নত-শির শত্রুপদে অবনত হয়, তার নিমিত্ত ব্যগ্র। প্রধান শিক্ষা—একতা! তারা একতাবর্জ্জিত, তাদের উপর নির্ভর ক'রো না, সে অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর সেনা-নায়কগণের উপর নির্ভর করো না। যদি সমস্ত সেনানায়ক একতায় চালিত হতো, যদি কাটোয়ার যুদ্ধে জাফর খাঁ, আলম খাঁ, সেখ হাযবতুল্লা, তকীখাঁর বীরত্বে ঈর্ষা-পরবশ না হ'য়ে, তকীর সাহায্যে অগ্রসর হতো, যদি সৈন্যাধ্যক্ষ

ভীরু ফৌজদার সইদ মহম্মদ, পুনঃপুনঃ আদেশ দ্বারা ঐ সকল সেনানায়কদের ঈর্ষ্যা বর্দ্ধন না কর্‌তো, তা হলে কাটোয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্র ইংরাজের সমাধি-ভূমি হতো। যদি গিরিয়ায় স্বদেশভক্ত মীর বদরুদ্দিন, সের আলীখাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হতো, তা হ'লে গিরিয়া হ'তে ইংরাজ স্বদেশে পলায়ন করতো। যদি উদয়-নালার সমস্ত সৈন্য একতায় চালিত হতো, যদি পরস্পর পর-স্পর'কে উপেক্ষা ক'রে, অসতর্কভাবে অবস্থান না করতো, তা হ'লে একজন নবাবপক্ষীয় ইংরাজসৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায়, উদয়নালা শত্রুর হস্তগত হতো না।—পঞ্চদশ সহস্র নবাবসৈন্য বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কর্‌তো না। তোমার কার্য্য, তুমি সাধন করো, অন্যের উপর নির্ভর করলে পুনঃপুনঃ বিপদ্‌গ্রস্ত হবে

কাসিম। তুমি কি সেই ফকিরণী? তুমি আমার উপর মহাকার্য্য কেন অর্পণ করেছিলে? এ গুরুভার গ্রহণ কর্‌তে আমায় কেন উপ-দেশ দিয়েছিলে? শত্রুপীড়ন হ'তে স্বদেশ রক্ষা করবার আমার শক্তি কই? নিরাশ্রয় প্রজার শান্তিস্থাপনে আমি অক্ষম! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লেম, আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত হ'য়ে দিবা-রাত্র উদ্যম কর্‌লেম, নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হ'য়ে অর্থসঞ্চয় কর্‌লেম, অকাতরে সেই অর্থ ব্যয় ক'রে, সৈন্য সঞ্চয় কর্‌লেম, সুশিক্ষিত সেনানায়ক দ্বারা শিক্ষাদান কর্‌লেম, রণবিশারদ সেনা-নায়ক নিযুক্ত করলেম, আমার যথাসাধ্য কর্‌লেম,—কি ফল হলো? পুনঃপুনঃ পরাজয়! মুষ্টিমেয় সৈন্য, যেন কুহকবলে, শতগুণ সৈন্য বিমুখ কর্‌লে। তবে আর কি উপায় আছে—কি উপায় হবে? আর কেন আমায় উত্তেজিত করতে এসেছ?

তারা। মীরকাসিম, তুমি স্বদেশবৎসল! বঙ্গমাতা অতি কঠিনা জননী! তাঁর শোণিত-পিপাসা প্রবল, সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই! স্বদেশভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বদেশপ্রিয়, স্বার্থশূন্য-হৃদয়ের শোণিত-পানে পিপাসা!—সে পিপাসা তৃপ্ত না হ'লে, বঙ্গভূমি প্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্রসর হও বক্ষের শোণিত দান ক'রে,—তোমার ন্যায় স্বদেশবৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান করো। কঠিন ব্রত—বক্ষের শোণিত দান ব্রত—নচেৎ এ মহাব্রত উদ্‌যাপন হবে না! যাই—যাই, চতুর্দ্দিকে হাহাকার—আমি আর স্থির থাক্‌তে পারছি নে।

[তারার প্রস্থান।

মীর। সত্য—এই একমাত্র উপায়:—রণসমুদ্রে ঝম্প প্রদান কর্‌বো! কেন দিবানিশি কণ্টকের উপর পদচালনা করি, কেন চিন্তানলে দিবানিশি দগ্ধ হই? দেহদানে শান্তি লাভ করি।

(গুরগিন ও আবার আলীখাঁর প্রবেশ)

গুরগিন, চলো—যুদ্ধে যাই। আর আমার রণস্থল হ'তে দূরে অবস্থান করা উচিত নয়, আর সেনানায়কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়, আর উদাসীনভাবে সৈন্য-ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নয়,—আমি স্বয়ং যুদ্ধে গমন কর্‌বো। আমার পতনে হয় মোগল-গৌরব অন্তর্হিত হোক্, নয় ইংরাজ বাঙ্গলা হ'তে দূর হোক। ইংরাজ মুঙ্গের অভিমুখে আগত, চলো—পথে বাধা প্রদান করি।

গু। জনাব বলিতেছেন, তাহার উপর কথা কওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আপনি যুদ্ধে যাইবেন বলিতেছেন। লড়াইয়ের কথা

কেহই বলিতে পারে না, একটা মাঝে 'থানা' থাকিলে হার হইয়া যায়। নবাবের কিস্মতিয়ো জীবন, একটা গুলির উপর ধরিয়া দেওয়া উচিত নয়। তিনবার লড়াই হার হইয়াছে, তবু জনাব খাড়া আছেন, আমরা খাড়া আছি, লোকজন জোগাড় হইতেছে, ঠিকঠাক সব চলিতেছে। দৈবে হার হইয়াছে, তা কি হইবে? এমন অনেক লড়াই হার হয়। জনাব আগু হইলে, পাছে যারা অবিশ্বাসী দুশ্মন আছে, তারা পিছে খাড়া হইয়া যাইবে, সাম্নে ইংরাজ দুশমন খাড়া হইবে,— ইহাতে সব বরবাদ যাইবে। আমার বিবেচনায়, জনাবের পাটনায় যাওয়া কর্ত্তব্য।

আরাব। জনাব, গোলামের আবেদন, অনেক সেনাপতির উপর নির্ভর করেছেন, গোলামকে একবার মুঙ্গের রক্ষার ভার প্রদান করুন্। গোলাম জনাবের নিকট প্রতিশ্রুত হচ্চে, ইংরাজ সেনাপতি অ্যাডাম্সের মস্তক জনাবের পদতলে অর্পণ করবে। জনাব, নিশ্চিন্ত হ'য়ে পাটনা গমন করুন্। মুঙ্গেরে জনাব অবস্থান করলে, দুর্গরক্ষা ও নবাব রক্ষার নিমিত্ত সেনারা ব্যাকুল হবে। জনাব, গোলামকে একবার ভার প্রদান করুন্।

কাসিম। বারবার পলায়নপর হবো—এই কি যুক্তি? আমি স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত না হ'য়ে পাটনায় গিয়ে লুকাইত হবো—এই কি যুক্তি? না—কদাচ নয়। আমি স্বয়ং মুঙ্গেরে অবস্থান করবো। আরাব আলী, তুমি আমার সহকারী হও। গুর্‌গিন, তুমি পাটনায় গমন করো, মুঙ্গেরের সাহায্যার্থে, তথা হ'তে সৈন্য প্রেরণ করো আমি ইংরাজ প্রতীক্ষায় মুঙ্গেরে অবস্থান করি।

গুর্। আচ্ছা,—জনাব বলিতেছেন. সেইরূপ হইবে।

কা সম। তবে সত্বর প্রস্তুত হও।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

রাব। খাঁ বাহাদুর, এ কিরূপ ব্যবস্থা করলেন? নবাব মুঙ্গেরে থাক্‌লে আমি কিরূপে ইংরাজকে মুঙ্গের দুর্গ অর্পণ করবো?

র্। কেন ভাবিতেছ,—ওইটে তো আমি চাই। নবাব কেতক্ষণ মুঙ্গের রাখ্‌বে? ইংরাজ সামনে খাড়া হবে, আমি যত সব বেগোড় জমীদার-উমীদার লিয়ে, মুঙ্গেরেব উপব পড়্‌বো। নবাব পাকড়া যাবে, ইংরাজ ভুনা এনাম দিবে।

(মীরকাসিমের পুন প্রবেশ)

াসম। গুর্‌গিন. আমি পাটনা যাত্রা করবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আবাব আলী, তুমি আমার বিশ্বাসী, দেখো বিশ্বাসঘাতকতা কবে৷ না। যদি আমাব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবো. তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বদেশ, স্বজাতিকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ কবো না,— ইংরাজ জয় করো। যদি তোমার উচ্চ বাসনা থাকে, আমি মাতৃ-ভূমির নামে শপথ কচ্ছি, সে উচ্চ বাসনা তোমার পূর্ণ করবো। তুমি যদি নবাবীর প্রার্থী হও, তোমাব সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে। যে ইংরাজ জয় করবে,আমি রাজমুকুট, তার শিরে স্বহস্তে পরিয়ে দেবো, আমি স্বয়ং জানু পেতে নবাব ব'লে তারে সেলাম করবো। আমি নবাবীর প্রার্থী হ'যে নবাবী গ্রহণ করি নাই। আমি স্বদেশ উদ্ধারের প্রার্থী, স্বদেশপীড়ক দমনের প্রার্থী, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপন প্রার্থী। যে এ মহাকার্য্য সাধন করবে, তারে আমি

নবাবী প্রদান ক'রে, ফকির হ'য়ে, মক্কায় গমন কর্‌বো। একদিন—একমুহূর্ত্ত যদি বাঙ্গালা ইংরাজবর্জ্জিত দেখে আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী। বাঙ্গলা বাঙ্গালীর হোক, এই আমার প্রার্থনা। যে বঙ্গভূমি রক্ষা কর্‌বে—সেই নবাব,—আমি তার দাসানুদাস। আরাবআলী, তোমার উপর আমি এই উচ্চ কার্য্য প্রদান কর্‌লেম, দেখো কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়ো না। যদি সমস্ত বঙ্গবাসী না বোঝে, তুমি বোঝ, যে স্বাধীনতা পরম রত্ন—স্বর্গীয় রত্ন;—স্বর্গের সুখ স্বাধীনতা—অপর সুখ স্বর্গে নাই। স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করো।

আরাব। জনাব, গোলাম মুখে কি বাচালতা করবে, গোলামের পরিচয় পাটনায় ব'সে পাবেন। বঙ্গেশ্বর, চিরদিনের জন্য বঙ্গেশ্বর! আরাব আলীখাঁ তাঁর ভৃত্য। আরাব আলী খাঁর অপর উচ্চ কামনা নাই।

কাসিম। আরাব আলী—আরাব আলী—আমায় আলিঙ্গন প্রদান করে, আমার উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করো। আমি পাটনায় চল্লেম, দেখো যেন নিরাশ না হই।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

গুর। আর কি—সব কাজটা তো হইয়া গেল—ইংরাজ আসিলেই দোর খুলিয়া দিবে।

আরাব। চলুন—চলুন, আর আমরা একত্রে থাকুবো না। আমার পুরস্কার তো নিশ্চয় পাবো?

গুর্। না পাইলে—অ্যাডামস্‌কে দোর খুলিয়া দিবেন কেন্?

[উভয়ের প্রস্থান।

(মীরকাসিমের পুনঃ প্রবেশ)

কাসিম। আমি কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছি নে,—কে শত্রু, কে মিত্র, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আলী ইব্রাহিম আমার শত্রু কি গুর্‌গিন আমার শত্রু? আলী ইব্রাহিম আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু অনেক বাল্যবন্ধু তো আমায় পরিত্যাগ ক'রে, শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে, অনেকে আমায় জানু পেতে নবাব ব'লে অভিবাদন ক'রেছে,—তারাই তো এখন মীরজাফরকে নবাব ব'লে, উচ্চ-জয়ধ্বনি উত্থিত ক'চ্ছে? না, গুর্‌গিনখাঁর ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমায় যুদ্ধে যেতে কেন নিবারণ করে? সঙ্গত কথাই বলেছে, যুক্তিযুক্ত কথা;—আমার অবিশ্বাস করা উচিত নয় কিন্তু যখন পাটনায় যেতে আজ্ঞা দিলেম, তার মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখেছি।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। খাঁ-বাহাদুর, খোজা পিত্রু সাহেবের পত্র গ্রহণ করুন।

কাসিম। কে তুমি?

দূত। আপনার ভ্রাতা খোজা পিত্রু আমায় প্রেরণ ক'রেছেন।

কাসিম। তুমি গুর্‌গিনখাঁকে চেনো? আমায় চেনো?

দূত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—খাঁ সাহেব, অদ্য এই স্থানে, এই সময়ে থাক্‌বেন, খোজা পিত্রু সাহেব আমায় এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

কাসিম। তুমি মুসলমান?

দূত। আজ্ঞে হাঁ।

কাসিম। তুমি মুসলমানের উপযুক্ত কার্য্য করেছ। কে আছ—

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

এ ব্যক্তিকে গোপনে কারাগারে ল'য়ে রাখো। কেউ এর সঙ্গে না কথা কয়।

[দূতকে লইয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

(পত্র পাঠ করিয়া) এই যে গুর্‌গিন! পত্রে তোমার স্বরূপ চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। আলী ইব্রাহিম, আমি তোমায় সন্দেহ ক'রেছি, আমায় মার্জ্জনা করো। কিম্বা তোমার কি মনোভাব আমি অবগত নই.—আমি আপনার মনোভাব অবগত নই।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

(গুর্‌গিন খাঁর পুনঃ প্রবেশ)

গুর্। (নোটবুক বাহির করিয়া) এই তো, ঠিক এই সময়ে খোজা পিদ্রু আমায় চিঠি দেবার কথা। কই কাকে তো দেখি না। খোজা পিদ্রু কি ভুলিয়া গেল? মণিবেগমটা আমার আসনায়ে পড়িয়াছে। শুনিযাছি, তার এত উমের, কিন্তু আজও এমন সুন্দরী রহিয়াছে,—যেন একটা ছুক্‌ড়ি। সেই তো কি মীর-জাফর খাঁ, একটা নাচনাউলীকে নিকা ক'রে বেগম করে! আমি একটু আগু হইয়া দেখে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মীর জাফরের শিবির।

আ্যাডাম্‌স, খোজা পিক্ত ও মণিবেগম।

আ্যাডাম্‌স। কাসিম আলী কি পত্র লিখিয়াছে জানো? এখনো তার তেজ কমে নাই! বলে—'ফাঁকি দিয়ে দু'চারটা বরকন্দাজ মারিয়াছ, এখন লড়াই জিত হয় নাই।' আমায় শাসাইয়াছে—যে মিঃ ইলিস আর যে সব ইংরাজ কয়েদ আছে, তাদের মার্‌বে। আমি সেই ডরে আগু হইতে পারিতেছি না।

খো। আর নবাবী লোক তো কয়েদ আছে, আপনি শাসাইয়া দেন, তাদের খুন কর্‌বেন?

আডাম্‌স। We are men, not cowards. এ কাজটা হামরা পারিবে না। আর ইংরাজের রক্তের শোধ, কালা কাটিয়া যাইবে? তুমি যাও, ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকো বলো, নবাবকে পত্র লিখে, যে কয়েদী ইংরাজের সহিত বদিয়াতি করিলে, পৃথিবীর উল্টা পিঠে গিয়া পলাইলে বাচিবে না। ভ্যান্সিটার্টের কথাটা কাসিম আলী শুনে।

খো। আচ্ছা সাহেব, আমি যাচ্ছি।

[খোজা পিক্রর প্রস্থান।

মণি। ইলিস সাহেব তোমায় না কি পত্র লিখেছে?

আডাম্‌স। হ্যাঁ বেগম সাহেব। ইলিস সাহেব with true Roman courage পত্র লিখিয়াছেন যে, নবাব হামাদের মারে মারুক্‌,

মুঙ্গেরের উপর হামাদের চড়াও হইতে লিখিয়াছে। আমি বড় ভাবিতেছি।

মণি। সাহেব, কেন ভাবছো? ইলিস সাহেব ঠিক লিখেছেন। ইংরেজ ফৌজ—মুঙ্গের আক্রমণ করলেই, মুঙ্গের অধিকার হবে। গুর্‌গিন খাঁ সব ঠিক করেছে। আমি অর্থে তাদের সকলকে বশীভূত করেছি। বিনাযুদ্ধে মুঙ্গের হস্তগত হবে। ইলিস সাহেবদের উদ্ধার করতে পারবে,—কিছু চিন্তা ক'রো না।

আ্যাডাম্‌স। গুর্‌গিণ খাঁর মতলব আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। তার কথার উপর প্রত্যয় করিয়া, বন্দী ইংরাজদিগের জীবন নির্ভর করিতে পারি না।

মণি। সাহেব, তোমার এখনো অবিশ্বাস? গিরিয়ার যুদ্ধে যদি সের আলী অগ্রসর হতো, তা হ'লে কি তোমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিলো? সে কি নিমিত্ত যুদ্ধে অগ্রসর হয় নি? গুর্‌গিন খাঁর উপদেশে। সে উপদেশ মণিবেগমের অর্থে ক্রয় হ'য়েছিলো। যে দিন উদয়নালা তোমাদের হস্তগত হয়, সে দিন কেল্লার সমস্ত প্রহরী কি নিমিত্ত অসতর্ক ছিলো? আমার প্রেরিত নর্ত্তকীরা রজনীযোগে নৃত্য-গীত ক'রেছে, আমার অর্থ ব্যয়ে সরাব-স্রোত সকলের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ক'রেছিল গুর্‌গিন খাঁর সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য সাধন হ'তো না। কঠিন কাসিম খাঁর শাসনে দুর্গে নর্ত্তকী প্রবেশ করতে পারতো না। সম্মুখীন শত্রু— তথাচ আমোদ-উৎসব হ'তো না। গুর্‌গিন খাঁ অর্থ-লোভে সম্পূর্ণ প্রতারিত হ'য়েছে। তার মনে মনে ধারণা যে আমি তার বশীভূত তার নিকট, আমার একজন ক্রীতদাসীর তসবীর প্রেরণ ক'রেছিলেম সেই তসবীর দেখে সে মুগ্ধ হ'য়েছে। তার ধারণা

হেষ্টিংস্। I do not know, my instructions are peremptory.

(তারার প্রবেশ)

তারা। (হেষ্টিংসের প্রতি) সাহেব, তুমি না বাঙ্গলার দুর্গতি দেখে, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপন করবে, প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে? তুমি না প্রজার দুঃখ মোচন করবে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে? তুমি না বাঙ্গলায় ইংরাজের অন্যায় বাণিজ্য নিবারণ করবে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে? কই—তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? শান্তির পরিবর্ত্তে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেছ, রক্তস্রোত প্রবাহিত ক'রেছ, প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হ'য়েছ।

সাম্‌সের। আরে মাগি, তুই ফকীর, কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিস্? ফকীরি ক'র গে যা; রক্তস্রোত—সমরানল—ও সব তোর কেন? আমরা সকলে মিলে যে কাজ কচ্ছি, তুই একলা বাধা দিবি মনে ক'রেছিস্? এ তো ফকীরি নয়, এ রাজ্য বেচাকেনা—তুই মাগী কি বুঝ্‌বি? চলে যা।

তারা। মা, তুমি বঙ্গরমণী, তোমরা সকলে বঙ্গবাসী, কি সর্ব্বনাশ কচ্ছ? কার জন্যে কচ্ছ? তোমাদের কি আত্মীয়ের মমতা নাই? তোমাদের কি সন্তানের মমতা নাই? তোমাদের কি জাতীয় মমতা নাই? স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে কি সুখ লাভ করবে? সন্তানসন্ততিকে অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে কি ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে? ক'দিনের জন্য ভোগ করবে? ক্ষণস্থায়ী জীবন কেন কলঙ্ককালিমা-পূর্ণ করবে? এখনো নিরস্ত হও, এখনো ইংরাজকে শান্ত করো, এখনো স্বাধীনতা রক্ষা ক'রো। নবাবী, আমীরি, জমিদারী—তোমাদের কি স্বাধীনতা

অপেক্ষা প্রিয়? মা, তোমায় বলি, তুমি সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রেছ, সামান্য ঐশ্বর্য্য-লালসায় সন্তানের মমতা বর্জ্জন ক'রো না। তুমি রমণী, তোমার রমণী-হৃদয় বর্জ্জন করো না। দয়া, রমণী-হৃদয়ের প্রধান বৃত্তি;—স্বামীর প্রতি দয়া করো, স্বামীকে পরাধীন করো না; সন্তানের প্রতি দয়া করো, সন্তানকে পরাধীন করো না; বাসস্থানের প্রতি দয়া করো, নিজ আবাসভূমিকে পরাধীনা করো না; জাতির প্রতি দয়া করো, স্বজাতিকে পরাধীন করো না; স্বদেশীর প্রতি দয়া করো, স্বদেশীকে পরাধীন করো না; স্বামীর রাজ্য-লালসা নিবারণ করো, তোমার রাজ্য-লালসা নিবারণ করো। তুমি রমণী, রমণীর কার্য্য করো, বাঙ্গলায় উচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রো, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরপূজ্যা হ'য়ে, অনন্তকালের নিমিত্ত অবস্থান করো।

। তুমি [illegible]ব, তুমি সকল বিসর্জ্জন দিয়েছ,—তুমি আমার মনোব্যথা কিরূপে বুঝ্‌বে? তুমি স্বামী-পুত্রের হাত ধ'রে, সিংহাসন হ'তে এনে পর-পদ-প্রান্তে স্থাপন করো নাই। যে স্বামী, হীন নর্ত্তকীকে বেগমপদে স্থাপন করেছিলো, রাজ্যলোলুপ জামাতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সে স্বামীকে পদচ্যুত করো নাই, তুমি প্রিয় ভাষায় প্রতারিত হ'য়ে, আপনার সর্ব্বনাশ করো নাই। তুমি ধূর্ত্তকে বিশ্বাস ক'রে, তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ হয় নাই; তুমি স্বামীর মস্তক হ'তে রাজ-মুকুট ল'য়ে, গোলামের শিরে দাও নাই। তুমি কি নিমিত্ত ব্যাকুলা? বঙ্গভূমির নিমিত্ত? দেখো— সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করো—দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করো,—যদি একজন স্বার্থত্যাগী পাও, যদি একজনকে বঙ্গভূমির জন্য কাতর দেখো, যদি এমন কাকেও দেখ্‌তে পাও, যে আত্মোন্নতি পরিত্যাগ ক'রে,

দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যদি সত্য এমন কেউ মহাপুরুষ থাকে, যদি আমার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়, যে সত্যই সে স্বার্থত্যাগী, সত্যই সে স্বদেশের উন্নতিকামনা করে, আমি সকল লালসা বর্জ্জন কর্‌বো;—আপনি নিরস্ত হবো; স্বামীকে নিরস্ত কর্‌বো, আশ্রয়দাতা ইংরাজের শত্রু হবো,—তোমার ন্যায় ফকীরি নিয়ে দ্বারেদ্বারে ভ্রমণ কর্‌বো। যাও, এ বাঙ্গলা তোমার স্থান নয়, তুমি বৃথা ভ্রমণ কচ্ছ।—স্বার্থপর বঙ্গভূমির পরাধীনতা ভিন্ন উন্নতি-সাধনের আর অন্য উপায় নাই। রক্তস্রোত দেখে কাতরা হ'চ্ছ, পরাধীনতা ভিন্ন রক্তস্রোত নিবারণ হবে না! নচেৎ দিন দিন, পিতা পুত্রের শত্রু—ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু—আত্মীয় আত্মীয়ের শত্রু হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের রুধির মোক্ষণ কর্‌বে; বাঙ্গলা অরণ্যে পরিণত হবে। এই রুধির-স্রোত নিবারণের জন্য, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপনের জন্য, ঈশ্বর-প্রেরিত ইংরাজ উদয় হয়েছে। তুমি ফকীরণী, ঈশ্বর কার্য্যে বাধা প্রদান করো না।

তারা। একি—একি—কি হলো—কি হলো!

[তারার প্রস্থান।

ইংরেজগণ। একে আবদ্ধ করা উচিত;—এর কথায়, অনেকেরই মীর-কাসিমের পক্ষ হ'বার সম্ভব।

সামসের। ম'শায়, বুড়ো হ'য়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি সব খুইয়েছেন। জাত, মান, ধন, গৌরব—সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে যে জাতি প্রস্তুত, ঐ স্ত্রী-লোকের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে, তারা আমাদের শত্রুতাচরণ কর্‌বে?—এ কথা কদাচ মনে স্থান দেবেন না। সাহেব, আমায়

মার্জ্জনা করুন, বাঙ্গলার যদি সে অবস্থা হতো, তা হ'লে একজন বিদেশীও বাঙ্গলায় পদবিক্ষেপ করতে সাহসী হতো না।

ডামস্। Mr. Hastings, a patriotic lady!

হেংস। She should have been born in Europe. Are you ready to attack Monghyr Mr. Adams?

ডামস্। Yes, I bow to the decision of the Council. আমরা মুঙ্গের যাইতে প্রস্তুত হই, জনাবও তৈয়ারী হোন

না। ক্যা সাহেব—প্রস্তুত হও।

। সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুর্গিন্‌খাঁর শিবির।

তসবীর হস্তে গুর্গিন।

নবাবটাকে ইংরাজগুলাকে বধ করিতে বলিয়া আসিয়াছি। নবাব বধ করিবে, বধ করিলে কিছুতেই peace হইবে না। কর্দ্দিনের জন্যে মীর জাফর খাঁ নবাব থাকে—থাক;- মণিবেগম আমার হইলে, নবাবী আমারই। এমন খুবসুরৎ! বড়ে নবাবটাকে পছন্দ হইবে কেন? আমার সব কাজ শিখিয়াছে, আমি ওরই চেহারাটা ভাবিতেছি।

(চারিজন সৈনিকের প্রবেশ)

তোমারা কি নিমিত্ত আমার আরামের ব্যাঘাত দিতে আসিয়াছ? দূর হও!

১ম সৈন্য। আমাদের তলপ চাই?

গুর্। নয় রোজ আগে নবাব সব তলব চুকাইয়া দিয়াছে। মিছামিছি কি নিমিত্ত আসিয়াছ, দূর হও!

২য় সৈন্য। হুজুরের হাতে ও কি অস্ত্র? যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে, কি নূতন অস্ত্র তৈয়ারী করেছেন?

গুর্। কি, তুমি আমার সহিত ঠাট্টা-তামাসা করো? তুমি রাজদ্রোহী-অপরাধে মারা যাবে।

২য় সৈন্য। হাঁ, আজ রাজদ্রোহী মারা যাবে—নিশ্চয়!

গুর্। বেকুব, প্রাণের ভয় রাখো না?

২য় সৈন্য। ধূর্ত্ত, রাজদ্রোহী, তোমার প্রাণের ভয় নাই? বিশ্বাসঘাতক, নারকীয় আত্মা,—বস্ত্র-বিক্রেতা ছিলে, নবাব-কৃপায় সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছ,—এ একবার স্মরণ করো না? অকৃতজ্ঞ পশু, কায়-মনো-বাক্যে নবাবের অমঙ্গল সাধন কচ্ছ? বার বার নবাবের সৈন্যকে বিপদগ্রস্ত করেছ? আজ তোমার পাপ-ক্রিয়ার অবসান হোক।

গুর্। মারিয়ো না—মারিয়ো না, যেতো টাকা চাও—দিব।

২য় সৈন্য। না। তোমার ন্যায় অর্থপ্রিয় সকলকে মনে করো না, তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক সকলে নয়। আমরা কে জানো? বীরবর তকী খাঁর সেনা!—যে তকীখাঁ তোমার কৌশলে শত্রুযুদ্ধে হত হয়েছেন,—আমরা তাঁর শিক্ষায় নিমকহালাল।

আক্ষেপ, তোমার সহস্র জীবন নাই, তা হ'লে তক্কী খাঁ'র মৃত্যুর কর্ত্তক প্রতিশোধ হতো।

বুু। মারিয়ো না—মারিয়ো না, দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি।

য় সৈন্য। এখনি পৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। চরমকালে আল্লার শরণাপন্ন হও,—তোমার বিলম্ব নাই।

রবু। মারিয়ো না—মারিয়ো না, আমার যাহা আছে, তাহা দিব

য় সৈন্য। প্রাণদানে প্রায়শ্চিত্ত করো। (আঘাত ও গুর্‌গিনের পতন) চলো, শব দেহ কবরে দিতে নবাবের আজ্ঞা।

ম সৈন্য। পিশাচের শবদেহের আবার কবর কি?

য় সৈন্য। না- এখন মৃত! মৃতদেহের সৎকার করা জীবিতের কার্য্য। সেই কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে নবাব আজ্ঞা দিয়েছেন, কদাচ সে আজ্ঞা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

[মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাটনা—শিবির-পথ।

মীরকাসিম ও আলীইব্রাহিম।

আলী। জনাব, আরাব আলী খাঁ, মুঙ্গের ইংরাজ করে অর্পণ করেছে।

কাসিম। এ সংবাদের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলেম. সংবাদ নূতন নয় আর কি সংবাদ?

আলী। দুই শত বিশ্বাসী সেপাইএর সহিত লালসিং, মুমূর্ষু অবস্থায় ইংরাজ-করে বন্দী হয়েছে।

কাসিম। লালসিং এখনো আমায় ভোলে নাই;—সে কি অবিশ্বাসী নয়। অপর সৈন্য সকল কি নিহত হয়েছে?

আলী। না, অধিকাংশই ইংরাজ-দলভুক্ত হয়েছে।

কাসিম। এইরূপ হওয়াই সম্ভব বটে। আর কোন সংবাদ আছে?

আলী। ইংরাজ শিবির হ'তে পত্র এসেছে। বোধ হয় সেনাপতি অ্যাডামস, জনাবের পত্রের উত্তর দিয়েছে।

কাসিম। কি উত্তর—সন্ধি না করিবে?

হোক্ রণ—সন্ধি নাহি চাই।

আলী, পার কি বলিতে—কেবা আমি?

কেন বহি এই চিন্তা ভার?

কেন সহি দুঃসহ যন্ত্রণা?

জান কি—পার কি বলিতে?

সন্দিগ্ধ স্বভাব মম চিরদিন—

বিশ্বাস কি করি আপনায়?

বাল্যবন্ধু তুমি—তব 'পরে আছে কি প্রত্যয়?

এখনো কি করো তিরস্কার—

সন্দিহানচিত্ত বলি?

এখনো কি উপদেশ তব—

করিবারে বিশ্বাসস্থাপন?

কেন, কি প্রত্যয়—কাহারে প্রত্যয়?

একমাত্র প্রতীতি হৃদয়ে,

হতভাগ্য আমি—
হতভাগা এই বঙ্গভূমি—
হতভাগ্য দীন প্রজাগণে !
দেখ দেখ কঠিন নয়নে—
অত্যাপিও নহে শুষ্ক বারি।
কাহার মমতা —কার হেতু এই কোমলতা—
পাষাণ—পাষাণ আমি।

...ও, ইংরাজ সেনাপতির পত্র দাও। (পত্র পাঠ করিয়া) আদা... ...ত্রে কি লিখেছে—জানো? আমি পত্র লিখেছিলেম, "যদিচ ...র ...ে জয়লাভ করেছ, সে জয় তোমার বীর্য্যবলে ন—কৌশলে ...বিশ্বাসঘাতকতার প্রভাবে। এখনো রণজয় হয় নাই।—যদি ...তির কল্যাণ প্রার্থনা করো, যুদ্ধে ক্ষমা দাও, আর বাঙ্গা... ...শা সাধন ক'রো না।" উত্তর—"ক্ষমা নাই—যুদ্ধ!" পত্রে আডামস ...ছে, ইলিস তার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছে, "আডামস যেন ...জ বন্দীগণের কল্যাণ কামনা ক'রে যুদ্ধে ক্ষমা না দেয়।" আডা... ...দম্ভ ক'রে লিখেছে—"যদি একজন ইংরাজবন্দীর আমি কেশ স্পর্শ ...ি তা হ'লে আমার নিস্তার নাই, নরক-অন্ধকারে লুক্কায়িত ...লেও ইংরাজের ক্রোধ, তথায় আমায় দণ্ড প্রদান করবে।" ছাল... ...লাল—এই যে সমরু।

(সমরুর প্রবেশ)

সমরু, ইংরাজ তোমার শত্রু ?

... হ্যাঁ জনাব।

...সিম ... প্রাতে যেন একজনও ইংরাজ বন্দী জীবিত না থাকে ... কেবল ডাক্তার ফুলার্টনকে বধ ক'রো না

সমরু। জনাব, আমার ছাতি পুরা হইল,—একটা কাল বাচিবে না; আমার মনের দাগা ভুলবে!

[সমরুর প্রস্থান।

আলী। জনাব, কি আজ্ঞা প্রচার কর্‌লেন? নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা-আজ্ঞা মকুব করুন্ আমায় বন্দীদের প্রাণভিক্ষা দেন।

কাসিম। নীরব হও না,—নীরব হও না—আরো কি মিনতি কর্‌বে শুনি! দেখি তোমার কত বাক্‌চাতুরী—দেখি তোমার কিরূপ দয়ার্দ্র হৃদয়!

আলী। জনাব, মহা কলঙ্ক হবে!

কাসিম। লোক। শোনো ইব্রাহিম! বন্দী ক'রে অতি যত্নে ইংরাজদের রেখেছিলেম। ভেবেছিলেম রণজয় হবে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতক, মমতাশূন্য বিশ্বাসঘাতক,—নিরীহ প্রজার প্রতি মমতাশূন্য—সয়তান অনুচর হিন্দু-মুসলমান,—আমার জয় আশা বিলুপ্ত। কিন্তু নির্ব্বিরোধী প্রজার [illegible] কেবল আমি; তাদেব হাহাকার-ধ্বনি কেবল আমি শুনেছি,—আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছে, তাদের হ'য়ে আমি প্রতিহিংসা প্রদান কর্‌বো। কলঙ্ক হবে—হোক! নিরীহ প্রজার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হবে। সোনার বাঙ্গলায় কে এ দানবদের আস্‌তে আহ্বান করেছিল?—কেন তারা এসেছে?—কেন প্রজার সর্ব্বনাশ কচ্ছে!—তাদের দৌরাত্ম্যে অনাহারে শত শত নিরীহ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ ক'চ্ছে, তাতে তাদের কলঙ্ক হয় না? এই দৌরাত্ম্যে যারা সাহায্য কচ্ছে, তাদের কলঙ্ক হয় না? আর এই স্বদেশ শত্রুর প্রাণনাশ কর্‌লে আমার কলঙ্ক হবে? হোক! প্রজার যন্ত্রণা অনেক সহ্য

করেছি। দেখি, যদি এই বন্দীর শোণিতে পাটনার নিরীহ, নিদ্রিত নগরবাসীর শোণিত-স্রোতের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ হয়

[মীর কাসিমের প্রস্থান।

আলী। কোন রূপে বেগমকে সংবাদ দিই, তিনি মিনতি কর্‌লে ক্রোধের শান্তি হ'তে পারে, নচেৎ আর কোন উপায় দেখি নে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—মীরকাসিমের অন্তঃপুর।

মীরকাসিম ও বেগম।

কাসিম। আমি ভেবেছিলেম, আলী ইব্রাহিম এতক্ষণ তোমায় সংবাদ দিয়েছে। তার দয়াদ্র হৃদয়,—একেবারে বিগলিত হয়েছে। ইংরাজ বন্দী মারা যাবে—আহা কি দয়া! এই প্রত্যেক বন্দী, শত শত প্রজার শোণিত শোষণ করেছে, শত শত নিরীহ প্রজা হত্যা করেছে, অহেতু প্রহারে শত শত বণিক, শত শত শিল্পী জীবনমৃত হ'যে আছে। ইব্রাহিম বলে,—'তাদের হত্যায় কলঙ্ক হবে।'

বেগম। জনাব, নবাব, প্রভু, স্বামী, আমায় তাদের জীবন ভিক্ষা দাও। এখন তারা বন্দী, তোমার আশ্রিত। আশ্রিতকে বধ করো না। অসহায় প্রজার দুঃখে কাতর হয়েছ তারাও এখন অসহায়; তারা এখন তোমার অনিষ্ট সাধনে সক্ষম নয়। যারা তোমার

অনিষ্ট সাধন কচ্ছে, তাদের দণ্ড দাও। তুমো—স্বয়ং রণস্থলে চলো। কি সামান্য ক'জন বন্দীর প্রাণনাশ ক'রে তুমি সাধন কর্‌বে?—তুমি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবেশ কর্‌লে—শত শত সশস্ত্র ইংরাজের নিধন সাধন হবে। তুমি বীর, বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হও;—নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করো না।

কাসিম। যাও, দূর হও, আমি কারো উপদেশ চাই নে। বধ কর্‌বো না।—না, এক দিন চিন্তা করি। খোজা—

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। জনাব।

কাসিম। সমরুকে ডাক্‌তে দূত প্রেরণ করো।

[খোজার সেলাম করিয়া প্রস্থান।

তোমার ইচ্ছা, আমি যুদ্ধে যাই। ভাল যাবো। আমার যুদ্ধে যাওয়া তোমার সাধ কেন? আমার কি যুদ্ধ-মৃত্যু ইচ্ছা করো? আমি কি তোমার ভার? (পরিক্রমণ করিয়া) না—না—ক্ষমা করো। দেখ, দারুণ সন্দেহ—দারুণ সন্দেহ। আমার আপনাকে সন্দেহ, তোমাকে সন্দেহ, আলী ইব্রাহিমকে সন্দেহ। যাবো—যুদ্ধে এখনি যাবো—এই দণ্ডে প্রস্তুত হবো। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) বেগম, তুমি রোটাস দুর্গে যাও, এখানে আমি তোমাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা নিরাপদে অবস্থান করো গে। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বো।

বেগম। আমি কদাচ তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বো না।

কাসিম। কি, আমি নবাব, আমার আজ্ঞা—আজ্ঞা নয়। সকলেই অবাধ্য

—তুমিও অবাধ্য? দণ্ড পাবে, যাও,—দূর হও - আমি তোমাকে ত্যাগ কল্লেম! সকলে অবাধ্য! সকলে অবাধ্য। যদি মঙ্গল চাও, রোটাস দুর্গে গিয়ে বাস কর। শোণিত-স্রোতে ভাস্‌বে। যুদ্ধ—যুদ্ধ। বেগম, তুমিও অবাধ্য?

বেগম। যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, সে কার্য্যে আমি শতবার অবাধ্য, যে কার্য্যে তোমার মঙ্গল, সে কার্য্যে কায়মনোবাক্যে আমি তোমার বাধ্য। একে একে তোমায় সকলে পরিত্যাগ কচ্ছে শত্রুর মধ্যে তোমায় রেখে, বিপদ্‌জালে জড়িত দেখে, আমি রোটাস্‌ দুর্গে নিরাপদে বাস কর্‌বো,—নবাব, তুমি এ কথা সম্ভব বিবেচনা করো? যদি অবাধ্য জ্ঞানে, ক্রোধে তুমি আমার প্রাণ-বধ করো, তথাপি আমার আত্মা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌বে না। আমি তোমার চিরদিনের সঙ্গী হবো, শপথ কচ্ছি আমার সে শপথ কদাচ ভঙ্গ হবে না। আমি রোটাসে কদাচ যাবো না। আমার প্রতি যে দণ্ড আজ্ঞা হয়—হোক। এক ভিক্ষা, আমার প্রতি দণ্ড আজ্ঞার পূর্ব্বে ইংরাজ বন্দীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করো। নচেৎ আমি বেগম, আমি সমরুকে নিরস্ত হ'তে আজ্ঞা দেবো। সমরুর সাধ্য নাই যে, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে

মীরকাসিম। তোমার অতিশয় মমতা। ইংরাজবন্দীর প্রতি তোমার যে মমতা, সে মমতা তোমার প্রজার প্রতি নাই, তোমার স্বামীর প্রতি নাই,—তোমার মমতা তোমার স্বামীর শত্রুর প্রতি। ভাল—ভাল অনেক নূতন দেখ্‌ছি—এও এক নূতন। বল্লে—'ইংরাজবন্দী আমার আশ্রিত!' না আশ্রিত নয়;—এখনো তাদের দম্ভ দূর হয় নাই, এখনো তারা বন্দী অবস্থায় রাজদণ্ড উপেক্ষা করে। তারা দানব—দানব-প্রকৃতি, শঙ্কার লেশ তাদের নাই, মমতার

কণামাত্র তাদের হৃদয়ে নাই; পর-পীড়ক, বঙ্গবাসী-পীড়ক;—যুদ্ধই তাদের ব্যবসা, অন্যায় তাদের কার্য্য। আমার আক্ষেপ, তারা কয়জন মাত্র। তাদের শোণিত প্রবাহিত হ'য়ে, যদি শোণিত সাগর হয়, সেই রক্ত-তরঙ্গে ফেনা উত্থিত হয়, তা দেখে আমার মমতা হবে না। তারা নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর! সকলকে প্রতারিত করেছে, বঙ্গবাসীকে তাদের কুমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তাদের মন্ত্রণায় সকলে আত্ম-হিত পরিত্যাগ করেছে। আমি এখনও তাদের রাজা, কাল আমার অবস্থা কি হয় জানি না, তুমি তাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি আমার অবাধ্য হয়ো না, রোটাস যাও;—নচেৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তোমায় তথায় প্রেরণ কর্‌বে। আর আমি সে মীরকাসিম নই,—তোমার প্রণয়ী মীরকাসিম নাই! তোমার মুখ মলিন দেখ্‌লে আর আমার বাধা লাগে না, তোমার চক্ষের জল দেখে আর আমি দুঃখিত হবো না, তোমার শোণিতদর্শনে আর আমি কাতর হবো না! আমার সঙ্গ তোমার কি নিমিত্ত প্রার্থনীয়? আমি নিদারুণ ইংরাজ-দানব-সংঘর্ষে দানব-প্রকৃতি লাভ করেছি। দয়া—মায়া—স্নেহ—মমতা আর আমার কিছুই নাই! সংহার—সংহার—একমাত্র ইংরাজ সংহারই—আমার প্রতিজ্ঞা! যে তাদের সহায়, তাদের সংহার আমার প্রতিজ্ঞা! শত্রুদমন কর্‌বো—শত্রুদমন কর্‌বো, এতে যে বাধা দেবে—সেই আমার শত্রু! আমি আপনার শত্রু!

(মহম্মদ ইসাখের প্রবেশ)

এই যে মহম্মদ ইসাখ এসেছ? নবাব-অন্দরে আস্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না। আজ হ'তে বেগমের ভার তোমার, পুরস্ত্রীগণের

ভার তোমার,—তুমি সকলকে রোটাসে লয়ে যাও। দেখো, মুসলমানের দ্বারা সমস্ত অপকীর্ত্তি সম্ভব হয়েছে,—কিন্তু জেনানার মর্য্যাদা এখনো রক্ষিত; সেই মর্য্যাদা রক্ষা করো— এই আমার মিনতি।

[মীরকাসিমের প্রস্থান।

। মহম্মদ ইসাখ, তুমি আমায় একটী ভিক্ষা দাও। আর সমস্ত নবাব-মহিলাকে ল'য়ে তুমি রোটাসে যাও,—আমায় পরিত্যাগ করো।

। মা, আপনি কোথায় থাক্‌বেন? নবাবের অবাধ্য হ'লে নবাব ক্রুদ্ধ হবেন। আমিও নবাব-আজ্ঞা কি সাহসে হেলন কর্‌বো!

। তুমি চিন্তিত হয়ো না,—আমি নবাবের নিকটে থাক্‌বো, একবারও নবাব আমার চক্ষের অন্তরালে থাক্‌বেন না;—কিন্তু নবাব জান্‌বেন না, যে আমি তাঁর নিকটে আছি। নবাবের অবস্থা দেখ্‌ছ? চতুর্দ্দিকে শত্রু দেখ্‌ছ? তিনি আত্মরক্ষায় অক্ষম দেখ্‌ছ? তাঁর বুদ্ধি-ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য করেছ? যদি আমি না তাঁর নিকটে থাকি, তা হ'লে তিনি শত্রুর হস্তে বন্দী হবেন। আমি অলক্ষিতে তাঁকে রক্ষা কর্‌বো। বৎস, সতীর আদেশ উপেক্ষা করো না, আমায় পতির নিকট হ'তে ল'য়ে যাবার প্রয়াস পেয়ো না। তুমি 'মা' বলে আমায় সম্বোধন করেছ, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার মঙ্গল হবে। নবাব কোনরূপে জান্‌বেন না, যে তুমি আমায় সঙ্গে লও নাই।

ইসা। মা, আপনি কিরূপে অবস্থান কর্‌বেন?

বেগম। আমি জানি নি, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবো! তিনি যেরূপ মতি দেবেন, সেইরূপ করবো। তুমি স্থির জেনো—চির-দিন স্বামীর সঙ্গিনী থাকবো, চরমদিনে একত্রে মহাধামে গমন করবো।

ইসাখ। মা, আপনার যেরূপ আজ্ঞা,—চল্লেম।

বেগম। যাও বৎস, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন্!

। উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মীরকাসিমের কক্ষ।

মীরকাসিম ও সমরু।

কাসিম। সমরু, তোমায় বালক আর স্ত্রীলোককে বধ করবার কি আমি আজ্ঞা দিয়েছি? তবে বালকহত্যা আর স্ত্রীহত্যা কেন করলে?

সমরু। জনাব, সব দুশমন, ওর ছোট-বড় কে আছে? ছেলেগুলো সয়তানের ডিম, মাগীগুলো সয়তানের মা!

কাসিম। না, তোমার দোষ নাই। বাঙ্গলায় অনেক অবলা হাহাকার ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, অনেক বালক অন্নাভাবে মরেছে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়—কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেছে। এরা অস্ত্রাঘাতে মরেছে, তা অপেক্ষা এদের সুখ-মৃত্যু! যাও, যা হবার হয়েছে।

সমরু। জনাব, ডাক্তার ফুলারটনকে মারি নাই।

কাসিম। যাও, যাও—

[সমরুর প্রস্থান।

গুরুতর কলঙ্ক। তাতে আমার ভয় কি? কলঙ্কসাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, সামান্য কলঙ্কে ভয় কি? হিন্দু-মুসলমান অনেককে বধ করেছি। গণ্যমান্য বৃদ্ধ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করেছি, রাজা রামনারায়ণকে বধ করেছি, ইংরাজস্থাপক কৃষ্ণদাসের পিতা—রাজা রাজবল্লভকে বধ করেছি, রাজ্যের শত্রু বধ করেছি;—বিশ্বাসঘাতকদের বধ করেছি, গুর্গিনকে বধ করেছি এতে আমার কলঙ্ক কি? কিসের কলঙ্ক? যারে পাবো, তারে বধ করবো। যে বিশ্বাসঘাতক, তার প্রাণবধ করবো। এতে আত্মার বিচার নাই, বন্ধু বিচার নাই, স্ত্রী বিচার নাই, পুত্র বিচার নাই। যে রাজ্যের শত্রু, যে প্রজার শত্রু, যে আমার শত্রু, তাদের সকলকে বধ করবো। এ দুর্দ্দশায় বধ-কার্য্যই আমার এক মাত্র তৃপ্তি। হলিস, হে, লুসিংটন প্রভৃতি ইংরাজবন্দীগণ নিপাত হয়েছে। উত্তম হয়েছে! যে, নিরীহ রাজ্যে রণ উপস্থিত করেছে, সেই হলিস বধ হয়েছে। কতক প্রতিশোধ বটে!

(ফুলারটনের প্রবেশ

ফুলা। জনাবের কি আজ্ঞা?

কাসি। ডাক্তার, তুমি বেগমকে আরোগ্য করেছিলে, এ নিমিত্ত তোমার প্রাণবধ হয় নাই।

ফুলা। ইহাতে আমি জনাবের [illegible]ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি বেগম সাহেবকে আরোগ্য করিয়াছিলাম,

আমার কর্ত্তব্য কাজ, নবাবের নিকট পুরস্কৃতও হইয়াছি। সেজন্য নবাবকে আমার নিকট ঋণী বোধ করি নাই। আজ আমার স্মরণ হইতেছে, বাউটন নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার, স্বর্গীয় সম্রাট সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদ্‌সা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদ্‌সাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোরপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই true born Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়, বাঙ্গলায় ইংরাজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনন্দ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমি নবাব-বেগমকে আরাম করিয়াছি। স্বদেশীর হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল। জনাব আমার স্বদেশীকে মারিয়াছেন। তাদের হাতে অস্ত্র ছিলো না, তাহারা প্রাতঃকালে চা খাইতেছিলো, এমন সময় সমরু আক্রমণ করিল। মেয়লোক, বাবালোক, কারো কিছু দোষ করে নাই, তাহারা ভি হত্যা হইয়াছে। আমি বাঁচিয়া আমার যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা শোধ যাইবে না। জনাবকে একটা কথা বলি। যেখন নিরস্ত্র, তেখন আক্রমণ করিল। সোডাওয়াটারের-বোতল, শিশি, ডিস, ছুরি, কাঁটা, চেয়ার, কৌচ লইয়া তাহারা অস্ত্রধারী সৈন্যের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল,—যদ্যপি দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন—ইংরাজ কিরূপ শত্রু। বুঝিতেন, এই ভারতবর্ষের লাখ লাখ সেনা লইয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধে পারিবেন না। কতক বুঝিয়াছেন, আর কিছু দিনে সম্পূর্ণ বুঝিবেন। আপনি ইংরাজবন্দীকে কসাইয়ের মত মারিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট যে সকল আপনার আদমী বন্দী আছে, তাদের একটাকে ছোঁবে না। লুটের

সময় ভি ছেলেবুড়ো, আওরাতকে মারবে না। ইংরাজের অনেক দোষ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ হত্যা করা, তাদের দোষের ভিতর নয়।

কাসিম। ডাক্তার, এখন তো আমি ইংরাজের পরম শত্রু?

ফুলটন। অবশ্য।

কাসিম। ভাল, আমি যদি ধরা দিই, তা হ'লে সন্ধি হয়? শোনো—শোনো, মস্তক সঞ্চালন করো না,—আমার সন্ধির প্রস্তাব শোনো,—সন্ধি আমার সহিত নয়, আমি তাদের বন্দী হবো।—সন্ধি প্রজার সহিত। এই মাত্র ইংরাজ স্বীকার পা'ন, যে অযথা বাণিজ্যে প্রজার সর্ব্বনাশ কর্‌বে না। আমি তাদের ধরা দিচ্ছি। আমার চর্ম্মখুলে বধ করুক, কুকুরের দ্বারা বধ করুক বা অপর যে কঠিন দণ্ড তাদের অভিপ্রেত, সেই দণ্ড দিয়ে বধ করুক। কেবল বাঙ্গালার প্রজাদের রক্ষা করুক, এইমাত্র আমার সন্ধির সর্ত্ত।

ফুলটন। জনাব, আপনি বুদ্ধিমান হইয়াও বুদ্ধিমান নন। জনে জনে জিজ্ঞাসা করুন—কি নিমিত্ত স্বদেশ ছাড়িয়া, স্বজাতি ছাড়িয়া সকলে ইংরাজের বশীভূত হইতেছে। তারা বুঝিয়াছে কি জানেন? হিন্দুরা বুঝিয়াছে—মুসলমান তাদের উপর জবরদস্তি করে, ইংরাজ তাদের পাল্‌বে। মুসলমান বুঝিয়াছে—যে আমরা সব নবাব হইতে পারি, এ কেন আমাকে ছাড়াইয়া বড় হইবে, যদি সর্ব্বনাশ হয়, সবারই হোক! যেখানে এমন অবস্থা, যেখানে এইরূপ অসভ্যতা, সেখানে প্রজার দুঃখ বই আর সুখ হয় না। ভারতবর্ষের চারিদিকে দুঃখ! বড়লোকে লড়ে, গরীবলোক মারা যায়। তাই ইংরাজের জয় হইতেছে! ইংরাজের অধিকারে যে একটা পানের খিলি বেচে, তাকে আমীরি দিলে ভি ইংরাজের

রাজ ছাড়িয়া মুসলমানের তাঁবেদারি করিবে না। আপনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, আপনি যোগ্য হইয়াও যোগ্য নয়। লোকের বিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কাহাকেও বিশ্বাস করেন নাই। আপনার রাজ্য কদাচ রাখিতে পারিবেন না। দেখিবেন, ক্রমে আপনার একটা বন্ধু থাকিবে না।

কাসিম। তবে সন্ধি কোন রকমে সম্ভব নয়?

ফুলার। না জনাব।

কাসিম। আচ্ছা, যাও।

[ফুলারটনের কুর্নিস করিয়া প্রস্থান।

(আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আলী, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু তোমাকেও আমি সন্দেহ করি। তুমি দুঃখিত হও না,—আমি সন্দেহে পরিপূর্ণ; আমি বিষময়চক্ষে সংসার দেখ্‌ছি; সকলকে নরচর্ম্মাবৃত নরকের অনুচর জ্ঞান হচ্ছে। আমি তোমায় সন্দেহ করি। বেগমকে সন্দেহ করি, আমি আপনার হৃদয়কে সন্দেহ করি, আমার মনে সন্দেহ হয়, সত্য কি আমি দেশের জন্য কাতর, সত্য কি আমি প্রজার দুঃখে দুঃখিত? কিম্বা স্বদেশহিত, প্রজার মঙ্গল—আমার স্বার্থের আবরণ? কেন?. আমি রণস্থলে স্বয়ং কি নিমিত্ত উপস্থিত হই না? এ কি প্রাণভয়ে? তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমায় পরীক্ষা কর্‌বে? আমি ভীরু, স্বার্থপর, না স্বদেশের দুর্গতিতে কাতর?

আলী। জনাব আমায় বাল্যবন্ধু ব'লে চিরদিনই সম্বোধন করেন, কিন্তু আমি আপনার গোলামের যোগ্য নই। আপনার উচ্চ প্রকৃতি।

আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা আপনার প্রকৃতি কিরূপে পরীক্ষিত হবে? আপনার মনোভাব গোলামের অনুভূতি হচ্চে না। কি আজ্ঞা কচ্ছেন, প্রকাশ করুন। যদি অতি কঠিন আদেশ হয়, গোলাম চেষ্টা করতে পরাঙ্মুখ হবে না। মৃত্যুকালে আমার নিকট যদি কেউ উপস্থিত থাকে, সে শুনবে—ঈশ্বরের নামের পরিবর্ত্তে জনাবের নাম আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আমি আপনার নিকট বহু ঋণে ঋণী, আপনার ক্রীতদাস। কি আজ্ঞা করবেন করুন।

কাসিম। তুমি আমার নিকট শপথ ক'রে রাজমুকুট গ্রহণ করো। আমায় তোমার সেনাপতি করো, আমি সমরক্ষেত্রে একবার ইংরাজের বল পরীক্ষা করি। আমি শতবার মনে করি, স্বয়ং যুদ্ধে যাই, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হই। মৃত্যুভয়ে—মৃত্যুভয়ে পশ্চাদ্‌পদ হই! মৃত্যুভয়, আমার জীবনের জন্য নয়,—স্বদেশের জন্য, অভাগিনী বঙ্গভূমির জন্য। আমি অবর্ত্তমানে বঙ্গভূমির দুঃখে কারও হৃদয়ে বেদনা লাগ্‌বে না, প্রজার দুঃখে কেউ কাতর হবে না। একজন সামান্য ব্যক্তির সামান্য লৌহগুলিতে আমার জীবন যেতে পারে,—আমার সেই ভয়। নচেৎ শতমৃত্যু আমি উপেক্ষা কর্‌তেম। তুমি রাজমুকুট গ্রহণ করো, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধে প্রবেশ করি;—মনের দারুণ সন্তাপ নিবারণ কর্‌তে আমায় সুযোগ দাও।

আলি। জনাব, আপনার আদেশ আমি এইদণ্ডে পালন করতে প্রস্তুত হতেম। জনাবের উচ্চ সংসর্গে জন্মভূমির প্রতি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতদূর অনুরাগ সম্ভব, সে অনুরাগের অভাব নাই। আমি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নই। জনাব যদি যুদ্ধে গেলে

রণজয়ের সম্ভব থাকতো, আমি স্বহস্তে সাজিয়ে জনাবকে যুদ্ধে পাঠাতেম। কিন্তু উপস্থিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমার নিশ্চিত ধারণা—পাটনা এতক্ষণ শত্রুকরগত হয়েছে। আপনার সৈন্যের উপর, সেনানায়কের উপর, কোন প্রত্যয় নাই। যে মুষ্টিমেয় হিন্দু-মুসলমান প্রভুভক্ত ছিলো, তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত, অনেকেই মুমূর্ষু, অবশিষ্ট সকলে বারবার পরাজয়ে উৎসাহভঙ্গ। এরূপ সৈন্য-সামান্ত ল'য়ে রণবিজয়ী শত্রুর সম্মুখীন হওয়া পরাজয় নিশ্চয়। এ অবস্থায় ক্রীতদাস জনাবকে যুদ্ধে যেতে কদাচ পরামর্শ দেবে না। যদি অনুমতি হয়, দাস যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। জীবন থাকতে শত্রুর সম্মুখে পশ্চাদ্‌পদ হবো না।

কাসিম। না না, তুমি যুদ্ধে গেলে আমি জীবনধারণ করতে পারবো না, দারুণ দুশ্চিন্তায় আমার প্রাণবিয়োগ হবে। এই শত্রুসঙ্কুল রাজ্যে যে দিক দেখি, সেই দিক অন্ধকার, কেবল তোমার মুখ দেখে আমি স্থির থাকি,—তোমার মুখ দেখে ভাবি আমার আজও আপনার লোক আছে। তুমি যেরূপ বল্লে, আমি সেই আশঙ্কায় যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত হই নাই। তুমি অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত। আমি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট উপঢৌকন দিয়ে দূত প্রেরণ করেছি। বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই রাজদ্রোহী, অথবা ভগ্নোদ্যম। সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রাপ্ত হ'লে, হয় তো অভাগা বঙ্গভূমির উদ্ধার সাধনে সক্ষম হবো। দিল্লীর শাজাদাও সুজাউদ্দৌলার করগত। শাজাদার নামে এখনো মুসলমান-হৃদয় উৎসাহিত হ'বার সম্ভাবনা।

আজা। জনাবের নিকট আমি সেই প্রস্তাব কর্‌তে উপস্থিত হয়েছিলেন। জনাব সুযুক্তি করেছেন।

কাসিম। তোমার অভিমত? দেখ'—চিন্তা করো, আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছে। একবার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে আর ফেরা দুষ্কর। চলে যাই, যদি পাটনার কোন সংবাদ এসে থাকে।

আলী। জনাব, জনশ্রুতি—পাটনা ইংরাজের করগত।

কাসিম। আর জনশ্রুতি নয়, সংবাদ সত্য। চলো, অদ্যই সসৈন্যে রোটাস দুর্গ হ'তে ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ ল'য়ে শুজাউদ্দৌলার রাজ্যাভিমুখে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ভ্যান্সিটার্টের কক্ষ।

ভ্যান্সিটার্ট, হেষ্টিংস প্রভৃতি কাউন্সিলের মেম্বারগণ।

ভ্যান্সি। We renounce our dinner to day, observe mourning for a fortnight. Let mourning-gun fire from the rampart. We assemble at church to-night to offer prayer for the souls of the brave Enghlishmen, ladies and children so ruthlessly murdered by the demon incarnate. Let the whole town be clad in mourning.

হেষ্টিংস। Oh brave martyrs!

সকলে। Revenge—Revenge—Revenge!

ভ্যান্সি। মুন্সি,—

নেপথ্যে। Yes Sir!

(দ্রুতপদে মুন্সির প্রবেশ)

ভ্যান্সি। আপনি সকল জায়গায় ইস্তাহার পাঠান, যে ব্যক্তি মীরকাসিম ও সমরুকে ধরিয়া দিবে, তাহার লক্ষ টাকা পুরস্কার। তাহাকে ইংরাজ চিরদিনের জন্য বন্ধু বলিয়া জানিবে। এই ইস্তাহার যাহাতে সকল জায়গায় পৌঁছে,—এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আর মিনিট বইযে যাহা আমি লিখিব, তাহা ফার্সিতে তরজমা করিয়া প্রচার করুন;—'অদ্য আমরা খানা খাইব না, এক পক্ষ আমরা পাটনার হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করিব,—কেল্লা হইতে morning gun ছুড়িব, সারা সহরে কালা নিশান উড়িবে'।

মুন্সি। যে আজ্ঞে সাহেব।

ভ্যান্সি। আপনি খালি পা করিয়াছেন কেন?

মুন্সি। সাহেব, আমাদের এই শোক-চিহ্ন।

ভ্যান্সি। হাঁ—হাঁ, আপনি ইংরাজের পরম বন্ধু।

[ইংরাজগণের প্রস্থান।

মুন্সি। গঙ্গাগোবিন্দ বাবু—

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

(গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর প্রবেশ)

মুন্সি। আজকের দিন তুমি জুতো পায়ে এঁটে এসেছ? জুতো লুকিয়ে ফেলো—জুতো লুকিয়ে ফেলো—কি হুলস্থুল পড়েছে জান?

চলো—লাখ এস্তেহার ছাপাতে হবে,—অনেক কাজ—খাবার শোবার সময় পাবে না। ভাল চাও তো—চোদ্দ দিন থাকি পায়ে আফিসে এসো। এসো, এসো,—চলে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।*

প্রান্তর।

আলীইব্রাহিম ও বেগম।

আলী। ছোকরা, তুমি কে হে?

বেগম। আমি পাষণ্ডদলন।

আলী। আরে বাহবা! আমি পাষণ্ড, আমায় দলন কর্‌তে পার্‌বে?

বেগম। তারই জন্য তো এসেছি।

আলী। আরে বা—বা!—তবে আজই কাজ আরম্ভ ক'রে দাও।

বেগম। তুমি না রাজবন্ধু ব'লে আপনাকে জানো? তুমি না নবাবকে উপদেশ দাও? কি উপদেশ দিয়েছ। নবাব বুদ্ধিহারা হয়েছে; তুমিও কি বুদ্ধিহারা হয়েছ;—সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে?—সাজাদার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে? সুজাউদ্দৌলা ক'দিক সামলাবে। দিল্লীর শত্রু দমন করবে, সাজাদাকে করগত রাখবে, না বাঙ্গলায় ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? ভাল দু'টী লোকের আশ্রয় নিয়েছ! সাজাদা ইংরাজের বন্দী হয়েছিল জানো? যদি ইংরাজ প্রতিশ্রুত হয়, যে তাকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন

করবে, তাহলে এখনি তোমার নবাবকে ইংরাজের হাতে ধরিযে দেবে। আর সুজাউদ্দৌলা নবাবের ধন-সম্পত্তির জন্য লালায়িত।

আলী। আরে—বা ছোকরা, তুমি এ সব কোথায পেলে! তোমায নজিব খাঁ পাঠিয়েছেন না কি?

বেগম। শোনো,—হে পাঠান। তুমি কি মনে করো, কেবল বাঙ্গলার মুসলমানই স্বদেশদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক? তা নয, ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান-হৃদয কলঙ্কিত হযেছে। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের নিমিত্ত ব্যস্ত স্বদেশের মমতা কারো হৃদয়ে নাই। বাঙ্গলারও যে অবস্থা, অযোধ্যারও সেই অবস্থা! বাঙ্গলায় যেরূপ শত্রু প্রবেশ করেছে, সেইরূপ একবার অযোধ্যায় শত্রু প্রবেশ করলে, সকলই প্রকাশ পাবে। প্রকাশ পাবে,—বাঙ্গলায হিন্দু-মুসলমানের যে অবস্থা—অযোধ্যারও হিন্দু-মুসলমানের সেই অবস্থা। আর মুসলমান নামের গৌরব নাই, মুসলমানের হৃদয কলঙ্কিত। সেই কলঙ্ক-কালি সকলের মুখে অচিরে প্রকাশ পাবে

আলী। ছোকরা তুমি কে? অবশ্যই তুমি কোনো রাজনীতি-বিশারদ মহাত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়েছ। উপস্থিত অবস্থায তোমার কি পরামর্শ?

বেগম। মহারাষ্ট্রীয়েরা সজ্জিত, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করো। তারা হিন্দু বটে, ভারতবাসী বটে, তারা দস্যু বটে, কিন্তু তথাপি তাদের হৃদয় এখনও কলঙ্কিত নয়। মহাত্মা শিবজীর প্রসাদে তারা নব-জীবনসম্পন্ন। তারা সমরোপযোগী অর্থ সাহায্য পেলে, ইংরাজকে জয় করতে সক্ষম হবে। কোরাণ ল'য়ে সুজাউদ্দৌলা আসছে, কিন্তু কদাচ প্রত্যয় করো না। কোরাণ স্পর্শ ক'রে মীরজাফর,

সিরাজদৌলার পক্ষ হবে শপথ করেছিলো। কোরাণ স্পর্শ ক'রে, সুজাউদ্দৌলাও সেইরূপ কপট শপথ করবে। কদাচ বিশ্বাস করো না,—কদাচ বিশ্বাস করো না।

[বেগমের প্রস্থান।

আলী। আরে ছোকরা, শোনো—শোনো, তুমি এ সব সংবাদ কোথায় পেলে ?

উপাধ্যে। যেথায় পাই, সংবাদ সত্য জেনো।

আলী। বালক যথার্থ বলেছে, কিন্তু এখন আর কি উপায় আছে ? দরবার তাঁবু সজ্জিত, সুজাউদ্দৌলা আগতপ্রায়। । কি কোনো শত্রুর চর ? অসম্ভব নয়। সুজাউদ্দৌলা বীরপুরুষ, তাঁর দ্বারা এরূপ অন্যায় কার্য্য কদাচ সম্ভবে না। তিনি কোরাণ স্পর্শ ক'রে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করবেন, এতো প্রত্যয় হয় না। বালক নিশ্চয় কোনো শত্রুর চর, এরূপ উচ্চ সম্মিলনে বাধা দেবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছিল। না,—আমার মনে সন্দেহ দূর হচ্ছে না। বালকের মুখমণ্ডলে সরলতার প্রতিভা বিকশিত, প্রফুল্ল নয়ন দেবভাবে প্রদীপ্ত !—না—না, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে !

[আলীইব্রাহিমের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

সুজাউদ্দৌলার শিবির।

সুজাউদ্দৌলা, মীরকাসিম ও সভাসদগণ।

সুজা। আজ হ'তে আপনি আমার ধর্ম্মভ্রাতা! ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে আজ আপনাকে আমি আলিঙ্গন কচ্ছি!—এই কোরাণ স্পর্শ ক'রে, আজ হ'তে উভয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ!!—অচিরে আপনাকে বঙ্গ-সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত কর্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা!

কাসিম। মহাশয়, আপনি বীর, বীরের ন্যায় আপনার সমস্ত কার্য্য। এ অসহায় অবস্থায় ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে সম্বোধন ক'রে আমায় কৃতার্থ কর্‌লেন! আমি কি ভাবায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বো! আমার ধন, প্রাণ, মন,—সমস্তই ভ্রাতৃচরণে অর্পণ কর্‌লেম।

সুজা। কি বলেন—কি বলেন! যেদিন আপনাকে বঙ্গ-সিংহাসনে পুনঃস্থাপন কর্‌তে পার্‌বো, সেই দিন আমার জীবন সার্থক! দেখুন—দেখুন, সাজাদা স্বয়ং আগত!

(সাহ্‌ আলমের প্রবেশ)

সাজাদা, আমরা ভ্রাতৃদ্বয়ে সাজাদাকে অভিবাদন কর্‌বার নিমিত্ত গমন কর্‌ছিলেম। সাজাদার সাতিশয় অনুগ্রহ!

কাসিম। দাস করজোড়ে দণ্ডায়মান, নজর গ্রহণ করুন্। (নজর প্রদান)

সুজা। (স্বগত) এ কি!—বাঙ্গলার নবাব কি রত্নের খনি;—এর এক একটী রত্নের বিনিময়ে এক একটী রাজ্য ক্রয় হয়!

সাহ। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, আমরা সাতিশয় সন্তোষ লাভ করলেম। চিন্তা দূর করুন, ইংরাজের পতন নিকট। যখন আমাদের আশ্রয়ে আপনি উপস্থিত হয়েছেন, বাঙ্গলার গদী আপনার করগত।

কাসিম। ক্রীতদাস চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

(তারার প্রবেশ)

তারা। সাজাদা, অযোধ্যাপতি, বঙ্গেশ্বর,—উদাসিনীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ভারতের স্বাধীনতা তোমাদের হস্তে, দুঃখিনী ভারত-মাতা তোমাদের মুখাপেক্ষী। আবার মোগল-কীর্ত্তি স্থাপিত হোক, আবার মোগল-কেতন শত্রুর ভয়োৎপাদন করুক, আবার উল্লসিত প্রজাপুঞ্জের জয়ধ্বনি—দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হোক, আবার ভারতশত্রু বিলুপ্ত হোক, আবার রাজলক্ষ্মী মোগলের আশ্রিতা হোন, আবার ভারত ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা হোক;—আবার কীর্ত্তি-স্তম্ভ ভারতে শান্তিস্থাপন করুক! তোমরা ভারতমাতার শেষ ভরসা! ভারতমাতার সকল আশা-ভরসা বিলুপ্ত!—মুমূর্ষু মাতার জীবন সঞ্চার করো, জয়যুক্ত হ'য়ে ভারতশাসন করো;—মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতে রক্ষা করো;—বীরের ন্যায় অগ্রসর হও, কীর্ত্তি তোমাদের আহ্বান কচ্ছে। কপটতা দূরে পরিহার করো, একতাবন্ধনে জন্মভূমির কার্য্যে জীবন অর্পণ করো, মোগল-কলঙ্ক—ভারত-কলঙ্ক—মোচন করো! কপটতায় ভারতের সর্ব্বনাশ হবে! স্বার্থ—কপটতা পদদলিত ক'রে বীর-কীর্ত্তি জগতে স্থাপিত করো!

[তারার প্রস্থান

সাহ। কে এ সন্ন্যাসিনী?

কাসিম। সাহান সা! অতি নির্ম্মল-আত্মা, স্বদেশ দুঃখে উদাসিনী; যথায় রোগ-শোক-সন্তাপ,—দেবদূতের ন্যায় তথায় ইনি উদয় হন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জনাব, ইংরাজ সেনাপতি [illegible] এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

সাহ। কি পত্র উজির?

সুজা। সাহান সা, ইংরেজ অতি দাম্ভিক। দম্ভ ক'রে পত্র লিখেছে, "মীরজাফরই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব, কাসিম আলী রাজ-বিদ্রোহী, ইংরাজ হত্যাকারী,—তাকে আশ্রয় দিলে আমার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হবে।" হাঁ—অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হবে নিশ্চয়। (দূতের প্রতি) ইংরাজ-দূত কোথায়?

দূত। শিবির-দ্বারে দণ্ডায়মান।

সুজা। সাহান সার সম্মুখে লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

ইংরাজ দর্প খর্ব্ব করা অচিরে কর্ত্তব্য।

(ইংরাজ দূতের প্রবেশ)

দূত, তোমার সেনাপতিকে ব'লো, যে অযোধ্যার নবাব বর্ব্বর ইংরাজের পত্র পদদলিত করে। দাম্ভিক অ্যাডাম্‌সকে জানাইও, যে ইংরাজ-নাম অচিরে ভারতে লুপ্ত হবে। জয় দিল্লীশ্বর সাহ আলমের জয়।

[ইংরাজদূতের প্রস্থান।

সকলে। জয় সাহ আলমের জয়! জয় সুজাউদ্দৌলার জয়!!! জয় কাসিম আলী খাঁর জয়!!! জয় ভারতের জয়!!!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আসমান।

সময় ও ক্রিয়াসঙ্গিনীগণ।

গীত।

ছিলাম, রহিব জানে তো সকলে,
আছি কি না আছি কে জানে।
অনুপল মিলি এ বিপুল কায়,
জেনেশুনে তবু কে মানে।
জনম মরণ নাহি নিরূপণ,
চলে মম ধারা নহে নিবারণ,
কভু নাহি ফিরি উজানে।
ভালমন্দ মাথা ছুটা পাথা বয়,
পাথসাটে কোথা কেবা স্থির রয়,
কত শত হয়, কত শত লয়,
বিহার বিপুল স্থানে।
নানা-রঙ্গিনী—ক্রিয়া-সঙ্গিনী,
ক্রিয়া মম পরিমাণ,
ক্রিয়ায় প্রচার, ভুবনে বিহার,
রবে না জীবন, ক্রিয়া সঙ্গিনী

হবে যবে অবসান ;
প্রিয়ার মুখশশী নাহি হেরিব জেনো,
প্রিয়ায় সঁপেছি প্রাণ,
প্রিয়ার আমার বাঁধাবাঁধি প্রাণে প্রাণে।
তাহারে বসায়ে রতন-আসনে,
যেতি আমোদ্যার কাসিমের সনে,
দেখ' পুনরায় কোথা ভেসে যায়,
দেখ কোথা যায় আমায় টানে ;
জানো বা না জানো সকল বারতা,
প্রিয়া মনে তাই প্রকাশি গানে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মীরজাফরের শিবির।

মীরজাফর, নন্দকুমার ও মণিবেগম

মীর। মহারাজ নন্দকুমার, সদ্‌যুক্তি এই—সুজাউদ্দৌলাকে পরামর্শ দেওয়া যাক, কাসিমআলীর বিস্তর অর্থ গোপনে আছে, সেই অর্থ হস্তগত করুন। এ কার্য্য সম্পাদন করা কঠিন হবে না, অর্থের লোভে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, তবে কত অর্থ—আর কোথায় আছে, এ সন্ধান এখনো প্রাপ্ত হয় নাই।

নন্দ। জনাব, আমার যুক্তি এই, কাসিমের কোষাধ্যক্ষ মীর সলিমানকে বশীভূত করা আর তার নিকটেই যে অধিকাংশ অর্থ আছে, তার সন্ধান সুজাউদ্দৌলাকে দেওয়া।

মীর। সদযুক্তিই করেছেন। এ কার্য্যে আমি উপযুক্ত ব্যক্তিই নিযুক্ত করেছি। সামসেরউদ্দীন সেই কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্তই অযোধ্যায় বিলম্ব কচ্চে। কিন্তু সহসা সে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। সুজাউদ্দৌলা, লোকলজ্জায় সহসা কাসিমের সহিত প্রকাশ্যে বিরোধ কর্‌তে পাচ্ছে না। কিন্তু সামসেরউদ্দীন যে উপায় করেছে, এবার প্রকাশ্য বিরোধ ঘট্‌বার সম্ভাবনা। তার পত্রে অবগত হলেম, যে তার উপদেশে সমরু, সুজাউদ্দৌলার নিকট প্রকাশ করেছে, যে পাটনা আক্রমণের সময়, যখন সুজাউদ্দৌলা পরাভূত হ'য়ে পলায়নপর হয়, তখন সমরুকে কাসিমআলী, সুজাউদ্দৌলার প্রাণবধ কর্‌তে আদেশ দিয়েছিলো।

[illegible]। কাসিমআলী যে সুজাউদ্দৌলাকে বধ কর্‌বার নিমিত্ত, সমরুকে আজ্ঞা দিয়েছিলো, এরূপ কল্পিত কথায় কি সুজাউদ্দৌলা প্রত্যয় কর্‌বে?

মীর। সম্ভব। সুজাউদ্দৌলার পাত্রমিত্রেরা আর সেরূপ উৎকোচ প্রাপ্ত হয় না। বুদ্ধিভ্রমে মীরকাসিম সাহআলমের পারিষদবর্গকেই অধিক অর্থ প্রদান কচ্চে, সেই নিমিত্ত সুজাউদ্দৌলার পারিষদবর্গ ক্ষুব্ধ। আর সুজাউদ্দৌলারও এ কথায় বিশ্বাস করা স্বার্থ; এই ছলে কাসিম-আলীর অর্থ অপহরণেরও সুযোগ পাবে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জনাব, সাহ আলমের শিবির হ'তে পত্র এসেছে।

মীর। মহারাজা, পত্রের মর্ম্ম আমায় সংক্ষেপে অবগত করুন।
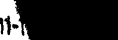
মণি। চেঁচিয়ে পড়ুন না,—সব শুনি।

মীর। ব্যস্ত হয়ো না—ব্যস্ত হয়ো না।—এ নৃত্যগীত নয়, রাজনৈতিক কার্য্য। এ গুর্‌গিনকে চটক দেখান, কি সামান্য সামান্য সেনা-নায়ককে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করা নয়।

মণি। এখন গদীতে বসেছ কি না, তাই টিট্‌কিরি দেওয়া হচ্ছে! আমি গুর্‌গিনকে চটক দেখাতে গিয়েছিলেম? তুমি বড় অধার্ম্মিক, এখন কথায় কথায় নানা ছুটায় তিরস্কার করো! চীৎপুরে যখন মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলে, তখন এই নর্ত্তকীই তোমার সিংহাসন আরোহণের পথ পরিষ্কার করেছে! এখন অহিফেনের প্রভাবে সব ভুলে গেছ।

মীর। না—না, তুমি ক্রুদ্ধ হচ্ছ কেন? এখন স্থির হ'য়ে সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হবে। ইংরাজের ভাব বুঝ্‌ছো না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছা—আর যুদ্ধ না হয়। হিন্দুস্থানে মোগলের প্রকৃত অবস্থা তারা অবগত নয়। তাদের উপস্থিত রাজ্য-লালসা নাই। সুজাউদ্দৌলাকে বলবান বিবেচনা করে; মোগলরাজ্য যে অন্তঃসার হীন, তা তাদের ধারণা নাই; সন্ধির জন্য তারা ব্যগ্র। এ বড় সঙ্কটের সময়! এখন সুজাউদ্দৌলার সহিত শত্রুতা যাতে স্থায়ী হয়, এর সম্পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। যদি মীরকাসিম, আমিয়ট ও ইংরাজ বন্দীদের না হত্যা করতো, তাহ'লে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের আদেশমত মীরকাসিমকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান কর্‌তো। আমার ভয়, পাছে সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি ক'রে আমায় সিংহাসনচ্যুত করে। বুঝেছ?—স্থির হও, সমস্ত বিষয় বিবেচনা কর্‌তে দাও। কৌশলে যে আমায় পরাজয় কর্‌তে সক্ষম, সে কূটবুদ্ধিতে সয়তানের প্রধান অনুচর! (নন্দকুমারের প্রতি) মহারাজ, পত্রের কি মর্ম্ম?

নন্দ। জনা[illegible]াবের পুনঃ পুনঃ জয়লাভে অতিশয় সন্তুষ্ট, সুযোগ হ'লেই [illegible]-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, আর জনাবকে বাঙ্‌লা-[illegible]র অধিকারী ব'লে স্বীকার করেছেন। আর তাঁর পত্রে [illegible] সহিত সুজাউদ্দৌলার বিরোধের ও আভাস পাওয়া যাচ্চে।

এ অতি সুসংবাদ! পত্র আমায় দেন, আমি সময়ান্তরে সাবধানে পাঠ কর্‌বো; এসময় সকল কথা প্রত্যয় করা উচিত নয়। আপনি আসুন, আমিও আরাম করিগে।

[মীর [illegible]কেন প্রস্থান

মহারাজ নন্দকুমার, উনি যে পরামর্শ হয় করুন, আপনি ইংরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে সম্মত করুন। অর্থবলে মীরকাসিমের সেনা-নায়কদের বশীভূত করেছিলেম, সেই অর্থবলে সুজাউদ্দৌলারও সেনানায়কদের বশীভূত করবো। আর কোষাধ্যক্ষ সলিমুল্লাকে গেরুয়া হয় বশ করুন, মীরকাসিমের সমস্ত অর্থ সুজাউদ্দৌলার করগত হোক। তাহ'লে তো নিশ্চিন্ত? ভারি ভুরি চক্ষু বুজে পরামর্শ ত এই! সহজে কার্য্য হাসিল করুন।

বেগম সাহেব, গোলামের কোনও প্রকার ত্রুটি হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর।

সলিমান ও সামসেরজঙ্গ।

সলিমান। আচ্ছা, আপনার এতে লাভ কি ?

সামসের। আমার লাভ আছে কি না জেনে, ম'শায়ের কিছু তো লাভ নাই। আমার প্রস্তাবে আপনার লাভ, না চিনির বলদ হ'য়ে কাসিম আলীর অর্থ রক্ষা করা লাভ, সেইটে বিবেচনা করুন। উপস্থিত নবাব মীরজাফর খাঁ আপনাকে যে রত্ন দিতে প্রস্তুত, তার মূল্য ন্যূনসংখ্যা তিন লক্ষ টাকা। আর কাসীম আলীর অর্থ উজির-নবাব বাহাদুরকে দিলে, তিনি তার দু'আনা আপনাকে দেবেন, এইরূপ আমার নিকট প্রতিশ্রুত।

সলি। আমার নিকট্‌তো সমস্ত অর্থ নাই, অধিকাংশ অর্থই মহম্মদ ইসাখের নিকট।

সাম। সে সম্বন্ধে তো মহাশয়ের নিকট কথা নয়। আপনার জিম্মায় অর্থের সম্বন্ধে মহাশয়ের সহিত কথা। দেখুন, বুঝুন,—শুনেছি মুষিকেরা গৃহপতনের পূর্ব্বে সে গৃহ ত্যাগ করে,—কাসিম আলীর পতন নিকট। সমরু প্রভৃতি সেনানায়কেরা উজির-নবাবের বশীভূত। মীর আবু আর আব অধিকাংশ নবাব-অমাত্যেরা নবাব উজিরের চরের স্বরূপ কাসিম আলীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কাসিম আলীর সহিত উজির নবাবের প্রকাণ্ড বিরোধ হলো ব'লে। এ অবস্থায় আপনার কি কর্ত্তব্য স্থির করুন।

আমি তো অর্থ উজির নবাবকে অর্পণ করবো, কিন্তু শেষে যদি বঞ্চিত হই ?

ধরুন, যদি বঞ্চিত হ'ন, নবাব মীর জাফরের তিনলক্ষ মূল্যের রত্নাদিতে তো বঞ্চিত হচ্ছেন না ? ইচ্ছা করেন, এই দণ্ডে গ্রহণ করুন। আর আমার কথায় যদি প্রত্যয় করেন, উজির-নবাব কদাচ আপনাকে বঞ্চিত ক'রবেন না। তার কারণ, আপনাকে বঞ্চিত করলে, অপরাপর কাসিম আলীর পক্ষীয় ব্যক্তি যাঁকে প্রলোভন দ্বারা নিজ পক্ষে গ্রহণ কচ্ছেন, আপনার সহিত শঠতা করলে, তাদেরও বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। বলুন—আপনি প্রস্তুত কি না ?—আমার সময় নাই।

আমি প্রস্তুত—প্রস্তুত।

এই জহরত গ্রহণ করুন, এর মূল্য আপনি অবগত। (রত্নপ্রদান

সেলাম—সেলাম, বড় বাধিত হলেম! আমি চল্লেম, আজই জহরৎ ল'য়ে উজির-নবাবকে অর্পণ করবো।

[সলিমানের প্রস্থান

কাসিমআলী! তোমার সর্ব্বনাশে বোধ হয় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হবো। কেবল তোমার সর্ব্বনাশ কেন ? নিজের সর্ব্বনাশ, নিজের বংশধরগণের সর্ব্বনাশ, বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হবো! এই যে সাজাদা ছদ্মবেশে আগত।

(সাহ আলমের প্রবেশ)

সাহ। কি—কি—সংবাদ কি ? তোমার কথামত গোপনে এসেছি।

সম। জাঁহাপনা, আমায় মার্জ্জনা করুন, জাঁহাপনার পারিষদবর্গের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। জাঁহাপনার

শিবির গুপ্ত মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান নয়। এই জন্যই ক্রীতদাস আপনাকে ক্লেশ দিয়েছে।

সাহ। যাক—যাক,—সে জন্য চিন্তিত হয়ো না, সে জন্য চিন্তিত হয়ো না। কি কথা বলো?

সাম। জাঁহাপনা, বিবেচনা ক'রে দেখুন, এ স্থলে তো উজির-নবাবের একরূপ বন্দী অবস্থায় জাঁহাপনা অবস্থান কচ্ছেন? জাঁহাপনার স্বাধীন ইচ্ছা চলে না! ইংরাজ আপনাকে দিল্লীর সিংহাসন দিতে প্রস্তুত; জাঁহাপনা উজির নবাবের পক্ষ ত্যাগ করুন।

সাহ। কিরূপে ত্যাগ করবো?

সাম। বক্সারে যুদ্ধ উপস্থিত। আপনার সৈন্যেরা উজির-নবাবের না সাহায্য করে; আর নবাব মীরজাফরকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সনন্দ প্রদান করুন।

সাহ। আমি তো সে সম্বন্ধে মীরজাফর খাঁকে পত্র লিখেছি।

সাম। জাঁহাপনার অনুগ্রহ। এখন উজির নবাব হ'তে সতর্ক থাকুন। তাঁর ইচ্ছা স্বয়ং দিল্লীশ্বর হন। সময়ে সময়ে তাঁর মন্তব্য গোলাম জাঁহাপনাকে অবগত করবে, জাঁহাপনাও গোলামের উপদেশ গ্রহণ করলে গোলাম কৃতার্থ হবে। আর ইংরাজও জাঁহাপনাকে নিশ্চয় দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করবে। জাঁহাপনা প্রত্যাগমন করুন, বিলম্ব করা উচিত নয়।

সাহ। বটে—বটে—ঠিক বলেছ! উজিরের মন্তব্য ভাল নয়। তুমি আমার পরম বন্ধু, কার্য্যসিদ্ধি হোক, তোমায় আমি উজিরী দেবো।

সাম। সেলাম।

[সাহ আলমের প্রস্থান।

(স্বগত) কাসিম, তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছি, আর আমার অধিক কার্য্য বাকী নাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুজাউদ্দৌলার শিবির।

সুজাউদ্দৌলা ও সমরু।

সুজা। কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? শোনো,—আমি কাসিম আলীর অর্থের সন্ধান পেয়েই তারে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হই। যে দিন সাহাজাদাকে আর আমাকে উপঢৌকন দেয়, সেই দিনই বুঝেছিলেম যে বাঙ্গলার নবাব রত্নের খনি, যেরূপে পারি, সেই রত্ন সংগ্রহ কর্‌বো। এই অভিপ্রায়ে মহা সমাদরে তারে স্থান দিয়েছিলেম। সে সময় জান তো, বুন্দেলখণ্ডের রাজা আমার সহিত বিরোধ কর্‌তে অগ্রসর হয়েছিলো। আমি কাসিম আলীকে বল্‌লেম,—"বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে দমন না ক'রে, আমি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে পারবো না"। কাসিম আলী, বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে স্বয়ং দমন কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়। আমি ভেবেছিলেম—ওর সব অর্থ আমার কাছে রেখে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধে হেরে আস্‌বে, তখন একটা গোলযোগ ক'রে হয় বন্দী কর্‌বো, নয় বিতাড়িত কর্‌বো। ও যে অর্থ সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর যুদ্ধে জিতে আস্‌বে, এ আমার ধারণা ছিল না।

সমরু। কাসিমআলী তেমন, আপনার কাছে টাকা রেখে যাবে। তার পর কাসিমআলী লড়াই জিতে এলো, এ সব তো গোলাম জানে, গোলাম তো লড়াইয়ে ছিলো। এটা গোলাম বুঝ্‌তে পারে না,—কাসিম আলী ফিরে এলো, তারপর উজির-নবাব, কাসিমআলীর সাথ [illegible] পাটনা কেন ইংরাজের ঠেঙে ছিনিয়ে নিতে গেলেন?

সুজা। স্থির হ'য়ে শোনো—আমার মন্তব্য বোল্‌বো,—আমি ভেবেছিলেম, কাসিম আলীর সহিত মিলিত হ'য়ে ইংরাজকে পরাজয় ক'রে, স্বয়ং বাঙ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকারী হবো,—কাসিম আলীকে করপ্রদ নবাব রাখ্‌বো। কাসিম আলী যদি পাটনা উদ্ধারের সময়, সমরক্ষেত্রে না পেছিয়ে থাক্‌তো, আমার সাহায্যে অগ্রসর হ'তো, তাহ'লে নিশ্চয় আমি জয়লাভ করতেম্;—আমার অভিসন্ধি সিদ্ধ হ'তো।

সমরু। হ্যাঁ হ্যাঁ হাম বুঝলো।—পেছিয়ে ছিলো, তাতে ওর দোষ নাই। ঝড় উঠ্‌লো, ও দুশমন ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লে না।

সুজা। এখন আমার অভিপ্রায়, ইংরাজ বক্সারে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের পরাজয় ক'রে বাঙ্গলার গদী গ্রহণ কর্‌বো, এই নিমিত্ত তোমার সাহায্য চাই।—তুমি কাসিম আলীকে পরিত্যাগ ক'রে আমার সৈন্যদল ভুক্ত হও।

সমরু। আমি তো জনাবের কাছে শিরটে বেচেছে!

সুজা। যদি যুদ্ধে জয় হয়, বিশ লক্ষ টাকা মুনফার তালুক তোমায় অর্পণ কর্‌বো,—অগ্রেই তার লিখিত সনন্দ লও।

সমরু। জনাবের মর্জ্জি, জনাবের মর্জ্জি! গোলাম সব কাজ ফতে কর্‌বে। তা দেখেন, এখন হামার কথাটা শুনিয়ে লেন,—কাসিম আলীর

তারে উপদেশ দেন। সে কথা আর ধরি না এখন সৈন্যের তঙ্কার কি বলুন?

কাসিম। মহাশয়, আমরা পাটনা অধিকার করতে অক্ষম হলেম, বিহার হ'তে কর আদায় ক'রে তঙ্কা দেবার কথা। তার উপর বাধ্য হ'য়ে অজস্র অর্থব্যয় কর্‌চি, তাতে আমার রাজ... !
সর্ব্বস্ব অপহৃত। আপনি আমায় পরী...
রাজা !
কিছুই বুঝ্‌তে
বাক্য কি
আলি...

প্রতারণাপরায়ণ আত্মীয়স্বজন,
প্রতারক সৈন্যাধ্যক্ষচয়,
প্রতারক পারিষদ-কর্ম্মচারীগণে,
প্রতারক আশ্রয় প্রদানকারী!
হায়, এইরূপ বালক সিরাজ
হয়েছিলো প্রতারিত!
সে সময় হ'তে—
প্রতারণা-শিক্ষা প্রচারিত,
প্রতারণা-শিক্ষাদাতা আমি!
বিফল আক্ষেপ!
প্রবাহিত সময় প্রবাহ,
ফিরিবেনা আর;—
অনুতাপে কার্য্য ফল না হবে মোচন!
স্বপ্নসম তিরোহিত সকলি জীবনে,—
দুঃস্বপ্ন-প্রবাহ এ জীবন,
দুঃস্বপন মুকুট ধারণ,
দুঃস্বপ্ন উদ্যম,

রাজধানী হবে। মীর কাসিমকে উপস্থিত বন্দী ক'রে রাখ্‌বো। যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, তখন মীরকাসিমকে ইংরাজ-করে অর্পণ ক'রে, ইংরাজের সহিত সন্ধির চেষ্টা পাব।

আব্দ। কিন্তু মীরকাসিম যেরূপ ভৎ'সিত হ'লো, বোধ হয় আজই ... ন্দি ল'য়ে, শিবির ভঙ্গ ক'রে, সম্ভবতঃ রোহিলখণ্ডে গেছে ... আপনার নিকটে সলিমানের বিরুদ্ধে আবেদন

সুজা। নবাব- ... দি আবেদন অগ্রাহ্য হয় সম্পত্তি অপহরণ করে ... সম্পত্তি প্রদান কর্‌তে বলুন।

সুজা। হাঁ এসেছেন—ভালই হয়েছে। সমস্ত ... আপনার কথা, তা আজও দেন নাই। আর আপনার ... কতক যুদ্ধজয়, সৈন্য সজ্জিত ক'রে পাটনা উদ্ধারের নিমি... গৃহে সহিত যুদ্ধ কর্‌তে কেন অগ্রসর হয়েছিলেন? ... সাহায্য পাব না জান্‌তেম, তাহ'লে সাবধানে ইংরা... ন। কর্‌তেম; আমি স্বয়ং রণ জয় কর্‌তেম এরূপ পরাজয় ... ময়-

কাসিম। সমস্ত অবস্থা অবগত হ'য়ে, যদি বার বার আমায় এ... করেন, আমি নিরুপায়। আমি পুনঃ পুনঃ নিবেদন ... রণস্থলে যখন আপনার সৈন্য পশ্চাদ্‌পদ হয়, প্রবল ঝ... ধূলিরাশি উত্থিত হয়েছিলো,—সে সময় শত্রু-মিত্র ... অসাধ্য,—এই নিমিত্ত নিরস্ত ছিলেম। যখন অগ্রসর হ'... হলেম, তখন আপনি রণস্থল হ'তে প্রত্যাগমন কচ্ছেন;—পথিমধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ।

সুজা। যাক—যাক—যা হ'য়ে গেছে, তার আর কথা কি! আপনার ব্যবহারে সমক্ষ বলে কি জানেন, যে আপনি আমার প্রাণবধ কর্‌তে

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির-সম্মুখ।

(ফকীরের বেশে মীর কাশিম)

অযোধ্যায় ফুরাল সকলি;
রাজ্য আশা অতল সলিলে!
যথা যাই তথা প্রতারণা!
প্রতারণাপরায়ণ আত্মীয় স্বজন,
প্রতারক সৈন্যাধ্যক্ষচয়,
প্রতারক পারিষদ-কর্ম্মচারীগণে,
প্রতারক আশ্রয় প্রদানকারী!
হায়, এইরূপ বালক সিরাজ
হয়েছিলো প্রতারিত!
সে সময় হ'তে—
প্রতারণা-শিক্ষা প্রচারিত,
প্রতারণা-শিক্ষাদাতা আমি!
বিফল আক্ষেপ!
প্রবাহিত সময় প্রবাহ,
ফিরিবেনা আর;—
অনুতাপে কার্য্য ফল না হবে মোচন!
স্বপ্নসম তিরোহিত সকলি জীবনে,—
দুঃস্বপ্ন-প্রবাহ এ জীবন,
দুঃস্বপন মুকুট ধারণ,
দুঃস্বপ্ন উদ্যম,

দুঃস্বপন স্বাধীনতা-তৃষ্ণা !
প্রজার মঙ্গল দুঃস্বপন !!
দেখি এবে স্বপ্নধারা বহে কোন্‌দিকে !
ছিল শিরে মুকুট শোভন,
এবে ফকীরের নগ্নশির পরিবর্ত্তে তার।
আজ এই যোগ্য পরিচ্ছদ মম ;
একাকী বান্ধবহীন বিপুল কান্তারে।

(আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আলী। জনাব, একি রহস্য ?

কাসিম। নহে এই রহস্য নূতন।
ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ
করেছিল বালক সিরাজ !
ত্যজি রাজ-পরিচ্ছদ
ভিকারীর বেশে, ফকীর-আবাসে,
এসেছিল ক্ষুধার তাড়নে।
রাজ-রাজেশ্বরে —
করিলাম বন্দী দম্ভভরে।
দেখি কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত তার
হয় যদি ফকীরি গ্রহণে।
কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত কিবা ?
প্রকৃত ফকীর আমি ;—
ধনজন-সম্পত্তি-বিহীন
ফকীর—ফকীর বেশধারী,
নহে এ তো রহস্য নূতন !

আলী। এ কি! গোলাম আত্মহারা হচ্ছে! কৃপা ক'রে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করুণ। যদি জনাব ফকীর হ'য়ে থাকেন, ক্রীতদাসও আজ হ'তে ফকীর।

কাসিম। আলী! সহিয়াছি অশেষ যাতনা
বাঙ্গলায় নবাবী গ্রহণে;
কিন্তু যে যন্ত্রণা সহিলাম রাজার আশ্রয়ে -
সহিয়াছি ইতিপূর্ব্বে যত—
বিন্দু সম সিন্ধু তুলনায়!
ভ্রাতৃভাবে প্রথমে গ্রহণ,
ক্রমে হতাদর, উপেক্ষা তৎপরে,
আজি প্রকাশ্য সভায়—
সহিলাম কঠিন ভৎর্সনা।
নিশ্চয় এ দেহ মম পাষাণে নির্ম্মিত,
নহে হ'ত বিদারিত
আরোপিত ঘোর অপবাদে!
শুনিলাম সভাস্থলে,—
উজিরের নিধন সাধন সঙ্কল্প আমার।
ধূর্ত্ত সলিমান,
করি মম সর্ব্বস্ব হরণ
করিয়াছে উজিরের আশ্রয় গ্রহণ।
জানাইতে আবেদন উজির সমীপে
বিধিমতে হই তিরস্কৃত।
বুঝিলাম,—
উজিরের অনুচর ধূর্ত্ত সলিমান।

নিঃস্ব আমি;
ফকীরি ব্যতীত এবে কিবা পন্থা আর!
হতেছে বিস্ময়—
বন্দী নহি কিহেতু এখন';
কেন শত্রু-করে হইনি অর্পিত।
ভাই ইব্রাহিম,
দেহ বিদায় আমায়;
রেখো কভু অভাগারে মনে।
এক ভার অর্পি তব করে;—
এখনো কিঞ্চিৎ অর্থ রেখেছি গোপনে;
ফকীর শিক্ষিত সেনা আছে কয়জন—
ছিল মম শরীর-রক্ষক তারা—
যথাযোগ্য দে সবারে ক'রো পুরস্কৃত।
এনে দিই অর্থ তব করে।

[মীর কাসিমের পটমণ্ডপে প্রবেশ

(সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ)

সুজা। এই যে আলী ইব্রাহিম, নবাব কোথায়?

ইব্রা। উজির নবাব বাহাদুর! কোন্ নবাবের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন?

সুজা। কি, তুমি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করো? সাবধানে কথা কও!

আলী। উজির নবাব বাহাদুর, আমি কি নিমিত্ত সাবধানে কথা কবো? আমার হৃদয়ে মিথ্যা নাই, কপটতা নাই, বিশ্বাসভঙ্গের ছায়ামাত্র নাই, কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ ভঙ্গ করি নাই, কোরাণ-বাক্যে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করি, আশ্রিতের সহিত প্রতারণা করি নাই, ছলনায়

নবাবকে ফকীর করি নাই। তবে এক গুরুতর অপরাধ করেছি আমার প্রভু, আমার প্রতিপালক, অন্নদাতা, সম্মানদাতা নবাবকে কপটাচারীর আশ্রয়ে এনে, ফকীর বেশ ধারণ করিয়েছি। কিন্তু আমার অপরাধ জ্ঞানকৃত নয়, ঈশ্বর আমায় মার্জ্জনা করবেন আপনার নিকট যদি দণ্ডিত হই, সে আমার প্রার্থনীয়, তা'হলে আমার পাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমায় সাবধান হ'তে বৃথা আজ্ঞা কচ্ছেন, আমার সাবধান হবার প্রয়োজন নাই; আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভয় করি, আমার অন্য ভয় নাই।

আলী ইব্রাহিম, তুমি আমার প্রতি অহেতু দোষারোপ কচ্ছ। আমি নবাবকে ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে সম্বোধন করেছি, নবাব আমার ধর্ম্মভ্রাতা। কিন্তু সহোদর ভ্রাতায় পরস্পর কথান্তর হ'য়ে থাকে। তার নিমিত্ত ক্রোধ ক'রে ফকীরি গ্রহণ উচিত নয়,— আমায় জন-সমাজে কলঙ্কিত করা উচিত নয়।

(মীর কাসিমের পুনঃ প্রবেশ)

আমি আপনার মন পরীক্ষা করছিলেম, তা আপনি বোঝেন নাই। অন্দিকের উভয়ের কপট পারিষদেরা, আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য ঘটাবার চেষ্টা পাচ্ছে। আপনার মনোমালিন্য ঘটেছে কি না, সেই জানবার নিমিত্ত সভায় কপটাচার ক'রেছিলেম। বুঝলেম আপনার মনোমালিন্য ঘটেছে;—সেইজন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। পুনর্ব্বার রাজবেশ গ্রহণ করুন। আলী, ওঁর মুকুট আনো, আমি স্বহস্তে ওঁকে পরিয়ে দিই।

উজির-নবাব বাহাদুর, বর্ব্বর গোলামের প্রতি মার্জ্জনা আজ্ঞা

হয়,—জনাবের এরূপ উচ্চঅন্তঃকরণ, আমি হীন ব্যক্তি, আমার উপলব্ধি হয় নাই। আমি মুকুট আনছি।

পটমণ্ডপে প্রবেশ।

সুজা। বঙ্গেশ্বর, নীরব কেন? ধর্ম্মভ্রাতাকে আলিঙ্গন প্রদান করুন। আপনার বিবেচনায় কি আমি এতই বর্ব্বর, যে আপনি আমার প্রাণ সংহার কর্‌বার আদেশ দিয়েছেন বিশ্বাস কর্‌বো? কেন, আপনার এতে স্বার্থ কি? আমরা উভয় ভ্রাতা একত্র হ'য়ে শত্রু দমন কর্‌বো।

কাসিম। নবাব-উজির, সত্যই আমার মতিভ্রম হয়েছে। আপনি কোরাণ স্পর্শ ক'রে ধর্ম্মভ্রাতা ব'লে আমায় আলিঙ্গন দিয়েছিলেন, তা আমি বিস্মৃত হয়েছিলেম। দুর্দ্দশায় মতিচ্ছন্ন হয়, এ আপনার অবিদিত নাই।

(নবাব-পরিচ্ছদ লইয়া আলী ইব্রাহিমের পুনঃ প্রবেশ)

সুজা। (মুকুট লইয়া) ভ্রাতঃ, তোমার ধর্ম্মভ্রাতা তোমার মস্তক মুকুটে ভূষিত কচ্চে, এ মুকুট চিরস্থায়ী হবে। প্রস্তুত হোন, দূত মুখে সংবাদ পেলেম, ইংরেজ বক্সার অভিমুখে আগত, আমরা তাদের প্রতিরোধ কর্‌বো। চল্লেম, মনোমালিন্য দূর করুন।

কাসিম। বার বার এরূপ কথায় আমি অপ্রতিভ হই।

[সুজাউদ্দৌলার প্রস্থান

আলী, বুঝেছ কি? কপট এ মুকুট প্রদান!
কিন্তু না জানি কি মনের গঠন,
আশা নারি করিতে বর্জ্জন,

ইংরাজ-বিদ্বেষ, অগ্নিসম জলে হৃদি !
বুঝেছি নিশ্চয়—
পাথার মাঝারে, ক্ষীণ তৃণ আজ্ঞা আমার।
লোকাচার ভয়ে ক'রে গেল সৌহার্দ্দ স্থাপন।
কিন্তু তবু দেখি—কিবা হয় শেষ ;
দেখিব যদ্যপি থাকে উপায় এখনো ;
স্বদেশমমতা হৃদিমাঝে এখনো প্রবল ;
দেখি কিবা পরিণাম।

[মীরকা সমের প্রস্থান

(সামসেরউদ্দীনের প্রবেশ)

আলী ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর !

কে আপনি ?

আমায় চিনছেন না কেন ? আমি সামসেরউদ্দীন—আপনার শত্রু, আপনার প্রভুর শত্রু, দেশের শত্রু,—নবাব মীরজাফর খাঁর গোলাম। আপনার প্রভুর কার্য্য করুন, আমায় বধ করুন।

আপনি হেথায় কি নিমিত্ত ?

আপনার প্রভুর সর্ব্বনাশের নিমিত্ত। আমার প্রভু মীরজাফরের আজ্ঞায় সাহ আলমের নিকট প্রেরিত হয়েছি, সুজাউদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হয়েছি। উভয়কে উভয়ের শত্রু করা আমার প্রতি আদেশ ছিল, সে আদেশ সম্পন্ন হয়েছে ; আর তোমার প্রভুরও সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হয়েছি ; আমার দৌত্যকার্য্য সিদ্ধ হয়েছে, মরণের অবকাশ হয়েছে, আমায় বধ করুন। এক অনুরোধ, আমায় এই পত্রখানি নবাব মীরজাফর খাঁর নিকট প্রেরণ করবেন। এতে

অপর কিছু লেখা নাই,—কেবল মাত্র এই লেখা, যে তাঁর কার্য্য আমি যথাসাধ্য করেছি। এখন আমায় বধ করুন।

আলী। মহাশয় অতিশয় অনুতপ্ত হয়েছেন নিশ্চয়, সেই নিমিত্ত মৃত্যু প্রার্থনা কচ্ছেন। কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষা অপর উচ্চ প্রায়শ্চিত্ত আছে। যদি এরূপ কুৎসিৎ স্বদেশদ্রোহিতা-অপরাধে লিপ্ত হ'য়ে থাকেন, স্বদেশ-হিতসাধনে প্রবৃত্ত হোন; আমার প্রভুর পক্ষ হ'য়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য করেছেন, তা প্রতিরোধ কর্‌বার চেষ্টা করুন। ও অপেক্ষা আপনার মহৎ অন্তঃকরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে?

সাম। মহাশয়, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি অক্ষম; আমার বল-হীন হৃদয়। মীরজাফর আমার বাল্যবন্ধু, তাঁরই অনুগ্রহে আমি বহু সম্মানিত, তাঁর কার্য্য পরিত্যাগ করা আমার সাধ্য নাই। কিন্তু গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তও আবশ্যক; সেই নিমিত্ত মৃত্যু কামনা কচ্ছি। আত্মহত্যা কোরাণের নিষেধ; তাই আপনার নিকট মৃত্যু কামনা ক'রে উপস্থিত হয়েছি। কে জানে কেন মতিভ্রম জন্মাচ্ছে, কেন কাসিম আলীর জন্য ব্যথিত হচ্ছি। জান্‌বেন লোকভয়ে বা ধর্ম্মভয়ে আজও মীর কাসিম ইংরাজ-হস্তে অর্পিত হন নাই; কিন্তু কতদিন আর এ বাধা থাক্‌বে জানি না। সম্পূর্ণ মনোমালিন্য ইতিপূর্ব্বে ঘটেছিলো, ভদ্রতার আবরণও দূর হয়েছে। কাসিম আলী যেন তিলমাত্র আর এ স্থানে অবস্থান না করেন। আমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌বেন না, অদ্য রাত্রে দেখ্‌বেন, সমরুর সেনারা বেতনের নিমিত্ত দ্বন্দ্ব উপস্থিত ক'রে তাঁরে বন্দী কর্‌বে।

আলী। ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণ কর্‌বে?

সাম। না, বন্দী অবস্থায় রাখ্‌বে। উপস্থিত ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণ

করা অভিপ্রায় নয়, লুণ্ঠনই অভিপ্রায়, পরে যেরূপ হয়। কাসেম আলীর পরিবর্ত্তে আপনি শিবিরে থাকলে আমার কথার প্রমাণ পাবেন। আমার বধ সাধনে যদি আপনি অসম্মত হন, আমি চল্লেম। আপনি ধার্ম্মিক, যে প্রায়শ্চিত্ত আজ্ঞা করেছেন, সে প্রায়শ্চিত্তে আমি অক্ষম; মীরজাফরের কার্য্য নষ্ট আমার দ্বারা হবে না। রাজদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহীর মৃত্যু ভিন্ন অপর কি প্রায়শ্চিত্ত আছে জানেন? সেলাম, আমি চল্লেম। আমার কলুষিত আত্মার নিমিত্ত কখনো কখনো প্যাগম্বরের নিকট প্রার্থনা করবেন। আমি চল্লেম, আমার সংসর্গে আপনার অন্তঃকরণও মলিন হবে।

আপনার প্রতি দোষারোপ করতে আমি সক্ষম নই যে দিন ইংরাজ বন্দীর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, সেই দিন নবাবের কার্য্য পরিত্যাগ করবো ভেবেছিলেম, কিন্তু পারি নাই। আপনিও কেন মীরজাফর খাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন না, তা আমার উপলব্ধি হয়েছে। আপনি আসুন—সেলাম।

সামরু। সেলাম।

[উভয়ের ভিন্নদিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

মীর কাসিম নিদ্রিত।

(বেগে আলী ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আলী। সমরুই শত্রু, নবাবকে কিরূপে রক্ষা করবো! জনাব উঠুন, পলায়ন করুন, সমরু আপনাকে বন্দী করতে আস্‌ছে।

কাসিম। কি—কি?

আলী। কথার সময় নাই শীঘ্র পলায়ন করুন।

নেপথ্যে। যাও—ঘুসো,—ভয় কেয়া!

আলী। জনাব, শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে পলায়ন করুন।

কাসিম। আলী, আর কুকুরের ন্যায় পলায়নের প্রয়োজন নাই।

(সৈন্যগণসহ সমরুর প্রবেশ)

সমরু। আর পালাবে কোথায়? ধরো—বাঁধো—

আলী। আরে নারকী ক্রীতদাস!

সমরু। এই যে আলী ইব্রাহিম সাহেব, কাসিম আলীর পিছে আর কেন ঘুর্‌ছো? উজির-বাহাদুরের কামটা নিয়ে নাও, তোমায় দাওয়ানি দিবে ব'লেছে।

আলী। আরে পাঁচাত্মা ম্লেচ্ছ, খোদা তোদের কি নিমিত্ত নরাকারে নির্ম্মাণ করেছে! শয়তান-অনুচরেরাও শয়তানের বশীভূত, শয়তানের আজ্ঞাবাহী। তোরা কোন্ দানবের বংশ? পশুমধ্যে তোদের সমকক্ষ পশু নাই! শয়তান-রাজ্যে তোর সমকক্ষ নাই! হীন, পথের

ভিখারী, নবাব-কৃপায় আমীরের আমীর হয়েছিস, তা একবার স্মরণ কচ্ছিস নি? নবাব-কৃপায় তোর মান, মর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, তা তোর একবার মনে স্থান পাচ্ছে না? আমি নিশ্চয় বলছি, সয়তান বিস্মিত হ'য়ে তোর কার্য্য দেখ্‌ছে; সয়তানের মস্তিষ্কেও এত বিশ্বাসঘাতকতা নাই! ম্লেচ্ছ, কৃতঘ্নের প্রতিমূর্ত্তি,—তোর মৃত্যু নিকট।

[সমরুর সহিত আলীর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও সমরুকসৈন্যগণের মীর কাসিমকে আক্রমণ; মীর কাসিমের অসি অর্দ্ধ উন্মুক্ত করিয়া পুনরায় কোষে স্থাপন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান এবং সমরুসৈন্যগণের মীর কাসিমকে বন্দী করণ।]

কাসিম। (স্বগত) সুজাউদ্দৌলা, তুমি যথার্থ মুসলমান, যথার্থ কোরাণ স্পর্শ ক'রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দিয়েছ!

[মীর কাসিমকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন।

পথ।

(সমরু, ও মীর কাসিমকে টানিয়া সৈন্যগণের প্রবেশ)

সমরু। আরে টানিয়া লে চল। ফলবের টাকা দিতে পারে না, নবাবী করে—লম্বা বাৎ ছাড়ে! লে চল—টানিয়া লে চল।

কাসিম। সমরু তুমি কি জাত? তুমি তোমায় ফরাসী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে। নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমানের সংযোগে তোমার জন্ম, হিন্দু-

মুসলমানের শোণিত-অস্থি তোমার দেহে, নচেৎ এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা, হিন্দু-মুসলমান হ'তেও সম্ভব নয়।

সমরু। আরে চল—চল—অন্ধকার ঘরে ব'সে নবাবী করবে। (সৈন্য-গণের প্রতি) জেনানা তাঁবু লোটো—

কাসিম। সমরু, তোমাদের যেরূপ বিশ্বাস করেছিলেম, স্বদেশী, স্বজাতিকে সেরূপ বিশ্বাস করি নাই, তার প্রতিফল পেলেম। সমরু, একটী কথার কি স্বরূপ উত্তর দেবে? নবাব-উজির কি তোমায় আজ্ঞা দিয়াছেন?

সমরু। আরে চলো—চলো, বক্-বক্ করবার তোমার ফুরসৎ আছে, সমরুর নাই।

(মীরকাসিমকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

শয্যা-শায়িত আহত আলী ইব্রাহিম ও সম্মুখে বালকবেশী বেগম।

আলী। আমি কি জীবিত? এখনো আল্লা আমায় তাঁর রাজ্যে স্থান দিয়েছেন,—এখনো পৃথিবীতে আছি, এখনো সয়তানের অধিকারে যাই নাই! বালক, তুমি কে? কেন আমার শুশ্রূষা কচ্ছ? আমার নিকট হ'তে যাও, আমার সংসর্গে কলুষিত হবে।

বেগম। বাবা তুমি কেন অনুতাপ কচ্ছ?

আলী। কেন অনুতাপ কচ্ছি? কই অনুতাপ কচ্ছি? নরকানলে এখনো দগ্ধ হই নাই! এখনো গৃধিনী আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে নাই। আমি বন্ধুদ্রোহী, প্রভুদ্রোহী, রাজদ্রোহী। আমি আমার আশ্রয়দাতা পুরুষসিংহকে এনে, কিরাতের পিঞ্জরাবদ্ধ করেছি, স্বদেশবৎসল রাজ্যেশ্বরকে পাষণ্ডের অতিথি করেছি। আমার মন্ত্রণায় রাজ্যেশ্বর কারাবাসে, আমার মন্ত্রণায় রাজ্যেশ্বর বিষণ্ণ! এ কলঙ্ক আমার কি অপনীত হবে? এ স্মৃতি কি আমার মৃত্যুতে লোপ হবে? বালক, তোমার শুশ্রূষা আমার তিরস্কার! তুমি পাষণ্ডদলন ব'লে আমার নিকট পরিচয় দিয়েছিলে, কিন্তু কই তোমার সে দলন শক্তি কই? আমার শুশ্রূষা করো না, যদি তোমার নিকট অস্ত্র থাকে, আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত ক'রে আমার যন্ত্রণার অবসান করো।

বেগ। বীরবর, তুমি কেন অহেতুক আত্মগ্লানি কচ্ছ? যা' মনুষ্যেতে অসম্ভব, তা' তোমাতে সম্ভব হয়েছে; তুমি কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্ত্তি, সত্যবাদী, সরলতা তোমার জীবন, তুমি কুটীলের কুটীলতা ভেদ করতে পার নাই, এ নিমিত্ত আক্ষেপ করো না। তুমি প্রকৃত মুসলমান। মুসলমান যে কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে, এ তোমার নির্ম্মল-হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ করবে? তুমি নবাবের রক্ষার্থে একাকী সহস্র সৈন্য বিমুখ করেছ! তোমার কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটি হয় নাই; এখনো তোমার দ্বারা নবাবের মুক্তি সাধন হ'তে পারে। তুমি স্থির হও, আমার কথা শোনো, এখনি নবাবের উদ্ধার সাধনে সক্ষম হবে।

আলী। বালক—বালক, বৃথা আশা আমায় দিয়ো না, মরুভূমে সুশীতল বারি কেন বর্ষণ কচ্ছ? তুমি আমায় প্রতারিত করো না, তোমার

কথায় আমার জীবনের সাধ হচ্ছে,—বলো, কিরূপে নবাবকে উদ্ধার করবো?

বেগম। সমরু এখনি তোমার নিকট গুপ্ত-ধন অন্বেষণে আস্‌বে। তুমি তারে বলো, যে সুজাউদ্দৌলা মীর কাসিমকে বন্দী করেছে, তার কারণ, যদি বক্সার যুদ্ধে পরাজয় হয়, সমরুকে আর নবাবকে ইংরাজ-করে সমর্পণ ক'রে সন্ধি স্থাপন করবে। এই কথায় যদি তুমি সমরুর প্রতীতি জন্মাতে পারো, তাহ'লে সমরুর দ্বারা তোমার প্রভু মুক্তিলাভ করবেন।

আলী। যাও—যাও, তুমি সমরুকে নিয়ে এসো; আর আমার মিথ্যা বল্‌তে ভয় নাই, আর আমার প্রবঞ্চনা কর্‌তে ভয় নাই, আর আমার কোন মহাপাপে ভয় নাই; নবাবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি সকল দুষ্কর্মে সম্মত। যাও, যাও—সমরুকে নিয়ে এসো।

বেগম। তোমার মিথ্যা বল্‌বার প্রয়োজন নাই। যেরূপ বল্লেম, নবাব-উজিরের সত্যই সেইরূপ অভিপ্রায়। সমরু আস্‌ছে, আমিও তোমায় সাহায্য করবো।

আলী। মিথ্যা হোক, কপটতা হোক, আমি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নই, সমরুকে নিয়ে এসো।

বেগম। স্থির হও, সমরু আস্‌ছে।

(সমরুর প্রবেশ)

সমরু। এই যে আলী ইব্রাহিম শুয়ে আছে। তুমি খুব তলোয়ারবাজ, হামি দেখ্‌লা, আমার একশো তৈলিঙ্গি ফৌজ খা'ল করিয়াছ। তেখন আমি নবাবকে ধরিতে ব্যস্ত ছিলাম, তোমার কিছু করিতে পারি নাই, এখন এসেছি। তোমার জিম্মায় নবাবের কি আছে দাও,

তাহ'লে প্রাণেও বাঁচবে। নইলে সমরুর তলোয়ার মেয়ে বাঁচে না ছেলে বাঁচে না, বুড়ো বাঁচে না, আণ্ডাবাচ্চা বাঁচে না—সকলের রক্ত খেয়ে ছাড়ে।

সমরু সাহেব, আপনি একে মারতে এসেছেন? এ আপনার বন্ধু, কি বলছে শুনুন।

আরে না না ছোকরা, তোমায় দম দিয়েছে, ও নবাবের দোস্ত তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

আপনারই কাজে এসেছি। আমি এর সেবা করেছি, তাই এখনো জীবিত আছে। এ মরে গেলে, আপনাকে গুপ্তধনের কে সন্ধান ব'লে দেবে? তাইএর সেবা ক'রে জীবিত রেখেছি। যা শুনলেম তাতে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে।

তোমার ছোট ছোট হাত-পা, তাই পেটের মধ্যে ঘুসেছে। তোমার মস্করাটা কিছু হাসি বুঝিতে পারিতেছে না। তুমি নবাব উজিরের কাজটা ছেড়ে আমার কাজে আসতে চাও কেন? নবাব কি আমার উপর তোমায় চর রাখিয়াছে?

হাঁ।

আরে তুমি কি বলছে?

আপনার কাছে আমি কখনো মিথ্যা বলবো না, নবাব-উজির আমায় চর রেখেছেন বটে। কিন্তু আপনি বীরপুরুষ, আমি আপনার কাছে যুদ্ধ শিখবো। আপনি সামান্য সৈনিক ছিলেন, বুদ্ধিবলে এতদূর উন্নতি লাভ করেছেন। নবাব-উজিরের কাছে গোলামী ক'রে কি হবে? আপনার কাছে থাকলে একজন যোদ্ধা হবো। সে কথা যাক, এখন আলী ইব্রাহিম কি বলে—শুনুন।

কি বলছ—আলি ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর?

আলী। সমরু, তুমি খুব চতুর, কিন্তু সুজাউদ্দৌলার চাতুরী ভেদ করতে পারো নাই। মনে ক'রো না যে আমি তোমার বন্ধু, সেইজন্য তোমায় সতর্ক কচ্ছি,—আমি আমার নবাবের জন্য তোমায় সতর্ক কচ্ছি। সুজাউদ্দৌলা, নবাবকে বন্দী আর তোমায় সৈন্য-দলভুক্ত করেছে কেন জান?—যদি এই উপস্থিত বক্সার-যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয়, তোমাদের দু'জনকে ইংরাজ-করে অর্পিত ক'রে সন্ধিস্থাপন করবে। আমি তোমায় সতর্ক কচ্ছি দুই উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্য—নবাবকে মুক্ত করবো, দ্বিতীয় তোমার দ্বারা প্রতি-হিংসা লব যখন ইংরাজ-যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা নিযুক্ত থাকবে, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর তাঁবুতে এসে, যদি সমস্ত ধনরত্ন ল'য়ে পলায়ন করো, তা'হলে আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হবে। আমার কথা শেষ হয়েছে, আমায় বধ করতে এসেছ—বধ করো।

সমরু। শুনো—শুনো—আমি কাসিম আলীকে কেমন করিয়া ছাড়াবো?

বেগম। সে অতি সহজ কথা। নবাব আমার চর্য্য রেখেছে। আমি নবাবকে খবর দিচ্ছি যে আপনার তৈলিঙ্গি ফৌজেরা কাসিম আলীর নিমক খেয়েছে, কাসিম আলীকে মুক্তি না দিলে তারা যুদ্ধ করবে না। নবাব আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনিও সেইরূপ বলবেন। উপস্থিত যুদ্ধে আপনার তৈলিঙ্গি সৈন্যের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। কাসিম আলী মুক্ত হ'লে, ইংরাজের সহিত নবাব আর সন্ধি করতে পারবে না;—জানেন তো ইংরাজ আপনাদের উভয়কে না পেলে, সন্ধি করতে স্বীকৃত হবে না।

সমরু। হুঁ হুঁ—কথাটা লাগছে।

বেগম। আমি চললাম, যুদ্ধকালে নবাব-জওয়ার কোথায় থাকবে, তাও আমি আপনাকে সন্ধান ক'রে ব'লে দেবো। কিন্তু আমায় ভুলবেন না,

আমার বড় উচ্চ আশা, আপনার কৃপায়, আমার যেন সে আশা পূর্ণ হয়।

সমরু। হাঁ হাঁ খোকবা, তুমি খুব মজপুত—হামি বুঝে লিয়েছে,—তোমাকে দিয়ে হামি ঢের কাম পাবো; তোমার মিঠে কথায় হামার মন ভুলেছে, হামি তোমায় ছোড়বে না।

[কেয়ারের প্রস্থান।

এ বাতটা তো হলো,—এখন তোমাঝাঁজিম্মায় নবাবের কি আছে, আমায় দাও।

। নবাবের যা ছিলো, মহম্মদ ইসাথ সঙ্গে ল'য়ে গেছে, আমার জিম্মায় আর কিছু নাই। তুমি যদি নবাবকে মুক্ত করতে পারো, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চর পাঠিও। মহম্মদ ইসাথ যেখানে আছে, নবাব সেইখানেই যাবে। তুমি সমস্ত অর্থের সন্ধান পাবে।

মহম্মদ ইসাথের হাতে কেতো টাকা আছে?

সমস্তই আছে, তুমি অতি সামান্য লুট করেছ বইতো নয়।

(সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ)

সমরু। তোমার তৈলিঙ্গি ফৌজেরা কি বলে? আমার বালক-ভৃত্যের মুখে শুনলেম, কাসিম আলীকে মুক্তি না দিলে তারা না কি যুদ্ধ করতে সম্মত নয়?

হাঁ জনাব, তারা বলে, কাসিম আলীর এতদিন নিমক খাইলো -

(স্বগত) ছোড়াটা খুব মজবুত আছে।

তাদের তুমি সজ্জিত হ'তে বলো,—আমি কাসিম আলীকে মুক্তি প্রদান করেছি; তারে একটা হস্তী দিয়েছি, সে এতক্ষণ নগরের বাইরে গেছে।

সমরু। (স্বগত) ছোঁড়াটা তাড়াতাড়ি কাম সারুলে। (প্রকাশ্যে) এখন লড়াই সামনে, নবাব কোন হাতীটা দিলেন ?

সুজা। তোমার চিন্তা নাই, একটা মত্ত হস্তী দিয়েছি, সে অতি অকর্ম্মণ্য হস্তী।

সমরু। হামি চলো—চলো,—হামে আব্বার ফৌজকে তৈয়ার হ'তে বলি। সেলাম। (স্বগত) কাসিম আলীর পিছে লোক লাগাতে হবে, ল্যাংড়া হাতী কত দূর যাবে। তারপর তো ইংরাজকে ধরিয়ে দিব।

[সমরুর প্রস্থান।

সুজা। আলী ইব্রাহিম, শুনলেম তুমি আছ,—আমি তোমাকেই দেখ্‌তে এসেছি। তুমি আমায় দোষী করো না। নবাব কাসিম আলী খাঁ অতি সন্দিগ্ধচিত্ত, তিনি আমায় প্রাণবধ কর্‌তে সতাই আদেশ দিয়েছিলেন; এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমি দেখেছি। তুমি আরোগ্য লাভ কর্‌লে, রাজবৈদ্য তোমার চিকিৎসা করবে। কাসিম আলীর নিকট যেরূপ সমাদরে ছিলে, সেইরূপ আমার নিকট থাকবে।

আলী। জনাব, আপনার অভিপ্রায় আমার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে,— আমার জীবনে সাধও হচ্ছে। এরূপ প্রত্যাশার পরিণাম কি, তা জান্‌বার কৌতূহল হচ্ছে। আপনার বক্তব্য,—আমি নবাবের বন্ধু ছিলেম, লোকের নিকট, কি জানি কেন আমার 'ধার্ম্মিক' ব'লে প্রবাদ আছে—আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে, জন-সমাজে আপনার কলঙ্ক অনেক অপনোদন হ'তে পারে; এই আপনার বক্তব্য। কিন্তু জান্‌বেন, এ কলঙ্ক দুরপনেয়; মানবস্মৃতি হ'তে কখনো দূর হবে না, আপনার স্মৃতি হ'তে দূর হবে না, মৃত্যুকালে সমস্ত কথা আপনার সম্মুখে উদয় হবে। সুজাউদ্দৌলা,

উচ্চকীর্ত্তি স্থাপনে সক্ষম হ'তে, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হ'তে, মোগল-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'তে, দুর্ব্বুদ্ধিতে সকল নষ্ট করেছ! আমার জীবন সংক্ষেপ, আমার কার্য্য অবসান, রাজ-বৈদ্যের চিকিৎসা নিষ্ফল হবে।

[মূর্চ্ছা।

সুজা। কে আছ, আলী ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুরকে যত্নপূর্ব্বক আমার শিবিরে নিয়ে যাও।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

(স্বগত) কলঙ্কিত মুসলমান-সমাজে এই একমাত্র প্রকৃত মুসলমান। এর জীবন অতি মূল্যবান, কিরূপে রক্ষা করবো?

[সুজাউদ্দৌলার ও তৎপশ্চাৎ আলী ইব্রাহিমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

ফকীর বেশে মীরকাসিম ও পশ্চাৎ বালকবেশে বেগম।

কাসিম। চলো-চলো—অলস হয়ো না,—এখানেও নরসমাগম সম্ভব বন্য কণ্টকে ভয় কি? হৃদি-কণ্টক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ নয়! চলো-চলো—দূরে—পর্ব্বতগহ্বরে গভীর অন্ধকারে—নচেৎ নরমুখ দর্শন করতে হবে!

বেগম। পথিক, এইপথে এসো।

কাসিম। বালক, এখনো তুমি আমায় পরিত্যাগ করো নাই? কেন মানব নরাকারে এসেছ? তোমার মুখ দেখেও আমার শঙ্কা

হয়, তোমার মুখ দেখেও আমার হৃদ্‌কম্প হয়! তুমি যাও—যাও, তুমি নর-শিশু, তুমি আমার কাছে থেকো না—তোমার ভয় নাই, একাকী আমার সঙ্গে বনপথে এসেছ? কে আমি জানো? মানব-বৈরী! মানুষ আমার শত্রু, আমিও মানুষের শত্রু। তুমি কি জান না, আমি নরহত্যায় কুণ্ঠিত নই? নরহত্যায় আমার উল্লাস? এখান তোমায় বধ করবো। যাও—যাও—পালাও—পালাও।

বেগম। পথিক, এইপথে এসো,—এদিকে ঘোর বন-কণ্টকাকীর্ণ, প্রবেশ করতে পাবে না, এইপথে এসো। ইংরাজ-অনুচর, সমক-অনুচর তোমার অন্বেষণে ভ্রমণ কচ্ছে। তুমি শীঘ্র বন অতিক্রম ক'রে পলায়ন করো, নচেৎ ইংবাজের পুরস্কার লোভে, তোমায় বন্ধ করবে। এসো- এসো --কি চিন্তা কচ্ছ?

কাসিম। কোথায় যাবো?—বনপ্রান্তে? বনপ্রান্তে কে আশ্রয় দেবে? বনপ্রান্তে কে নরের আবাস! সেখানে আমার আশ্রয় কোথায়? আমার কোথাও আশ্রয় নাই! আমি কে জানো?-- জান না! নচেৎ আমার নিমিত্ত তুমি ব্যাকুল হ'তে না! আমি জন্মভূমে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেছি, শত শত নরহত্যা করেছি, রক্তস্রোতে আজীবন ভেসেছি! গ্রাম দগ্ধ হয়েছে, অট্টালিকা ভগ্ন হয়েছে, হাহাকারে দিক পূর্ণ হয়েছে! আমার আশ্রয় নাই!

বেগম। পথিক, তোমার কি ইচ্ছা ইংবাজের করগত হও? ইংরাজের তীব্র তিরস্কার সহ্য করো,—ইংরাজের দণ্ডগ্রহণ করো? যতদিন তুমি জীবিত থাকবে, ইংরাজ নিশ্চিন্ত থাকবে না;—এখনো তুমি তা'দের শত্রুতাসাধনে সক্ষম হবে, এখনো কোন ইংরাজ-বিদ্বেষী নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করো।

নবম গর্ভাঙ্ক।*

ইংরাজ-শিবির।

সাহ্ আলম, মেজর মন্‌রো, খোজা পিত্রু ও ইংরাজসৈন্যগণ।

সাহ আলম। মেজর মনরো, তোমাদের জয়লাভে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত, তা কথায় কি প্রকাশ করবো! রণস্থলে দেখেছিলে, আমাদের আজ্ঞায় আমাদের সেনারা দর্শকের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে একটী অসিও কোষমুক্ত হয় নাই, তোমাদের জয়লাভই আমাদের সম্পূর্ণ বাসনা ছিলো; সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই আহ্লাদ সহকারে আজ ইংরাজকে আমি বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দাওয়ানী ও অযোধ্যার উজিরী প্রদান কচ্ছি। সনন্দ প্রস্তুত করো, আমরা স্বাক্ষর করবো।

মন্‌রো। জাঁহাপনার অনুগ্রহে বড়ই বাধিত হইলাম। লেকেন আমি একটা soldier, জাঁহাপনার দান কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? Calcutta Councilএ পত্র লিখিব, তাঁহাদের মতানুসারে কার্য্য হইবে।

সাহ। ভাল—ভাল, পত্র লেখো, কিম্বা আমরা সনন্দ স্বাক্ষর করি, প্রেরণ করো; দিল্লীশ্বরের দান, কাউন্সিল্ কখনো উপেক্ষা করবে না।

মনরো। অবশ্য না—অবশ্য না, কিন্তু সনন্দটা এখন থাক, জনাব আমার এইটা মার্জ্জনা করিবেন। আমি পত্র লিখিতেছি।

সাহ। সুজাউদ্দৌলা আপনাদের সহিত বিরোধ ক'রে নিতান্ত বর্ব্বরতা প্রকাশ করেছে। আমরা আপনাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য এত উপদেশ দিলেম, সে সকল উপেক্ষা ক'রে তার সমুচিত

দণ্ড পেয়েছে। আর নির্ব্বোধ কাসিম আলী নিরুদ্দেশ; পাপের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করছে।

মনরো। সাহানস, কাসিম আলী যদিচ নিষ্ঠুররূপে ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে, তথাপি আমি তাঁহাকে নির্ব্বোধ বা হীন ব্যক্তি বলিতে প্রস্তুত নহি; তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরাজ-চক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় নাই। তিনি ইংরাজদের একজন উপযুক্ত শত্রু। আমি অন্তরের সহিত তাঁহাকে নবাব মীরজাফর খাঁ অপেক্ষা শ্রদ্ধা করি।

সাহ। হাঁ—হাঁ আপনারা এরূপ উচ্চচেতাই বটেন।

(তারার প্রবেশ)

। সাজাদা, যে দিন তুমি, সুজাউদ্দৌলা, মীর কাসিম তিনজনে একত্র মিলিত হও, সেদিন এই উদাসিনী মোগলের জয়ধ্বনি করেছিলো, আজ ইংরাজের জয়ধ্বনির নিমিত্ত ইংরাজ-শিবিরে উপস্থিত। সেদিন আমি বৃথা আশায় প্রতারিত হ'য়ে জয়ধ্বনি করেছিলেম, সেদিন আমি অন্ধ ছিলেম, সেদিন প্রকৃত ঘটনাস্রোত আমার উপলব্ধি হয় নাই, সেদিন আমার ধারণা হয়েছিলো, তোমরাই ভারতের স্তম্ভ, তোমাদের দ্বারা ভারত-দুর্গতি দূর হবে, তাই তোমাদের জয়ধ্বনি করেছিলেম। সাহেব, আজ তোমাদের জয়ধ্বনি করছি। এতদিন বণিক ছিলে, অর্থোপার্জ্জন তোমাদের কার্য্য ছিলো, সেই অর্থোপার্জ্জনে ভারতবাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করো নাই। কিন্তু আজ ভারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, শান্তিহীন প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা-দ্বেষ, আত্মীয় হত্যায় ভারত জর্জ্জরীভূত! তোমাদের রাজ-শাসনে তা দূর

হবে। ভারতের শিক্ষাভার, রক্ষাভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে জয়যুক্ত। ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা দীনরক্ষক নামে জগদ্বিখ্যাত। স্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের আশ্রয়ে অধীনতা শৃঙ্খল স্খলিত হয়। আজ ভারত তোমাদের অধীন, দুখিনী ভারত তোমাদের আশ্রিতা। ভারতকে আশ্রয় দান করো, তোমাদের জাতিধর্ম্ম প্রতিপালন করো, নিরাশ্রয়কে রক্ষা করো! দেখো আর যেন রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, আর যেন গ্রাম দগ্ধ, অট্টালিকা ভগ্ন, শস্যক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত না হয়; শান্তিদেবী তোমাদের শাসনাধীনে থেকে, দগ্ধ ভারতহৃদয় শীতল হোক, উদাসিনী মুক্তকণ্ঠে তোমাদের জয়ধ্বনি করছে! এখনো আমার কাজ আছে, আমি চল্লেম এখনো একজন মাতৃবৎসল মুসলমান জীবিত আছে, এখনো জন্মভূমির দুঃখে তার নয়নে বারি-ধারা প্রবাহিত, এখনো স্বজাতির জন্য স্বদেশের জন্য সে ব্যাকুল, এখনো অশান্ত হৃদয়ে জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায় নিয়োজিত, এখনো তার ভগ্ন-দেহে জীবন আছে। আমি চল্লেম, সে একা, স্বদেশবৎসল একা, আমি চল্লেম—আমি চল্লেম—এখনো আমার কার্য্য অবসান হয় নাই!

[প্রস্থান

সাহ। সাহেব, তোমাদের শিবিরে এ দেওয়ান কিরূপে প্রবেশ করলে? শিবির-রক্ষকেরা নিবারণ করলে না?

মনরো। জাঁহাপনা, উহাকে নিবারণ করিবার শক্তি কাহারো নাই, উনি ঈশ্বর-আশ্রিতা রমণী। লড়াই শেষ হইলে, দেখেন নাই, দেবদূতের মত আসিয়া আহত সৈন্যদিগের সেবা করিয়াছেন? তাহাতে ইংরাজ আর ভারতবাসী প্রভেদ করেন নাই, সকলকে সমান চক্ষে

দেখিয়াছেন, সকলকে সমান সেবা করিয়াছেন! আমি উহাকে দেবদূত জানিয়া সেলাম করি। জাঁহাপনার আরামের ... হই য়াছে, চলুন আরাম করিবেন। আমরা জাঁহাপনার নিমিত্ত যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়াছি; অনেক ত্রুটি হইবে, মার্জ্জনা করিবেন। (খোজা পিদ্রুর প্রতি) পিদ্রু সাহেব অপেক্ষা করুন।

[সাহ আলমকে লইয়া মেজর মন্‌রোর প্রস্থান।

ক্রু। (স্বগত) এখনি মীরজাফরের কপালটা ভাঙ্গিয়া ছিলে ... সনন্দটা কেন দিল না—কে জানে?

(মেজর মন্‌রোর পুনঃ প্রবেশ)

মো। আমি আপনাকে দুইটা চিঠি দিতেছি, একটা নবাব মীরজাফর খাঁকে দিবেন, আর একটা Calcutta Council এ পেশ করিবেন।

ক্রু। মেজার সাহেব, কেন সনন্দটা লিয়ে নিলেন না? নবাব ... কেতো দিব বলিয়াছিলে, কিছু দিলে না নবাবের কাম করতে আমার ভাইটাকে মীর কাসিম মারলো, তা ভি বিবেচনা করিল না। মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ আমি গুরগিন খাঁকে দিয়া করিয়াছিলাম। এখন কাজ হইয়া গেল, এখন আর মনে রাখে না (স্বগত) যেমন বেইমান, তেমন কুট হইয়াছে।

মন্‌রো। কি বলিতেছেন?

পিদ্রু। সনন্দটা নিয়ে নিলে ভাল হইত।

মন্‌রো। মিষ্টার পিদ্রু, তুমি ইংরাজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনো ইংরাজকে চিনো না; দু'একটা লোভী ইংরাজ দেখিয়াছ, তাই ইংরাজকে বুঝো না। রাজ্য নিলে পালন করিবার ভার লইতে

হয়। মীর কাসিম শুল্ক উঠাইয়াছিলো, কালা গোরা সমান করিতে চাহিয়াছিলো। আমর রাজা নয়, আমরা প্রজার মুখ চাহিল না, মীর কাসিমের সাথ লড়াই করিল। এখন বক্সার যুদ্ধ জিতিয়া হামরা রাজা হইয়াছি, বড় ভার হামাদের উপর আসিল। ঐ যে ফকীরণী যে যে কথা বলিয়া গেল, সব কথাটা ঠিক জানিবেন। আমাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে, Parliamentএ তাহার impeachment হইবে। দু' একজন ইংরাজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতি ন্যায়বান, Europeএ আমাদের ন্যায়বান বলিয়া প্রশংসা। ভারতে আমাদের শান্তি রাখিতে হইবে, সনন্দটা নিয়ে নিলেই হয় না! এখনো আমরা মীরজাফরের আড়ে আছি, সনন্দটা নিলে সব কাজ এক দম মাথায় পড়িবে। রাজা হইয়া অন্যায় করিলে, আমাদের রাজ্য থাকিবে না, বল থাকিবে না, যেমন এ লোক হারিয়া যায়, আমরাও তেমন হারিয়া হারিয়া যাইব, আমাদের দূর হইয়া যাইতে হইবে! রাজা হওয়া বড় ভারি কাজ জানিবেন। আইসেন!

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

মীরজাফরের কক্ষ

মণি বেগম ও ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার। বেগম সাব, কুষ্ঠ রোগ আরাম হইবার নয়। একটা সাবধান করিয়া দিই, খারাপ রোগ, আপনি একটু সতর্ক থাকিবেন, এ সংক্রামক রোগ।

মণি। ডাক্তার সাহেব কি বলছ? সংক্রামক রোগ আমার হবে, এজন্য আমি সেবা করবো না? যদি এমন কোন উপায় থাকে বলুন যাতে নবাব মুক্ত হ'য়ে, নবাবের রোগ আমার হয়! সংক্রামক রোগ বলে আমি সেবা করবো না? তবে কে সেবা করবে? কে এ দারুণ যন্ত্রণার উপশমের চেষ্টা পাবে? সাহেব, নবাব কৃপায় আমি বেগম। কিন্তু আমি ওকে এক দিনের জন্য বিরাম দিই নাই, দিবা রাত্র বিব্রত করেছি। তোমাদের অর্থ তাড়না, কোম্পানীর অর্থ তাড়না, প্রতি কর্ম্মচারীর অর্থ তাড়না, প্রতি কুঠীয়াল সাহেবের অর্থ তাড়না, আমার উত্তেজনা,—নবাব এক দণ্ডের নিমিত্ত বিশ্রামের সময় পান নাই। মীর কাসমকে নবাবী দিয়ে নবাব নিশ্চিন্ত ছিলেন, আমিই তাড়না ক'রে তাঁরে নবাবী গ্রহণ করিয়েছি। যদি এঁর যন্ত্রণার অংশ গ্রহণ করতে আমি সমর্থ হতেম, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করতেম।

ডাক্তার। আপনি সাধ্বী, আপনার পতি-ভক্তি অতি উচ্চ, ইংরাজ মেম সাহেবরাই অতিশয় প্রশংসা করে।

মণি। সাহেব, শোনো—শোনো,—আমি প্রশংসার প্রার্থী নই। যদি

ইংরজের উপর্যুপরি অর্থ-দাবিতে রাজকোষ শূন্য, নবাবী ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, তথাপি আমার এখনো দু'একটা বহুমূল্য বা আছে : সে সমস্ত আপনাকে অর্পণ কচ্ছি,—যদি অসাধ্য রোগ হয় যন্ত্রণা যাতে কিছুমাত্র উপশম হয়, তার বিধান করুন।

নন্দ। বেগম সাহেব, দেখেন, এত আফিম খাইয়া, যখন যন্ত্রণার উপশম হইতেছে না, তখন আমি কি করিতে পারি? দেখি যতদূর হয় আপনি ঠাণ্ডা [illegible] চেষ্টা পাইবেন।

([illegible]ব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফরের প্রবেশ)

[illegible] তুমি [illegible] কেন? কথা বল্লে শোন না, ওইতে আমার [illegible] বাড় [illegible] একটু স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারো না?

মীর। [illegible] কেন রাগ কচ্ছ? আর কার উপর রাগ কচ্ছ? স্থির হবো [illegible] কি ক'রে স্থির হব? মনের ভেতর আগুন, সমস্ত শরীরে আগুন মস্তিষ্কের ভেতর আগুন- অগ্নিময় কণ্টকে দিবা-রাত্র বিদ্ধ কচ্ছে নরকের কীট দংশন কচ্ছে, চক্ষু বুজ্‌লে নরকের অনুচরেরা কাণে নিকট বল্‌ছে, 'এই কৃতঘ্ন, এই স্বদেশদ্রোহী, এই রাজদ্রোহী আমি কি ক'রে স্থির হব?

[illegible]। [illegible]—বসো—বসো ;—আবার প্রলেপ ফেলে দিয়েছ?

মীর। তুমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, কোথায় কি প্রলেপ আছে, আমার উপশম করবে? আমার দেহ ক্ষতপূর্ণ, মন ক্ষতপূর্ণ, আত্মা ক্ষতপূর্ণ। এত যন্ত্রণা, তবু আমার মন বলছে—আমার সমুচিত দণ্ড হয় নাই। বেগম, তুমি তোমার পুত্র নজামদ্দৌলাকে স্নেহ করো আমি তোমায় বারণ কচ্ছি, তাকে সিংহাসন দিয়ো না। এ দারুণ যন্ত্রণা নিজের সন্তানকে দিয়ো না! বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা!—বেগ

সে বালক, এ যন্ত্রণা তা'র এক দণ্ড সহ্য হবে না! এসো এসো - কাছে এসো, আমার প্রাণ অধীর হচ্ছে, বেরিয়ে গেল ধ'রে রাখো।

মণি — এই যে তোমার কাছে রয়েছি। স্থির হও—স্থির হও—ভয় কি

মীর — স্থির হ'বার শক্তি নাই, মহাপাতকীর স্থির হ'বার শক্তি নাই শান্তিহীন প্রাণ স্থির হয় না! দারুণ আত্মগ্লানি—দারুণ আত্মগ্লানি, পালাই চলো -পালাই চলো -

[মীরজাফর ও তৎপশ্চাৎ মণি বেগমের প্রস্থান

The punishment of sin may begin here but not end here.

প্রবাদ

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

পর্ণকুটীর।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ভূপতিত মীর কাসিম।

আবার জগৎশেঠ,—আবার রামনারাণ,—আবার সকলে নরক হ'তে উঠে এসেছ! আবার বাঙ্গলায় ষড়যন্ত্র কচ্ছ। জানি - জানি—তোমাদের পাপ—তোমাদের গঙ্গাজলে ধোবে না সহস্র বৎসর আগুনে পুড়ে যাবে না! (বেগে উত্থিত হইয়া) আবার আবার তোমাদের দণ্ড দেবো! গুরগিন- গুরগিন যুদ্ধে চলো, ছিন্নমস্তক হাতে ল'য়ে যুদ্ধে চলো —চলো—চলো—যুদ্ধে চলো!

সকল সেনানায়ক বেইমান! তকী—তকী এখনো ফিরে এলো না, কাটোযায় কি হলো? সিরাজ—সিরাজ—তুমি আমায় তিরস্কার কচ্ছ না? তোমার মর্ম্মব্যথা আমি বুঝেছি।—রাজ্যেশ্বর, আবার রাজ্য গ্রহণ করো;—আমি তোমার ক্রীতদাস, আমি তোমার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করবো। আহা প্রজার দুঃখে তোমার হৃদয় ব্যথিত! শান্ত হও, রাজ্যেশ্বর শান্ত হও!

(তারার প্রবেশ)

তারা। এই যে কাসিম! আহা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির এই দশা!

কাসিম। কে মীরজাফর! তুমি তোমার বৈভব দেখাতে এসেছ? তোমার বৈভবে আমি ঈর্ষিত নই। ইংরাজ-পাদুকা তোমার রাজছত্র, কলঙ্ক তোমার মুকুট, ইংরাজ-দণ্ড তোমার রাজদণ্ড, স্বদেশীর কঙ্কাল তোমার কণ্টকময় আসন, ভোগ করো,—ভোগ করো,—দাসত্ব-বৈভব ভোগ করো;—এ নীচ বৈভব আমি ঈর্ষা করি না! যুদ্ধ, যুদ্ধ— একজন পদাতি থাকতে সন্ধি নয়, একখানি তরবারি থাকতে সন্ধি নয়, এক কপর্দ্দক থাকতে সন্ধি নয়। [পতন।

তারা। অশান্ত-হৃদয়! শান্তিলাভ করো। তোমার কার্য্য অবসান, কিন্তু তোমার গৌরব অবসান হয় নাই; পরাজয়ে তোমার গৌরব শত-গুণে বৃদ্ধি হয়েছে।

কাসিম। (সবেগে উত্থিত হইয়া) পরাজয়?—কে বলে পরাজয়—কিসের পরাজয়। এখনো উদয়নালা রয়েছে, উদয়নালায় ইংরাজ ধ্বংস হবে, উদয়নালা অ্যাডামসের কবরভূমি হবে। পাটনা গেল— পাটনা গেল।—সুজাউদ্দৌলা—সুজাউদ্দৌলা—সেই একমাত্র

জিত ভারতে তুমি একাকী অপরাজিত, এই সংকীর্ণ কুটীরে তুমি স্বাধীন! যদিচ তুমি নিঃস্ব--তথাচ তুমি গৌরবে সম্রাট! তোমার প্রশংসাগান দেবদূত করছে, আমি তোমার প্রশংসাবাদে অক্ষম। এখনো আমার কার্য্য আছে, তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমার কার্য্য! কার্য্যান্তে আমিও তোমার পশ্চাদগামী হবো।

(বেগমের প্রবেশ)

বেগম। মা, মা---তুমি আগে এসেছ? আমায় বঞ্চিত ক'রে তুমি সেবা করেছ! দেখ মা দেখ আমার চক্ষে বারি-বিন্দু নাই, রাজ্যেশ্বরকে ভূলুণ্ঠিত দেখে বারি-বিন্দু নাই; আমি চিরদিন ওঁর সাথী, আমাদের বিচ্ছেদ হয় নাই। যারা ওঁর অনুসরণ করেছিলো, তাদের প্রতারিত করবার জন্য ওঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেম, ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, আর বিচ্ছেদ হবে না। মা, আমি চল্লেম, আমার স্বামী ক্লান্ত, আমার সেবা ভিন্ন ক্লান্তি দূর হবে না। ঐ যে আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। মা, বিদায়।

[পতন ও মৃত্যু।

তারা। রাজদম্পতি, মহানিদ্রায় শয়ন করো, সুস্বপ্নে নিমগ্ন থাকো, ঈশ্বর-আজ্ঞায় জাগ্রত হ'য়ে, স্বাধীনলোকে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করো! যাই—যাই (কুটীর মধ্যে একখানি ছিন্ন শাল দৃষ্টে তাহা উত্তোলন করিয়া) এই জীর্ণ শাল মাত্র সম্বল, এরই বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় ক'রে, তোমাদের সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করবো। তোমাদের স্মৃতি-চিহ্নের প্রয়োজন নাই, কীর্ত্তিই তোমাদের স্মৃতি।

যবনিকা।

হেষ্টিংস .. .. শ্রীমতী প্রকাশমণি।

ইলিস, ব্যাট্সন ও মনরো .. শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র।

ম্যাক্সি .. .. „ মন্মথনাথ বসু।

কেন্ড ও জোন্স ... „ ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

জন বানাক .. .. „ সত্যেন্দ্রনাথ দে।

গুরগিন খাঁ .. „ খগেন্দ্রনাথ সরকার।

খোজা পিক্রু .. „ হরিদাস দত্ত।

খোজা বাসিদ ও জাফর খাঁ „ নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

মণি বেগম . . শ্রীমতী সুধীরাবালা।

বেগম .. „ সুশীলাসুন্দরী।

তারা .. ... „ তিনকড়ি।

শিক্ষক { শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
„ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (সহকারী)

সঙ্গীত শিক্ষক „ তারাপদ রায়।

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর .. .. „ কালীচরণ দাস।

সুযোগ্য মেম্বার সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় কলেজে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ,— "সেক্সপীয়রের অননুকরণীয় ভাষার অনুবাদ সাধারণ-প্রয়াস-সাধ্য নহে। কিন্তু গিরিশবাবু অতি দক্ষতার সহিত সেই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। নানাস্থলে তাঁহার অনুবাদ মূল বলিয়াই ভ্রম হয়।"

২। সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান নেসান' পত্রিকার সম্পাদক, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল, ব্যারিষ্টার এন, ঘোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক, ফরাসীভাষায় সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর বঙ্গানুবাদ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

৩। মিনার্ভা থিয়েটার "ম্যাক্বেথ" অভিনয় করিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট ইংরাজী "করেন্থিয়ান থিয়েটারের" ন্যায় প্রথম শ্রেণীর থিয়েটাররূপে পরিগণিত হয়। এ সৌভাগ্য দেশীয় অন্য কোন রঙ্গালয়ের হয় নাই। মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। দেলদার।

বিশুদ্ধ প্রেমের জ্বলন্ত ছবি, এই সুমধুর গীতিনাট্যের প্রত্যেক ছত্রে দেদীপ্যমান। তবে বুঝিয়া পড়িতে হইবে, ভাবিতে হইবে। কলিকাতা '[illegible]' দাওয়ান পণ্ডিত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, "ইণ্ডিয়ান মিরারে" দেলদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ ;—

"পবিত্র প্রেম লইয়াই এই গীতি-নাট্যখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক রঙ্গালয়ের উপযোগী করিবার জন্য, ইহাতে স্থূল উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ বাহ্যিক আমোদের প্রচুর প্রলোভন না থাকিলে যে, দার্শনিক তত্ত্বের সমাদর করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। সাধারণকে আমোদিত করিবার জন্য

৭। আয়না।

সামাজিক প্রহসন। বেশ সুন্দর তকতকে ঝকঝকে আয়না! স্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা একদম নাই। হো হো হাসি আছে, পাকা পাকা বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা-- হাড়ভাঙ্গা রকম শিক্ষা! চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালীর গান, বিয়ের বাজার, উকিল ও বেশ্যার তরজা প্রভৃতি পড়িয়া পাঠকের হাসিতে হাসিতে হাস্যের ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিবে। মূল্য।০ চারি আনা।

৮। অভিশাপ।

এক অবতারের কাহিনী বিশেষ এই গীতিনাট্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যেরূপ ভক্তিরসের প্রস্রবণ পাইবেন, তদ্রূপ হাস্যরসের সমুদ্র দেখিতে পাইবেন। ভক্তি ও হাস্যের যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। "অভিশাপ" কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণবের সমান প্রিয়। মূল্য।০ চারি আনা।

৯। ভ্রান্তি।

নাট্যাচার্য্যের বিশেষত্বে "ভ্রান্তি" নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। "ভ্রান্তির" অভিনয় দর্শনে, বিস্ময়মুগ্ধ বিজ্ঞমণ্ডলী বঙ্গ-নাট্যালয়কে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছেন। দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, "ভ্রান্তি" পাঠে বলিয়াছিলেন, "এই অসুখ অবস্থাতেও গিরিশবাবুর বইখানি "ভ্রান্তি" পড়তে আরম্ভ করলুম, বড় মিষ্টি লাগলো, একবারেই সবটা পড়ে ফেললুম। "রঙ্গলাল" আর "গঙ্গাবাই" এই দুটী characterই original. "রঙ্গলাল" সব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে। গিরিশের এখনো লেখবার বেশ জোর আছে, এখনো সে tired হয় নি।" "বঙ্গবাসী" বলেন,—"ভ্রান্তি" নাটকের অয়স্কান্ত মণি! কি অদ্ভুত আকর্ষণ!